যদুপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক নাটক। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। কৃষ্ণদ্বেষী সৌভরাজ শাম্বের শিব-সাধনায় বরলাভ—শ্রীকৃষ্ণসহ ভীষণ সংঘর্ষণ! দেশভক্ত চন্দ্রনাথের ভ্রাতৃভক্তির জ্বলন্ত ছবি। প্রতিহিংসা পরায়ণ বিদূরথের নির্ম্মমতায় অভিনয় মহা-কালীর নিকটে নর বলীদান—মহাকালীর আবির্ভাব। পিতৃভক্ত রুদ্রবাহুর ত্যাগের জীবন্ত নিদর্শন। গণিকা অলকার জীবনের যুগান্তর। স্বপ্নলোকে ও সহজ সুন্দর অভিনয়। মূল্য ১৸৹ সাতসিকা।

ত্রিশক্তি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। দৈত্যপতি প্রহ্লাদের স্বর্গবিজয়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজি-সহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। প্রহ্লাদের পরাজয়। ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজিকে ইন্দ্রত্ব দানের প্রতিশ্রুতি ও পরে ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজির জীবন নাশ। রজি ভ্রাতা কম্বু ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক স্বর্গ আক্রমণ, ইন্দ্রের পরাজয় ও ইন্দ্রের তপস্যা এবং বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বরলাভ, স্বর্গ আক্রমণ ও ইন্দ্রের হৃতরাজ্য উদ্ধার। মূল্য ১৸৹ সাত সিকা।

অসবর্ণা নট—নাট্যকার শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনব অবদান। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। দ্বাপরে—শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ যুগনায়ক শ্রীকৃষ্ণ অসবর্ণা জাম্ববতীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, অমূল্য স্যমন্তক মণি লাভ করার মধুর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই "অসবর্ণা"! মূল্য ১৸৹ সাতসিকা।

Printed By Nimai Charan Biswas
At the 'AKSHOY PRESS'
27-5, Tarak Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

নট্টকোম্পানি (বিল্বগ্রাম) কর্ত্তৃক অভিনীত

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৫১ সাল।

অনার্য্যনন্দিনী পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। মগধেশ্বর শালিবানের মাতৃভক্তি—রাজ্য-সিংহাসন ত্যাগে ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে জটিল রহস্যের মধ্যে ভ্রমণ—রাজনন্দিনী চন্দ্রার ন্যায় ছদ্মনামে ছদ্মবেশে ঘোরতর ঘটনার চক্রের আবর্ত্তনে পতন—অনার্য্য গুরু আপস্তম্ভের আর্য্যের প্রতি বিদ্বেষ হেতু মারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। রাজবলী—নরবলী—নারী-বলীর আয়োজন। ছদ্মবেশী মলয়ার অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য-কলাপ। পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রের সংঘাত—অবশেষে সকল জটিল সমস্যার অবসান ও মিলন। মূল্য ১৷৵০ সাতসিকা।

রত্ন-মুকুট শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। অযোধ্যার সম্রাট বৃকপুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষণ। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৵০ সাতসিকা।

জাহ্নবী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। চারিদিকে জয়-জয়কার। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্য-কলাপ, পিতৃমাতৃত্যক্ত সৃঞ্জয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী, পতিতা উপেক্ষিতা তুরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

বিদর্ভ নন্দিনী শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনয় হইতেছে। লক্ষ্মী অংশে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-দুহিতা রূপে রুক্মিণীর জন্মগ্রহণ। ধরণীর পাপভার মোচনার্থ নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণ অবতার। ভীষ্মকরাজ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ ও কৃষ্ণদ্বেষী ভীষ্মক রাজপুত্র রুক্মের বিদ্বেষ ভাব ও বিবাহে বাধা দিবার জন্য শিশুপালের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্র। রুক্মিণীর সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিণয়। ১৷৵০ সাতসিকা।

পার্থ-বিজয় পণ্ডিত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নারায়ণ অপেরায় অভিনীত হইতেছে। নাগরাজ ইলাবন্তের বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুকাল এবং মণিপুরপতি বভ্রুবাহনের রাজ্যাভিষেক হইতে তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের বজ্রাঘাত্রার এবং পার্থ-বিজয় পর্য্যন্ত ঘটনার অপূর্ব্ব সংযোজনা। মূল্য ১৷৵০।

'উৎসর্গ পত্র'

ভারত বিখ্যাত কাশিম বাজারের মহারাজ, স্বদেশানুরাগী বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, দানবীর প্রজারঞ্জনকারী মহামহিম

শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের

করকমলে এই 'স্বদেশ' নাটকখানি উৎসর্গ করিলাম।

বাণী বিতানের ক্ষুদ্র প্রসূন
এনেছি তোমারে করিতে দান।
হলেও ক্ষুদ্র লহ আজি তাহা
হউক দুঃখ আজি অবসান॥
মহিমা তোমার অভ্রভেদি
কীর্ত্তির তব নাহিক শেষ।
তাই তব করে তুলে দিনু আজি
আমার এ তুচ্ছ শ্রমের "স্বদেশ"॥

ইতি
অনুগ্রহপ্রার্থী
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাং—তেহাট্টা, বর্দ্ধমান।

—ভূমিকা—

এক মহিমময়ী নারীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে রচিত হ'য়েছে এই "স্বদেশ।" স্বার্থযুগের মাঝখানে, এতখানি ত্যাগের আদর্শ থাকৃতে পারে, মাটির-মায়ের সেবায়, দশের কল্যাণে, এতখানি নিঃস্বার্থপরতা থাকৃতে পারে—তা দেখিয়ে গেছে রাজপুতনার মহীয়সী নারী "ধাত্রীপান্না"—যার পূণ্যস্মৃতি নিয়ে আজও ধন্য হয়ে আছে ভারতের বীরভূমি—রাজপুতানা।

নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে—শয়তানের আবির্ভাব···স্নেহের প্রতিচ্ছবি সন্তানকে অম্লান বদনে তুলে দিলে সেই শয়তানের হাতে···রক্তের তরঙ্গ ছুটে গেল···তবু ধীর—স্থির—আর্ত্তনাদ নেই—হাহাকার জাগ্‌লো না, শুধু প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো—"রক্ষা হউক আমার স্বদেশ, বেঁচে থাকুক আমার রাণার বংশধর—সুখী হউক নির্য্যাতিত দেশবাসী।

ঘাত প্রতিঘাত দলিত ক'রে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে, আজ এই 'স্বদেশ' নাটক স্বদেশের মাটিতে স-গর্ব্বে জয়ের নিশান তুলে ধরলো। আমার এই নাটকখানি অভিনয় ক'রে যদি কোন যাত্রাপার্টি যশঃ অর্জ্জন করেন, যদি একজন দর্শকও গণশক্তির মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত হন্—ধন্য হব, শ্রম সার্থক হবে।

শেষ কথা, আমার এ 'স্বদেশ' নাটক বোধ হয় আজ দেশের আলোকে এসে দাঁড়াতে পারতো না, মাত্র দাঁড়িয়েছে স্বর্ণলতা লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী, সাহিত্যানুরাগী নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন শীল মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্নে—এবং বন্ধুবর নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, এই নাটকে তাঁর রচিত "আমার সাধের মেবার ভূমি", "মহীয়সী দেবী ধাত্রীপান্না" ও "পাহাড় পারের তোমরা বঁধু" গান তিন খানি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাদের উভয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলুম। উভয়ের মঙ্গল হোক্—উন্নতি হোক্ এই আমার একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি—

শুভ জন্মাষ্টমী।
ভেহাট্টা—বর্দ্ধমান

গ্রন্থকার।

—চরিত্র পরিচয়—

পুরুষ

বিক্রমজিৎ…(মেবারের মহারাণা) উদয়সিংহ…(ঐ ভ্রাতা) বনবীর…(ঐ ভ্রাতা, দাসীর গর্ভজাত) বীরমল্ল…(সেনাপতি) ভারমল্ল… (ঐ মন্ত্রী) গজানন…(ঐ বয়স্য) নীলমণি…(ঐ গজাননের পুত্র) চূড়ামণি… (গজাননের গুরুদেব) আশা-শা…(কুম্ভমেরু দুর্গাধ্যক্ষ) করমচাঁদ, দুলিচাঁদ, উমিরচাঁদ…(মেবারের সর্দ্দারগণ) জগমল…(করমচাঁদের পুত্র) মোহনচাঁদ…(জগমলের জ্ঞাতি ভ্রাতা) সুমন্ত্র…(মেবারবাসী ব্রাহ্মণ) চন্দন…(ধাত্রী পান্নার পুত্র) দেবীদাস…(দেবীভক্ত) বারি…(ক্ষৌরকার) চারণ, প্রহরী, ভীল সর্দ্দার, কৃষক, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, মল্লগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

লক্ষ্মীবাঈ…(মেবারের মহারাণী) শীতলসেনী…(বনবীরের জননী) পান্না…(উদয়ের ধাত্রী মাতা) জয়ন্তী…(ভারমল্লের কন্যা) ভদ্রা… (সুমন্ত্রের কন্যা) সোহাগিনী…(গজাননের স্ত্রী) দাসী, নর্ত্তকীগণ, ভীলবালা, চারণী, পুরনারী ইত্যাদি।

নরকাসুর ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের উৎপত্তি, কৌশলে দৈত্যরাজ কুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্ম্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, কৌশলে পৃথিবীর নিকট নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ। মূল্য ১৷৽ সাতসিকা।

পুষ্প-সমাধি শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে কবীরের জন্মগ্রহণ—সমাজলাঞ্ছিতা ব্রাহ্মণকন্যা কর্ত্তৃক কবীরকে পরিত্যাগ—জনৈক জোলা গৃহে প্রতিপালন ও রামানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ—কবীরের প্রতি শাক্ত ভৈরবাচার্য্য ও মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক অমানুষিক অত্যাচার—কাশীরাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক কবীরকে আশ্রয়দান—দিল্লীর বাদসাহের সহিত বীরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ কবিরের শবদেহ পুষ্পে পরিণত প্রভৃতি। মূল্য ১৷৽ সাতসিকা।

রাম-কৃষ্ণ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক। কংস কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কংসের প্রহেলিকাময় জন্ম বৃত্তান্ত, ক্রমিল দৈত্যের অভিনব কার্য্য কলাপ, কংসের মাতৃসৃষ্ট মূর্ত্তিমতী অভিশাপের বিকাশ, যশোদার বাৎসল্য, রসরাজের লীলারহস্য, কংস, চানুর, মুষ্টিক ও ক্রমিল দৈত্য বধ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশে গ্রথিত। মূল্য ১৷৽।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত ঐতিহাসিক নাটক, সেই ভারত-গৌরব মেবারের বীরত্ব-কাহিনী! চিড়িমারপুত্র মন্নুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে মালবাধিপতি বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মন্নুলালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কূট অভিসন্ধি, সা-সুজার বিশ্বাসঘাতকতা, ছগনলালের স্বদেশ প্রীতি, হুমায়ুনের নিকট কর্ণদেবীর রাখী প্রেরণ প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১৷৽ সাতসিকা।

নবাব সিরাজদ্দৌলা শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সেই ভাণ্ডারী অপেরার মুকুটমণি—বাংলার ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় হইতে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনীর শেষাংশ গ্রহণে এই বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়াছেন—সিরাজের দেশপ্রেম—মোহনলালের প্রভু-ভক্তি—মীরমদনের কর্ত্তব্য পালন দেখিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইবেন, বলিবেন—এই তো মানুষ! আবার প্রভুদ্রোহী মির্জ্জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মহম্মদী বেগ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র দেখিলে, ধমণীতে উষ্ণ শোণিত বহিবে—আপনাকে ধৈর্য্য-চ্যুত করিবে, তখন বলিবেন—এরা—এরা কি মানুষ! ৫ খানি চিত্র সহ মূল্য ২৲ দুই টাকা।

স্বদেশ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য-প্রদেশ

গীতকণ্ঠে চারণ বালকগণের প্রবেশ

গীত

চারণ বালকগণ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী,
ধন্য মোদের মেবার ভূমি।
ধন্য তোমার আকাশ বাতাস
ধন্য তোমার মাটির আবাস,
ধন্য তোমার বুকের সুধা
ধন্য মা গো তুমি॥
ধন্য মোদের মেবার ভূমি॥
যেন মা গো তোমার তরে.
মরতে পারি পুলক ভরে,
তুমি যে মা মুক্তি ক্ষেত্র
শ্রেষ্ঠ সবার জন্মভূমি
যেন স্বর্গ সুখে লুটিয়ে পড়ি
তোমার চরণ চুমি।
ধন্য মেবার ভূমি॥ [সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃক্ষতল

দুলীচাঁদ, উমিরচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারগণের প্রবেশ

দুলীচাঁদ। উঃ! আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না!

উমির। অমানুষিক অত্যাচার।

সর্দ্দারগণ। সত্বর তার প্রতিবিধান চাই।

সহসা জগমলের প্রবেশ

জগমল। সত্যই এর প্রতিবিধান চাই সর্দ্দারগণ! রাণা বিক্রমাদিত্যের অত্যাচারে চিতোরের বুকে জেগে উঠেছে নিদারুণ হাহাকার, চিতোরবাসী প্রজাগণ সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চিতোর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ দাঁড়াচ্ছে না তার প্রতিকার করতে। মেবারে কি মানুষ নেই?

দুলীচাঁদ। মেবারে মানুষ আছে জগমল! আমরা এবার মাথা তুলে দাঁড়াব, মহারাণার সে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ঐক্যের অস্ত্র তুলে ধরব, স্বদেশ বাসীর বেদনা তপ্ত অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে মেবারের ভাঙ্গাবুকে আবার স্বর্গের হাসি ফুটিয়ে তুলব। তাই আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি কি ভাবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব তার প্রতিবিধান করতে।

উমির। আমরা আজ দৃঢ় প্রতীজ্ঞ! সহ্যেরও সীমা আছে। আর কতদিন আমরা মহারাণার এই নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করব? বহু সহ্য করে এসেছি—কিন্তু আর না—

জগমল। আমরা কি চিতোরের কেউ নই? চিতোরের মাটীর সঙ্গে আমাদের কি কোন সম্বন্ধ জড়িত নেই? আমাদের কি কোন শক্তি নেই—

আমাদের কি কোন অধিকার নেই তাই পশুর মত দিবা রাত্র আমরা অত্যাচারীর সে অত্যাচার সহ্য করব? এস সর্দ্দারগণ! আজ অমরা নব-বলে জেগে উঠি জন্মভূমি মেবারের বুকের উপর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আমরা কি পারব না আমাদের এ দুর্দ্দিন দূর করতে?

দুলীচাঁদ। নিশ্চয় পারব। আমাদের একতার অস্ত্র সে দুর্দ্দিন দূর করে দেবে জগমল।

জগমল। ওই চেয়ে দেখ দুলীচাঁদ চরিত্রভ্রষ্ট মহারাণার জন্য চিতোরের আজ কি শোচনীয় দুর্দ্দশা। প্রজা বলে কি আমরা এতই হীন এতই নগণ্য যে কর্ত্তব্য ভুলেগিয়ে পাষাণের মত চুপ করে বসে থাকব? না—না, আমাদের মনের বল করতে হবে—স্বদেশ বাসীর অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে হবে।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

গীত

চারণ।

তবে জেগে ওঠ্ তোরা হর্ষে।
ওই যে সুনীল আকাশ হইতে
জননী আশীষ বর্ষে॥
ওই যে কাঁদিছে স্বদেশ তোদের
ওই যে তাহার শুষ্ক বেশ,
কেন রে আছিস্ ঘুমে অচেতন
করনা তোরা দুখের শেষ;
তোরা যে মায়ের ছেলে
কেন যাস্ রে মায়েরে ভুলে
আজকে তাঁহার ঘুচারে বেদনা
দে রে তাঁর ঠাঁই শীর্ষে॥

[প্রস্থান

জগমল। চারণ! চারণ! শক্তিহীন রাজপুত জাতিকে জাগিয়ে তোলার তুমিই সে প্রকৃত বন্ধু। সত্যই আজ তোমার জাগরণ সঙ্গীতে আমাদের অলস

নিদ্রা টুটে গেল। সত্যই আজ আমরা স্বদেশের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি। চল সর্দ্দারগণ আমরা মহারাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি—তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে প্রজার সমবেত শক্তিতেই রাজার সৃষ্টি। প্রজা ইচ্ছা করলে এক মূহূর্ত্তে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নূতন রাজার অভিষেক করতে পারে।

উমির। তাই চল ভাই সব এর প্রতিবিধান না করলে মেবারের গৌরব-রবি চির অস্তমিত হয়ে যাবে।

উর্দ্ধশ্বাসে ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। ও গো কে আছ এখানে ? আমাদের যে বড় বিপদ—ও গো আমাদের রক্ষা কর।

সকলে। কে কে তুমি মা ?

ভদ্রা। ওগো আমি যে সুমন্ত্র-ঠাকুরের কন্যা।

উমির। বলো মা তোমার কি হয়েছে ?

ভদ্রা। উঃ! আমার বৃদ্ধ পিতাকে—আর বলতে পারছিনে। গলার স্বর যে রোধ হয়ে আস্‌ছে—হয়তো পিতা আমার এতক্ষণ জীবিত নেই।

দুলীচাঁদ। শীঘ্র বলো মা।

ভদ্রা। ওগো আমার পিতাকে দুর্ব্বৃত্ত বীরমল্ল এসে এইমাত্র ধরে নিয়ে গেল। আমাকেও ধরতে এসেছিল কিন্তু আমি খুব পালিয়ে এসেছি। ওগো তোমরা কি আমার পিতাকে রক্ষা করতে পারবে ? কত কাঁদলুম—কত চীৎকার করলুম—কিন্তু কেউ আমাদের সাহায্য করতে এল না। মহারাণার নাম শুনে সকলেই শঙ্কিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

জগমল। উঃ! একি অবৈধ অত্যাচার! শুনছ শুনছ সর্দ্দারগণ! আর কেন ? চলো চলো আজ বিপন্ন ভাইকে আমরা রক্ষা করিগে চল। ভয় নেই মা—তোমার পিতাকে আমরা এখনি উদ্ধার করে আনব—সেই চরিত্রহীন মহারাণার

কবল হতে। এস উমিরচাঁদ! এস তুলসীচাঁদ! এস সর্দ্দারগণ! আজ আমাদের মহা কর্ত্তব্যের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। আজ সেই বিপন্ন ব্রাহ্মণের জন্ত আমরা জীবন বলিদান দেবো। রত্নপ্রসূতা মেবার জননী! ঢেলে দে ঢেলে দে মা বিশ্বজয়ের আশীর্ব্বাদ তোর পুত্রদের শিরের উপর। যেন তারা ভায়ের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে ভাই কে ভাই বলে বুকে টেনে নেয়।

সকলে। জয় মা মেবার জননীর জয়। [ভদ্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভদ্রা। ভগবান! ভগবান! তোমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ সহস্র ধারায় ঢেলে দাও—বিপন্নকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দেবমন্দির

[জনৈকা দেবদাসী আরত্রিক নৃত্য করতঃ প্রস্থান করিল]

পূজার দ্রব্যাদি হস্তে রঙ্গিণীসহ লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ

লক্ষ্মী। করলি কি রঙ্গিণি! শীতলসেনীকে আগে পূজা করতে দিলি নে কেন? আমিই না হয় পরে পূজা করতুম।

রঙ্গিণী। ওমা রাণী মায়ের কথা শোন গো! শীতলসেনী তোমার আগে পূজা করবে কি গো? তুমি রাজরাণী, তোমার পূজা আগে না—ওই শীতলসেনীর পূজা আগে?

লক্ষ্মী। সাবধান! তুই কি বলছিস্ দাসী!

রঙ্গিণী। কেন আমি সত্য কথাই বলছি। বনবীরের মা বলে কি আমি তাকে ডরিয়ে থাকব? শীতলসেনী চাকরাণী নয়তো কি! বয়েসকালে মাগীর

খুব রূপ ছিল ব'লে মহারাণার সুনজরে পড়ে দাসী হতে একবারে মহারাণী হয়ে উঠেছিল। সে কথা আর কে না জানে? তাকে ডরিয়ে? উঁ!

লক্ষী। আহা দেবীর পূজা করতে এসে বড় ব্যথা পেয়ে সে চলে গেল রঙ্গিণী। যা—যা—শীঘ্র তাকে ডেকে আন্। বোধ হয় এতক্ষণ বেশীদূর চলে যেতে পারেনি। আমি না হয় তার পরেই পূজা করব।

রঙ্গিণী। ওমা ঘেন্নার কথা। তাকে আবার ডাকতে যাব? আমার দায় পড়েছে। মাগীর কি দেমাক। কেন, একটু দাঁড়াতে পারলে না? এতই বা দেমাক কিসের? নাও গো তুমি পূজো সেরে নাও! মাগীর বুকের পাটাও কম নয়। বলে কি না মহারাণীর আগে পূজা করব?

লক্ষী। ভাল কাজ হলনা দাসী। শীতলসেনী যে বড় আশা করে মায়ের পূজা করতে এসেছিল। মা! মা—অপরাধ নিও না দেবী! (উপবেশন ও যোড় হস্তে) ওগো করুণাময়ী মা আমার আর কতদিন তোর চরণতলায় অশ্রুরাশি ঢেলে দেবো? আর কতদিন তোকে ব্যথা রুদ্ধ কণ্ঠে মর্ম্মের ব্যথা জানাব? ওগো দয়াময়ী! আমার স্বামীকে সুমতি দে। তাঁর অন্তর হতে পাপের উন্মত্ত নেশা দূর করে দিয়ে জ্ঞানের আলোকে তুলে ধর্। আমি যে দারুণ অশান্তি ভোগ করছি জননী! শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে আমার যে তিল মাত্র শান্তি নেই। ওগো শান্তিময়ী মা আমার! আর কতদিন তোর করুণার দ্বারে মাথা ঠুকব? স্বামীই যে নারীর চিরবাঞ্ছিত দেবতা! কিন্তু আজ আমি সেই দেবতার চরণপূজায় বঞ্চিত হয়েছি। তিনি যে আমায় চান না, আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। আমি তো তাঁর চরণে কোন অপরাধ করিনি! তবে কেন মা আমায় কাঁদাচ্ছিস্?

গীতকণ্ঠে দেবীদাসের প্রবেশ

গীত

দেবীদাস। মা আমার ভালবাসে ছেলের কাঁদাতে।
তাই পাষাণী বলিয়া কহে যে সবাই

নাহি তাঁর মায়া হিয়াতে ॥
মা, মা বলে আমি কেঁদে কেঁদে ডাকি,
মা আমার তবু নাহি মেলে আঁখি
অট্টহাস্যে উল্লাসে নাচে
করে কত ছলা ভোলাতে ॥
তবু তাঁর তরে হয়েছি পাগল
খুলিয়া দিয়াছি মনেরই আগল,
তাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াই ঘুরিয়া
মায়েরি নামের নেশাতে ॥ [প্রস্থান

লক্ষ্মী। সত্যই বলেছ দেবীপ্রসাদ! মা ছেলেকে কাঁদাতে বড় ভালবাসেন। তবু এ বিরাট সংসার তাঁকে করুণাময়ী বলে ডাকতে ভোলে না। মা! মা! করুণা ভিক্ষা দে মা! আমার স্বামীকে সুপথে টেনে নিয়ে আয়। আমার ভবিষ্যৎ দর্পণে যতই আমার অদৃষ্টকে দেখছি ততই যেন আতঙ্কে শিউরে উঠছি। ওগো শঙ্কানাশিনী! আমার সকল শঙ্কা দূর করে দে।

রঙ্গিণী। এস রাণী মা!

লক্ষ্মী। চল্! আহা রঙ্গিণি! শীতলসেনী দেবীর পূজা না করে বিমুখ হয়ে চলে গেল। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যতা

দাসী সহ শীতলসেনীর প্রবেশ

শীতল। সে তোমারি জন্য রাজরাণী! তোমারি আদেশ অনুযায়ী তোমারি দাসী আমার অপমান করেছে। আমায় দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়নি। দেবীর পূজা করতে এসে উঃ কি অপমান।

লক্ষ্মী। অবোধ দাসী তার কথায় অভিমান করো না মা! আমি তার হয়ে তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইছি। এস মায়ের পূজা কর।

শীতল। না, আর এ মন্দিরে ঢুকব না। ঢুকব সেদিন যেদিন ঢোকবার মত হয়ে আস্‌তে পারব। সামান্য একটা দাসীর এতদূর স্পর্দ্ধা যে আমায় দাসী বলে

উদয়। কিছু হয়নি? বারে তুমি তো বেশ সত্যি কথা বলো তা হলে। এই না বলো আমি মিথ্যে কথা বলিনে। তবে? নিশ্চয় তুমি কাঁদছো?

লক্ষ্মী। না ভাই আমি কাঁদিনি! কাঁদবো কেন?

উদয়। কাঁদবো কেন? কেঁদে চোখ দুটো লাল করে ফেলেছ—আবার বলছো কাঁদবো কেন? বুঝতে পেরেছি নিশ্চয় দাদা তোমায় কিছু বলেছে আচ্ছা আমি দাদাকে বলব। আহা বৌদিদি তোমার বড় দুখ্যু।

পান্নার প্রবেশ

পান্না। উদয়! উদয়! একবারে তুমি এখানে চলে এসেছ? আর আমি তোমায় কত খুঁজছি।

উদয়। দেখনা ধাত্রী মা বৌদি কাঁদ্‌ছে।

পান্না। কাঁদছো মা?

লক্ষ্মী। পান্না! পান্না! চোখের জল যে আর ধরে রাখতে পারছিনে। আমার ব্যথা তো তুই সবই জানিস পান্না। বল মা অশ্রুকে কেমন করে বেঁধে রাখি? অত্যাচারী স্বামীর জন্য উঃ! আমার মর্ম্ম যে ভেঙ্গে গেছে। কতদিন যুক্তকরে এই মন্দিরে মায়ের চরণ তলায় বসে মাকে প্রাণের বেদনা জানাচ্ছি কই পান্না, মা আমার সে নিবেদন শুনছে কই? (ক্রন্দন)

পান্না। কেঁদনা রাজরাণী! দুখের পর সুখের উষা। আবার মহারাণার জ্ঞান ফিরে আসবে। আবার তুমি সুখিনী হবে। ধৈর্য্য ধর মা! অধৈর্য্য হলে কি চলে? এ সংসার যে জীবের পরীক্ষার স্থান। এস উদয় অনেক্ষণ যে তুমি কিছু খাওনি।

উদয়। কিন্তু বৌদি কাঁদলে আমি খাবোনা ধাই মা।

লক্ষ্মী। আর আমি কাঁদবো না যাও ভাই খাওগে।

উদয়। দেখ সাবধান আর যেন কেঁদোনা। চল ধাই মা আমি কিছু খেয়ে দেয়ে দেবীদার কাছে গান শিখতে যাব। হ্যাঁ চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

লক্ষ্মী। যাও পান্না! হ্যাঁ বলতে ভুলে যাচ্ছি মা! আবার একটা নূতন আগুন জ্বলে উঠেছে।

পান্না। কি হয়েছে রাণী মা।

লক্ষ্মী। আমার এখানে আসার পূর্ব্বে শীতলসেনী এসেছিল পূজা করতে, কিন্তু রঙ্গিণী তাকে পূজা করতে দেয়নি তাকে দাসী বলে অপমান করেছে! সেইজন্য শীতলসেনী বেশ স্পষ্টভাবে আমায় বলে গেল এর প্রতিশোধ নেবো মেবার ধ্বংস করব। উঃ! পান্না কি হবে মা?

পান্না। তাই তো মা মহারাণী! জানিনা মায়ের কি ইচ্ছা! এস উদয়! আসি মা মহারাণী।

[উদয়কে লইয়া প্রস্থান।

লক্ষ্মী। পান্নার কি মাতৃস্নেহ! পিতৃ-মাতৃহীন উদয়কে মানুষ করবার ভার নিয়েছে। উদয় যেন তার ছেলে। উদয়ের জন্য পান্নার আহার নিদ্রা নাই। অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি পান্নার।

সুমন্ত্র উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করিল

সুমন্ত্র। আমায় রক্ষা কর মা মহারাণী।

লক্ষ্মী। এ্যাঁ—একি সুমন্ত্র ঠাকুর যে! এ কি দুর্দ্দশা হয়েছে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত রক্ত ঝরে পড়ছে বলুন ঠাকুর আপনার এ দশা কে করলে!

সুমন্ত্র। মহারাণার আদেশে বীরমল্ল এসেছিল আমার বিধবা কন্যা ভদ্রাকে……উঃ……

লক্ষ্মী। ভগবান! এ যে দেখছি পাপের চরম মূর্ত্তি! হায় মহারাণা একি তোমার যথেচ্ছাচারিতা, তারপর তারপর ব্রাহ্মণ?

সুমন্ত্র। তারপর? তারপর আমার কন্যা গৃহ হতে পলায়ন করে। তার সন্ধান না পেয়ে আমায়—উঃ দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে মাথা ঘুরছে—

সৈন্যগণ সহ বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। কৈ কোথায় পালাবে তুমি সুমন্ত্র! আজ তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবো। ভেবেছ সৈন্যগণের হাত ছিনিয়ে পালিয়ে এসে বেঁচে যাবে? না—না—তা হবে না। সৈন্যগণ! বাঁধ বাঁধ ব্রাহ্মণকে।

লক্ষ্মী। সাবধান বীরমল্ল! জেনো এটা মায়ের মন্দির। এখানে এতটা অনাচার কি মা সইতে দেবেন। যাও শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর।

বীরমল্ল। মহারাণী! কিন্তু মহারাণার যে আদেশ।

লক্ষ্মী। মহারাণার আদেশ! সেই আদেশ প্রতিপালন করতে দেখ বীরমল্ল! তুমি এই নিরপরাধ ব্রাহ্মণের কি দুর্দ্দশা করেছ।

বীরমল্ল। ব্রাহ্মণ প্রতারক—কন্যাকে সরিয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মী। বাঃ! পিতা হয়ে সতীসাধ্বী কন্যাকে একজন সুরাপায়ী লম্পটের হাতে তুলে দেবে এও কি সম্ভব? সেইজন্য আজ দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ দণ্ডিত হবে? উঃ! কি আর বলব বীরমল্ল! দাসত্ব করে দেখছি তোমাদের অমূল্য মনুষ্যত্বটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রভুর আদেশ হলেও তোমার কি বিবেক ধর্ম্ম নেই তোমারও কি প্রাণটা একটুকুও কাঁপছে না সেই অমানুষিক আদেশ প্রতিপালন করতে? সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! ভয় নেই ব্রাহ্মণ! তুমি যখন মায়ের চরণতলে এসে পড়েছ মা তখন তাঁর সমস্ত অভয়টুকু দিয়ে তোমায় রক্ষা করবে।

বীরমল্ল। মহারাণী!

লক্ষ্মী। চলে যাও। মহারাণীর সম্মান রক্ষা করে নীরবে এখান হতে চলে যাও। নতুবা দেখতে পাবে একজন উদ্ধত ভৃত্যকে শাসন করবার ক্ষমতা কতখানি আছে এই মহারাণীর।

বীরমল্ল। আচ্ছা! [সৈন্যগণ সহ প্রস্থান

সুমন্ত্র। করলে কি মা মহারাণী? একজন দূরদৃষ্ট ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে এতখানি আত্মত্যাগের মহিমা দেখিয়ে দিলে। আমি তোমায় কি দিয়ে আজ আশীর্ব্বাদ করব।

লক্ষ্মী। আমায় আশীর্ব্বাদ করতে হবেনা ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করুন ওই মেবারের

সন্তান সন্ততিদের, যেন তারা আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে চিরদিন উদ্দীপ্ত থাকে। আসুন আমার সঙ্গে, আপনার সতীকন্যাকে রক্ষা করতে সতীই জীবন বিসর্জন দেবে। মা! মা! দেখিস মা একদিকে স্বামী অন্যদিকে কর্ত্তব্যের মহাপূজা আমি যেন কুল হারাই নে।

সুমন্ত্র। ওগো স্নেহময়ী! আমি মহারাণার কাছে যাই—আমার জন্যে—

লক্ষ্মী। চুপ করুন ঠাকুর! এখন আসুন সুস্থ হবেন। যারা পরের ব্যথাকে নিজের ব্যথা না ভাবতে পারে তারা তো মানুষ নয় ব্রাহ্মণ! তারা যে পাপের কঙ্কাল, মূর্ত্ত মূর্ত্তি অভিশাপ—সৃষ্টির কলঙ্ক। [সুমন্ত্র সহ প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গজানন্দের বাটী

সোহাগিনীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গজানন্দের প্রবেশ
গজানন্দের দক্ষিণ হস্তে বঁটী ছিল

গজা। কাটব! কাটব! আজ নিশ্চয় তোমায় কাটব।

সোহা। এঁ্যা—আমায় কাটবে কি? কাটলে যে আমি মরে যাব।

গজা। মর আর বাঁচ তাতে ক্ষতি নেই। তোমায় কিন্তু আমি কাটবোই কাটব।

সোহা। কি তুমি আমায় কাটবে?

গজা। নিশ্চয় কাটবো। মহারাণার নজরে পড়লে গজানন্দের সব আনন্দ বেরিয়ে যাবে বুঝলে?

সোহা। ওমা! তাই বলো এই জন্যে তুমি আমায় কাটবে। তা আমায় মহারাণা কি জোর করে নিয়ে যাবে।

গজা। আরে মাগী তুমি তো কোন ছার কত বড় বড় ঘরের সুন্দরীকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। কাটি কাটি ভবে আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

সোহা। বটে কাটবে বইকি ? এখনি তোমাকেও আমি কেটে ফেলবো।

গজা। সেকি ! সেকি !

সোহা। আমায় কাটবে ? ওরে মিন্সে দেবা থোবার নাম নেই তার ওপর অপঘাতেয় মারবে ? আজ তোমার সাতগুষ্টি কে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌বো।

গজা। আঃ ! মহারাণা যে তোমায় ধরে নিয়ে যাবে।

সোহা। যাক না বেশ তো মহারাণী হবো।

গজা। কি কি আর আমি শালা পথে পথে কেঁদে বেড়াব কেমন ? না—না—কাটি—কাটি।

সোহা। এখুনি কুরুখেত্তর করব। এখুনি নীলমণিকে ডাকবো। ঘা কতক তোমায় বেশ করে দিয়ে যাবে, তুমি না মহারাণার বয়স্য ? তোমাব বউকে ধরে নিয়ে যাবে ?

গজা। আরে বয়স্যের বৌ বলেই তো এতদিন তুমি গজানন্দের ভাঙ্গা কুঁড়ে আলো করে আছ নইলে কবে তোমায় হিড়্ হিড়্ করে টান্‌তে টান্‌তে ধরে নিয়ে যেতো। বলে সুমন্ত্র ঠাকুরের মেয়েটাকে ধরে আনতে গেছে। কাল মহারাজের আবার বসন্ত উৎসব। আমাকেও যেতে হবে তাই বলছি গিন্নি ! নইলে আর রক্ষা নেই।

সোহা। কাটবে কিগো ! তুমি কি খেপে গেছ নাকি ? দেখ ওসব চালাকি এখন রেখে দাও—এতদিন রাজার বয়স্যগিরি করে কাটাচ্ছ কই একখানাও ত সোণা দানা দিতে পারলে না। পোড়ার সংসারে থেকে এহ্ পরকাল কিছুই হল না। মা আমার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে গেছে। (সুরে ক্রন্দন) ওগো বাবাগো—ওগো মাগো—তোমরা কোথা গেলে গো ? আমাব শেষকালে কি অপঘাতেয় মরতে হবেগো।

গজা। আহা হা ! থাম থাম শেষকালে পাড়ার লোক জড় করবে নাকি ? কি মুস্কিল কাণ্ড।

সোহা। ওগো বাবা গো— (ক্রন্দন)

গজা। মাটী করলে দেখছি। থাক্ থাক্ কাটাকাটিতে কাজ নেই। এই বঁটী ফেলে দিলাম। (বঁটী ফেলিয়া দিল, হস্ত ধরিয়া)

ওঠ—ওঠ অভিমানীনি
সোহাগিনী! বিকট চীৎকার কারিণি!
গজানন্দের পিণ্ড দায়িনী। ওঠ—ওঠ—
ভূতলে পড়িয়া এ হেন রাসভরাগিনী
সাজে কি তোমার?
ওহো কনক লতিকা মোর!
হাস হাস একবার।

সোহা। হি—হি—হি—।

গজা। ইস্ ইস্! যুগান্তর হল বুঝি! - দেখ সোহাগ মোট কথা তোমায় একটু সাবধানে থাকতে হবে। মহারাণার যে রকম ভাব গতিক কোন্ দিন না বলে বসে বয়স্য তোমার খগেন্দ্রজিনি নাসিকা ধারিণী সোহাগিনীকে চাই।

সোহা। হ্যাঁগা তাহলে কি হবে?

গজা। দেখ তোমায় কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তন করতে হবে।

সোহা। সে আবার কি?

গজা। তোমায় বেটা ছেলে সেজে বেড়াতে হবে। তা হ'লে কেউ তোমায় চট করে ধরতে পারবে না আর ধর্ পাকড়ের কোন ভাবনা থাকবে না।

সোহা। ওমা—গো—বেটা ছেলে সাজবো কি গো। লোকে দেখলে বলবে কিগো?

গজা। বলবে আর কি? আজকাল সমস্ত মেয়ে মানুষকেই বেটা ছেলে সাজতে হবে। নারী প্রগতির দিন এসেছে। তোমাদের এইবার জয়জয়কার হবে।

সোহা। মিন্সের সবেতেই ধানাই। আমার দ্বারা ওসব কিছু চলবে না। শেষ কথা বলছি তোমায়—এই মাসে গলার হার গড়িয়ে না দিলে আমি পোড়া

সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাব। আর গতর জর্ল করতে পারবো না। বিয়ে করেছিলে কি করতে? লজ্জা করেনি?

নীলমণির প্রবেশ

নীল। মা! মা! ওমা!

সোহা। কি হয়েছে বাবা? আমার নীলমণি ধন মাণিক রতন!

নীল। যা যা আর আদর করতে হবে না।

সোহা। বল না বাবা কি হয়েছে?

নীল। আমি আর পাঠশালে পড়তে যাব না। আজ গুরুমশাইকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসেছি।

গজা। সে কি রে ব্যাটা অকাল কুষ্মাণ্ড!

নীল। চোপরাও—তোমার সঙ্গে তো কোন কথা হয়নি তুমি বলবার কে? তোমার জন্যই তো রোজ রোজ পাঠশালে যেতে হয়। কেবলি বলো লেখা পড়া শেখ্—লেখা—পড়া শেখ্।

গজা। লেখা পড়া শিখবে না তো শিখবে কি? বাবার কি বিশ বিঘে নাখরাজ জমি আছে যে ফুর্ত্তি করে দিন কাটাবে? দেখ নীলুর মা! ছেলেটার মাথাটা তুমিই খেলে দেখছি। তোমার জন্যে ওর কিচ্ছু হবে না।

সোহা। নাই বা হলো একটা ছেলে মুখ্যু সুখ্যুই হয়ে চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাকুক।

নীল। বাবার কিচ্ছু আক্কেল নেই। একেবারে বেআক্কেলে অসভ্যর চরম। সভ্যতা মোটেই জানে না।

গজা। কিরে ব্যাটা! দেখবি? যা যা পাঠশালে যা—।

নীল। হুঁ আবার যাচ্ছি। গুরুমশাই আজ আমায় মেরেছিল বলে গুরুমশাইকে একচড় লাগিয়ে দে লম্বা। বই দপ্তর জলে ফেলে দিয়ে এসেছি।

গজা। বেশ করেছ এমন না হলে ছেলে। বেঁচে থাক বাবা মার্কণ্ড হয়ে। আহা মা ষষ্ঠি কি নমুনাই না দেখিয়েছেন।

নীল। দেখ বাবা লেখা পড়া তো ছেড়ে দিলাম—এইবার একটা ঘোড়া আমায় কিনে দিও।

গজা। এইবার ঘোড়ারোগ ধরবে নাকি ?

নীল। ওসব চালাকি টালাকি রেখে দাও। ঘোড়া চাই কিন্তু বলে দিচ্ছি।

নীল।　　　　　　　　গীত

ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যাব করবো দেশের কাজ
কলম পিষে কাঁদব না আর
সারা সকাল সাঁজ।
ফুলিয়ে বুকের লম্বা ছাতি,
দেশের তরে উঠ্‌বো মাতি,
করব না আর চাকরী পরের
(সেতো) নয়কো সুখের—কেবল লাজ।

ঘোড়া কিন্তু চাই। মা! মা! বল বল বাবাকে ভাল করে বল। ঘোড়া কিনে না দিলে বাবাকে আর এবাড়ীতে ঢুকতে দেবো না। মনে রেখো মাণিক !　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান

গজা। সর্ব্বনাশ ঘটলো দেখছি। ব্যাটাকে এইবার ঘোড়া রোগে পেলে দেখছি।

সোহা। ছেলে বায়না ধরেছে একটা ঘোড়া আর কিনে দিতে পারবে না। কেবল বাবা হতেই পেরেছ।　　　　　　　　　　[প্রস্থান

গজা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—এইবার দেখছি সবাই মিলে জুটে পুটে আমায় বাড়ী হতে তাড়াবে। গিন্নী বলে গয়না আর ব্যাটা বলে ঘোড়া—এঁ্যা—এখন এসব পাই কোথায় ? আমি শালা কোন রকমে ভাগ্যটাকে ফেরাতে পাচ্ছিনে। কত লোকে কত টাকা পাচ্ছে কত সম্পত্তি পাচ্ছে—আর আমি

শালা একটা পয়সারও মুখ দেখতে পাচ্ছিনে। কপাল কিন্তু ফেরাতেই হবে। যেমন করেই হোক। নইলে শালার কপালকে গুঁড়ো নাড়া করে দেবো।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। অভিবাদন বয়স্য মশাই!

গজা। এস এস প্রহরী দাদা! বলি ব্যাপার খানা কি? হঠাৎ গজানন্দের বাড়ীতে ধড়া চুড়া এঁটে—আবির্ভূত হলে। (স্বগতঃ) আমার স্ত্রীর ওপর ব্যাটার নেকনজর পড়েছে। ব্যাটাকে যাহয় ক'রে এখন ভাগাতেই হবে।

প্রহরী। মহারাণার কাল বসন্ত উৎসব। আপনাকে তারজন্য মহারাণার আদেশে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। হ্যাঁ আপনার স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছিনে যে—

গজা। (ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

প্রহরী। কি হলো বয়স্য মশাই কেঁদে উঠলেন যে?

গজা। ভাইরে সে কনক প্রতিমা কি আর ইহজগতে আছে! (ক্রন্দন) ওহো হো! ভাইরে লক্ষ্মণ কোথায় দিয়ে এলি আমার সীতা লক্ষ্মী। বল্ বল্ বাপ! কোন বনে রেখে এলি তারে?

প্রহরী। তাইতো বয়স্য মশাই আপনার স্ত্রী মারা গেছে—আহা আপনার তো বেজায় দুখ্যু তা হলে। (স্বগতঃ) হায় হায় সব আশা নিরাশ হ'লো।

গজা। ভাই রে কি আর বলবো—হঠাৎ দুধ খেতে খেতে গলায় আটকে গিয়ে চক্ষুস্থির—ওহো—হো—।

প্রহরী। আমারও তাই বয়স্য মশাই! আজ প্রায় চার মাস হলো—আমার রাঙা বৌ আমায় ছেড়ে চলে গেছে। ওহো—হো বয়স্য মশাই—সে আমায় বড় ভাল বাসতো।

গজা। ওহো—হো—তাইতো বাপধন!

প্রহরী। গীত (ভাটিয়ালী)

ওহো হো—! পরাণ আমার ডুকরে ওঠে—
আমার রাঙা বৌয়ের তরে।
তার ডব্‌কা মুখের মুচ্‌কি হাসি
আমি ভুলবো কেমন করে॥
সে কস্তাপেড়ে শাড়ী পরে
আসতো যখন নদীর ধারে
কলসী কাঁকে করে,
তার হাতের কাঁকন বাজতো তখন
কতই মধুর স্বরে॥
আমি আড়াল হতে ছুটে এসে (ওহো হো)
কইতাম কথা চিবুকটী তার ধরে॥
আসতাম যখন বাড়ী হ'তে
ভাসতো নয়ন জলে.
বলতো কেঁদে (আমার) হাতটি ধরে
আমায় থেকো নাকো ভুলে,
সে যে আমায় কাঁদিয়ে গেছে চলে
ওগো কেমন করে থাকবো আমি
লক্ষ্মীশূন্য ঘরে।

গজা। ওহো—হো—ভাইরে তোরও যে দশা আমারও সেই দশা। আয় ভাই দুজনে স্যাঙ্গাত পাতিয়ে ফেলি।

প্রহরী। তা হ'লে আমি এখন চল্লুম।

গজা। যাও—যাও ভাই।

(প্রহরী পূর্ব্ব গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল)

গজা। যাই হোক কালান্তক ব্যাটাকে ভাগিয়েছি। ভাগ্যি সোহাগমণি এসে পড়েনি। তা হ'লে সব মাটী হতো। যাইহোক এখন রাজপুরী পানে অগ্রসর হওয়া যাক্। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ কানন

রাণা বিক্রমজিৎ, মল্লগণ; বীরমল্ল; গজানন্দ

বিক্রমজিৎ আসিয়া পুষ্পাসনে উপবেশন করিল। সকলে রাণাকে অভিবাদন করিল দুইজন রমণী আসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল, একজন রমণী একটী পাত্রে করিয়া সুরা আনিল বিক্রমজিৎ পান করিলেন ও অন্যান্য সকলেও সুরা পান করিল, গজানন্দ শর্ম্মা সবার অলক্ষ্যে সুরা পান করিল। দুইজন নর্ত্তকী আসিয়া পিচকারী দিয়া গোলাপজল ছিটাইয়া দিয়া গেল, দুইজন নর্ত্তকী আসিয়া মহারাণাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিয়া গেল। দুইজন নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য করিয়া গেল। সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল

গজা। অহো হো—আজ কি আনন্দের দিন। মহারাজের বসন্ত উৎসব। নাও—নাও থাম্‌লে চলবে না আজ সারারাত আনন্দ চল্‌বে। এইবার মল্লগণের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হোক।

একজন মল্ল ঢাক ও একজন মল্ল ঝাঁঝর বাজাইতে লাগিল

এবং মল্লগণ মল্ল যুদ্ধ দেখাইতে লাগিল

গজা। (মল্লযুদ্ধ শেষ হইলে) এইবার নর্ত্তকীদের সঙ্গীতসুধা পান করুন।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

নর্ত্তকীগণ। আজি মাধবি লতায় বাঁধি তোমারে প্রিয়
রেখে দেব গোপনে,
যৌবন উপবনে ;
পরশনে ঢেলে দেব সঞ্চিত অমিয় ॥
ললিত কণ্ঠে তুলিব তান,
দীঘল নয়নে হানিব বাণ ;
অলসে আসিবে ঘুম, অনুরাগে দেবো চুম্,
প্রতিদান থাকে যদি তুমি দিও হে দিও ॥
তোমারি চরণ তলে,
পড়িব আপন ভুলে,
যদি ভাল বাসো কাছে এসে বসো
অধরে অধর দিয়ে মধুটী নিও ॥

সকলে। বাহবা! বাহবা!

বিক্রমজিৎ নর্ত্তকীদের রত্নহার দিলেন,
নর্ত্তকীগণ অভিবাদন করতঃ প্রস্থান করিল।

বিক্রম। আজ আমার এ বসন্তোৎসবে আনন্দ নাই। ভেবে ছিলাম উৎসব বন্ধ রাখবো—কিন্তু আবার ভেবে দেখলাম এতে আমার সুনাম নষ্ট হবে, —তাই বাধ্য হয়ে এ উৎসবের অনুষ্ঠান করতে হলো। আমার এ আনন্দের অন্তরায় করমচাঁদ পুত্র জগমল। আমি মেবারের মহারাণা তার কি দুঃসাহস যে আমার কাছ হতে ছিনিয়ে নেয়—সেই অনিন্দ্য সুন্দরী ভদ্রাকে।

মল্লগণ ও গজানন্দ। ভারি অন্যায়—ভারি অন্যায়—রাজোদ্রহিতা।

গজা। (কৃত্রিম কাঁদিতে কাঁদিতে) ওহে—হো! মহারাণার কি নিদারুণ দুঃখ্য আজ এমন দিনে একটা সুন্দরীও পাওয়া গেল না।

বিক্রম। জগমল! জগমল! নিয়ে গেল সেই ভদ্রা সুন্দরীকে? তারপর

মহারাণীও নাকি সুমন্ত্রকে আশ্রয় দিয়েছে। বিদ্রোহী! বিদ্রোহী! সব বিদ্রোহীর দল। আমি মেবারের মহারাণা! আমার স্বাধীনতার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তুচ্ছ নগণ্য এক প্রজা! না—না—অমার্জ্জনীয়। বীরমল্ল! বীরমল্ল! যাও যাও মল্লগণকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও—রাজদ্রোহী জগমলকে বেঁধে নিয়ে এস—আমি তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করব। দেখাব, আমি মেবারের মহারাণা—বুঝিয়ে দেবো অহঙ্কারী জগমলকে—মহারাণার শক্তি কতখানি।

গজা! নিশ্চয়! নিশ্চয়! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। যাও—যাও ভায়া হুঙ্কার ছেড়ে বীরদর্পে চলে যাও। সত্যই জগমলের ভারি অন্যায়।

বিক্রম। আমি তার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করব। তার সেই অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্যকে শাসনের সুতীব্র বেত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে ছাড়ব। মূর্খ জানেনা কার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। যাও শীঘ্র তাকে নিয়ে এস।

বীর। মেবারের সমস্ত সর্দ্দারগণ মহারাণার বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করেছে।

বিক্রম। বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা সেই হীনমতি কুক্কুরদের।

করমচাঁদের প্রবেশ

করম। আর সেই হীনমতি কুক্কুরদের অনুগ্রহে, এখনো তুমি মেবারের সিংহাসনে বসে আছ মহারাণা। একথা যেন চিরদিন স্মরণ থাকে তোমার।

বিক্রম। কি বলছ করমচাঁদ তুমি কি উন্মাদ হয়েছ।

মল্লগণ। নিশ্চয় নিশ্চয় উন্মাদ হয়েছে।

গজা। ভীষণভাবে উন্মাদ হয়েছে। (মল্লগণের উচ্চ হাস্য)

করম। স্তব্ধ হও তোষামদের দল।

গজা। বাপ্!

বিক্রম। যাও—যাও করমচাঁদ সর্দ্দার শীঘ্র এখান হতে চলে যাও।

করম। যাচ্ছি! কিন্তু আমার বলবার আছে সেগুলো আগে বলি।

বিক্রম। শুনবে কে?

করম। মহারাণা।

বিক্রম। তোমার মত নগণ্যের কথা শুনতে মেবারের রাণা বাধ্য নয়।

করম। কি কি বললে মহারাণা নগণ্য করমচাঁদ—তার কথা মহারাণা শুনতে বাধ্য নয়। তোমার পিতা মহারাণা সঙ্গও একদিন এই বৃদ্ধ করমচাঁদের কথা শুনতে বাধ্য হয়ে ছিল। আজ তাঁরি পুত্র হয়ে একথা বলতে পারলে? কিন্তু তুমি না শুনলেও আমি বলব।

বিক্রম। তোমরা সব রাজদ্রোহী। আমি শুনেছি করমচাঁদ মেবারের সমস্ত সর্দ্দারেরা আমার বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে।

করম। যদি করে থাকে তা হলে সেটা তাদের অন্যায় হয়নি মহারাণা।

বিক্রম। কি কি বললে বৃদ্ধ?

করম। সত্যকথা বলছি মহারাণা! মেবারের পুণ্য সিংহাসনে যে মূর্ত্তিমান পাপ উপবেশন করেছে—তা এতদিন কেউ জানতে পারেনি—কিন্তু যেদিন তারা জানতে পেরেছে সেইদিন হতেই তারা সাবধান হতে সুরু করেছে। নইলে যে তাদের সুখ শান্তির পথে বিরাট হাহাকার ছুটে আসবে। মেবারের চির গৌরব রবিও চির অস্তাচলে যাবে। মহারাণা! মহারাণা! ওই শোন! বেশ কাণপেতে শোন—আজ তোমারি জন্য এই মেবারের বুকে কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। ওই দেখ মেবার মায়ের বেদনা-তপ্ত অশ্রুভরা আঁখি দুটী! আমি তোমার পিতৃতুল্য। এই নীচ মল্লগণের সংস্রব ত্যাগ করে প্রকৃত রাণা বংশের পরিচয় দাও।

বীরমল্ল ও মল্লগণ } কি আমরা নীচ! আরে আরে বৃদ্ধ করমচাঁদ!

বিক্রম। সর্দ্দার! দেখছি তুমিই হচ্ছ রাজদ্রোহিতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তোমারি নির্দ্দেশ মত নিশ্চয়ই অন্যান্য সর্দ্দারেরা এতখানি সাহসের পরিচয় দিচ্ছে মহারাণার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। তুমিই আমার প্রধান শত্রু।

মল্লগণ। ধ্রুব সত্য।

গজা। গৃহ শত্রু বিভীষণ।

করম। না—না—করমচাঁদ তোমার শত্রু নয় মহারাণা! আমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যাবার সময় করমচাঁদ অতবড় একটা গ্লানি মাথায় করে নিয়ে যেতে পারবে না। রাণাবংশের মঙ্গল কামনায় জীবন কাটিয়ে দিয়ে এসেছি—এখনো সেই কামনায় অন্তর ভরে আছে। একে বিদ্রোহিতা বলে না মহারাণা! এ হচ্ছে পুত্রের প্রতি পিতার শাসন—

বিক্রম। শাসন? তুমি আমায় শাসন করবে করমচাঁদ? বাতুল—বাতুল!

মল্লগণ। কোন ভুল নেই।

গজা। ওহে করম দাদা! বেশ ভালো করে অশ্বায়ণ তৈল মর্দ্দন করগে হে।

করম। আমি বাতুল নই মহারাণা! বাতুল হয়েছ তুমি! বিবেক ধর্ম্ম-হীন তুমি! তোমায় যে একরত্তি বেলা হতে মানুষ করে এসেছি বিক্রম। এখনো করমচাঁদের বেত্রের চিহ্ন তোমার পৃষ্ঠ হতে মিলিয়ে যায়নি। আজ মেবারের মহারাণা হলেও করমচাঁদের কাছে তুমি শিশু সেই বিক্রম।

বিক্রম। অতীতের দাবী আর চলবেনা করমচাঁদ! আমি দেখব মেবারের সর্দ্দারগণের অনুগ্রহের প্রার্থী মেবারের মহারাণা—না মহারাণার অনুগৃহীত সেই সর্দ্দারেরা? সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারদের ধরে এনে একটা একটা করে জ্যান্ত মাটীতে পুঁতে ফেলবো। দেখবো তারা কতখানি শক্তিমান।

করম। তাদের শক্তির তুলনা হয় না মহারাণা। যখন তারা একতার অস্ত্র তুলে ধরবে তখন তুমি কি করবে মহারাণা? রাজা কে? রাজা তো প্রজারই সমবেত শক্তিতে গড়া একজন। প্রজা ইচ্ছা করলে এক মূহুর্ত্তে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নূতন রাজা তৈরী করে সেই সিংহাসনে বসাতে পারে। এখনো তুমি সুপথে এস মহারাণা! তোমার অত্যাচারে মেবার ত্রস্ত হয়ে উঠেছে—সকলেই যুক্তকরে ভগবানের নিকট তোমার ধ্বংসের

কামনা করছে। মেবারের যে পুণ্য সিংহাসনে বাপ্পারাও, ভীমসিংহ, হাম্মির, কুম্ভ সমরসিংহ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ উপবেশন করে গেছেন—আজ সেই পুণ্য সিংহাসন তোমার মত একজন উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারীর জন্য কলঙ্কিত হচ্ছে। যাও—যাও নেমে যাও, শীঘ্র নেমে যাও সেই সিংহাসন হতে, নতুবা সেই সিংহাসন হতে প্রলয় আগুন জ্বলে উঠে তোমায় ভস্ম করে ফেলবে।

বিক্রম। বটে! বটে! বীরমল্ল! বীরমল্ল! বন্দী কর বন্দী কর রাজদ্রোহীকে?

করম। সাবধান! করমচাঁদ বৃদ্ধ হলেও তোদের মত সহস্র জনকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারে।

বিক্রম। আরে আরে অহঙ্কারী বৃদ্ধ— (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

গীত

চারণ। কেন করবে শ্মশান দেশটা
ঐ যে কাঁদে মেবার ভূমি শুনে তোমার নামটা।

বিক্রম। কি কি বলছিস্ রে উন্মাদ চারণ?

পূর্ব্বগীতাংশ

ভায়ে ভায়ে অস্ত্র ধরে
জ্বালবে আগুন নিজের ঘরে,
সেই ফাঁকেতে শত্রু এসে
(তোমার) করবে দখল ঘরটা॥

বিক্রম। দূর হও দূর হও চারণ।

পূর্ব্বগীতাংশ

ও গো আমার মেবার ভূমি
একি রক্ত পেলে তুমি

এবার বুঝি যায় মা তোমার প্রাণটা ॥
আয়রে বজ্র আয়রে নেমে
মরুক দেশের শত্রুটা ॥ [প্রস্থান

বিক্রম। রাজদ্রোহী রাজদ্রোহী!

করম। ভুল বুঝেছ মহারাণা! রাজদ্রোহী কেউ নয়। মেবারের সকল প্রজাই চায় জীবন দিয়ে রাজ্য রক্ষা করতে। রাজা যে ভগবানের প্রতিনিধি। কিন্তু রাণা! তুমিই যে আজ সেই রাজভক্ত প্রজাদের ভক্তিটুকু কেড়ে নিচ্ছ। ভাবতো কি ভাবে তুমি মেবারের বুক খানা দলিত করছ—ভাবতো কি ভাবে তুমি প্রজাদের কাঁদাচ্ছো—একটিবার নিজের বুকে হাতদিয়ে বলো মহারাণা মনের অগোচর তো কিছুই নেই। যে পরনারী মা, তুমি সেই পরনারী নির্য্যাতন করছ। বলো মহারাণা এ কি কেউ সইতে পারে? রাজার জন্য প্রজা সবই সহ্য করতে পারে—কিন্তু তাদের মা বোনেদের রাজার হাতে তুলে দিতে পারে না।

গজা। আরে বুড়ো দা থামনা হে! তুমি যে খুবই বলছ! বোধ হয় ছেলেবেলায় খুবই অভিনয় করতে। তোমার মুখমধ্যা ব্রেড়ে পরিষ্কার।

বিক্রম। মেবারের মহারাণা আমি—না—না—কখনই প্রজাগণের সে অত্যাচার সহ্য করব না। বীরমল্ল! সমস্ত বিদ্রোহীদের বন্দী করে নিয়ে এস। ঘর বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে দাও। পুড়িয়ে মার—পুড়িয়ে মার।

গজা। ব্যাটারা যেন পুড়ে বেগুন পোড়া হয়।

করম। না পতনের আর বিলম্ব নেই। মা মা জন্মভূমি মেবার, আর বুঝি তোকে রক্ষা করতে পারলাম না। [প্রস্থানোদ্যত

বিক্রম। করমচাঁদকে বন্দী কর বীরমল্ল।

করম। করমচাঁদ শৃগাল নয় সে পশুরাজ সিংহ। [প্রস্থান

বিক্রম। অসহ্য! অসহ্য! করমচাঁদ! করমচাঁদ গর্ব্বিত বৃদ্ধ! এইবার তুমি মরণের জন্য প্রস্তুত হও। আর আমি তোমার সম্মান রক্ষা করতে পরবো

না। জগমল! জগমল! উঃ! ভদ্রা! ভদ্রা! তার সেই যৌবন জড়িত ললাম মূর্ত্তি—আমি যে এখনো ভুলতে পারছিনে—চাই চাই তাকে চাই—আমি মেবারের রাণা

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মী। সেই জন্যই বুঝি কুলনারীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ—মহারাণা নামের সার্থকতা দেখাতে? বাঃ চমৎকার মহারাণা!

[বীরমল্ল ও মল্লগণের প্রস্থান

বিক্রম। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তুমি অন্তঃপুর হতে এখানে এসেছ কেন?

লক্ষ্মী। এসেছি প্রাণের দায়ে। এসেছি লক্ষ্মীর দুর্ভাগ্যকে তাড়িয়ে দিতে। কেন তাতে দোষকি মহারাণা? তোমার সঙ্গে যখন আমার অদৃষ্ট গাঁথা রয়েছে তখন তোমায় রক্ষা করতে কেন আসবো না? ওগো মহারাণা আজ তুমি কি করতে চলেছ? তুমি রাজা, তোমার রাজশক্তি দিয়ে প্রজার সবটুকু কেড়ে নাও কিন্তু—তাদের মা ভগ্নির সম্ভ্রমটুকু কেড়ে নিও না - তারা সইতে পারবে না। তখন দেখবে তাদের একতা পুঞ্জিভূত হয়ে উঠবে—বুকের রক্ত গরম হয়ে উঠবে—কোষবদ্ধ অসি ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে।

বিক্রম। হাঃ হাঃ হাঃ! কার সাধ্য আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—কঠোর দণ্ডে তাকে দণ্ডিত করবো। যাও—যাও লক্ষ্মী স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িও না।

লক্ষ্মী। বলো, তুমি আর সতীর ধর্ম্মে হাত দেবে না? জাননা—নারীর জন্য রাবণ গেছে—দুর্য্যোধনও গেছে। তুমি মেবারের মহারাণা, বলতো তোমার জন্মের কত গৌরব।

বিক্রম। বুঝেছি তুমিও চাও বিদ্রোহিতা করতে। তাই আশ্রয় দিয়েছ সুমন্ত্র ঠাকুরকে! তুমি আমার অপমান করেছ—যাও তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি দেখবো সমগ্র মেবার আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমার কি অনিষ্ট করে।

লক্ষ্মী। ওগো দশ যেখানে ভগবানও সেখানে। পরের প্রাণে ব্যথা দিয়ে

কেউ কখনও সুখী হয় না। আর পরকে কাঁদিও না, পরের অভিশাপ কুড়িয়ে নিও না।

সুমন্ত্রকে বন্দী করতঃ বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। মহারাণা! মহারাণা! প্রবঞ্চক সুমন্ত্র ঠাকুরকে ধরে এনেছি। ব্রাহ্মণ উদ্যানের দ্বারদেশে জানিনা কোন দুরভিসন্ধিতে দাঁড়িয়ে ছিল।

লক্ষ্মী। একি ঠাকুর! আপনি কেন এখানে এলেন ?

সুমন্ত্র। তোমার কষ্ট সহ্য করতে পারব না বলে জননী। আমার জন্য তোমায় দুঃখ ভোগ করতে হবে না—সেইজন্য স্বেচ্ছায় মহারাণার কাছে ধরা দিতে এসে ছিলাম।

বিক্রম। সুমন্ত্র! প্রবঞ্চক!

সুমন্ত্র। প্রবঞ্চক......আমি ?

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবঞ্চক তুমি! বলো কি জন্য আমার আদেশ উপেক্ষা করে কন্যাকে তোমার জগমলের কাছে সরিয়ে দিলে? কিন্তু হাজার সরিয়ে দিলেও মার্জ্জারের তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে—কোথাও তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

সুমন্ত্র। মহারাণা! ওরি নাম প্রবঞ্চনা? পিতা হয়ে নিজের কন্যাকে দানবের কবলে তুলে দিই নি বলে—আমি হলাম প্রবঞ্চক? বাঃ সুন্দর রাজ বিচার।

বিক্রম। মৃত্যু দণ্ড! মৃত্যু দণ্ড তোমার। বলো জীবন চাও কি না? যদি জীবন চাও তাহলে এই মূহূর্ত্তে তোমার কন্যাকে আমার কাছে এনে দাও নতুবা তোমার রক্ষা নেই সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র। সুমন্ত্র অম্লান বদনে মরণকে বরণ করে নেবে মহারাণা—কিন্তু তুচ্ছ জীবনের জন্য, তার বংশের মান মর্য্যাদা ম্লান করতে পারবে না।

বিক্রম। সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র। ব্রাহ্মণ ক্ষমা করতে জানে সে ক্ষমাই করে যাবে!

বিক্রম। তুমি আমায় ক্ষমা করবে ব্রাহ্মণ?

সুমন্ত্র। উপায় নেই। ক্ষমার স্মৃতি ভুলে গিয়ে এই সাকারা বিশ্বজননীকে কাঁদাতে পারব না মহারাণা। যেটুকু অস্থিরতা আমায় উন্মাদ করেছিল—সেটুকু অস্থিরতা আর আমাতে নেই। মায়ের অনন্ত করুণা শ্রাবণ ধারার মত এসে আমার চিতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। শাস্তি দাও মহারাণা। আমি মাথা পেতে নেবো। তোমার সে শাস্তি দানের পথে সুমন্ত্রের এক ফোঁটাও চোখের জল পড়বে না, একটী দীর্ঘনিশ্বাসও পড়বে না। মরণের পরপারে গিয়েও আমি তোমায় ক্ষমাই করব।

বিক্রম। রেখে দাও শাস্ত্র ব্যাখ্যা ধর্ম্মনীতি আভিজাত্য! বীরমল্ল! বেত্রাঘাতে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠের চামড়া তুলে নাও, আজ আমার বসন্ত উৎসব পূর্ণ হোক ওই প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণের তপ্ত শোণিতে। বেত্রাঘাত কর! বেত্রাঘাত কর! এই কে আছিস বেত নিয়ে আয়। (প্রহরী বেত দিয়া গেল বীরমল্ল উহা লইল) নাও—নাও ব্রাহ্মণেব পৃষ্ঠের চামড়া তুলে নাও।

লক্ষ্মী। না—না—লক্ষ্মীবাঈ জীবিত থাকতে এত অনাচার ঘটতে দেবে না। ব্রহ্মবধ হবে এই মেবারের বুকে?

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে! বীরমল্ল! বীরমল্ল! (বীরমল্ল সুমন্ত্রকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল)

সুমন্ত্র। তবু আমি তোমায় ক্ষমাই করবো রাণা!

লক্ষ্মী। উঃ! উঃ! একি দৃশ্য! একি অবিচলিত মূর্ত্তি! সর্ব্বাঙ্গ হতে রক্ত যে ঝুঝিয়ে পড়ছে। না—না—ব্রাহ্মণের রক্ত মেবারের মাটীতে পড়তে দেবো না। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! সত্যই কি তুমি ধর্ম্মহীন—শক্তি নেই কলির ব্রাহ্মণ! নেই কি তোমার সেই অতীত জাতীয় গৌরবময় মাহাত্ম্য—নাই কি তোমার সেই কপিলের নেত্রবহ্নি—দুর্ব্বাসার অভিশাপ?

সুমন্ত্র। নেই নেই, সব হারিয়েছি—জননী সব হারিয়েছি। প্রতিহিংসায় আমি জয় চাই না দেবী! সহতাই আমাকে জয়ের আসন আপনিই দান করবে।

লক্ষ্মী। অদ্ভুত তুমি ব্রাহ্মণ! ওরে কে আছিস্ আয় আয় ছুটে আয়, তোদের

ভাইকে রক্ষা কর। কেউ নেই কেউ নেই, মেবারে মানুষ কেউ নেই। সারা মেবার আজ ঘুমিয়ে গেছে। কই ভাইয়ের অশ্রু মুছিয়ে দিতে একটী ভাইও তো ছুটে আসছে না! তবে কি মেবারে মনুষ্য নেই?

অস্ত্রকরে উদয়ের প্রবেশ

উদয়। আছে আছে মেবারে মানুষ আছে—এই মহারাণা সঙ্গের পুত্র উদয় সিংহ।

জগমলের প্রবেশ

জগমল। আর আছে এই জগমল।

বিক্রম। একি! একি! বিদ্রোহিতা! বীরমল্ল! বীরমল্ল! হত্যা কর হত্যা কর ওই বিদ্রোহীদের। [প্রস্থান

বীরমল্ল। আরে আরে বিদ্রোহী জগমল। (যুদ্ধ ও বীরমল্লের পলায়ন)

উদয়। চলো বৌদি—আমরা শীঘ্র এখান হতে চলে যাই চলো। জগমল দা তুমি সুমন্ত্র ঠাকুরকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।

জগমল। চলো সুমন্ত্র! তোমার কন্যা আমাদের গৃহে বাস করছে।

সুমন্ত্র। চলো দেখি অদৃষ্টে আবার কি আছে।

লক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ করি জগমল, আশীর্ব্বাদ করি উদয়! চির উদীপ্ত থাকে যেন এই রকম ভ্রাতৃপ্রেম। প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখান হতে ভাই যেন ভাই চিনে নেয়। ব্যথাহত প্রকৃতির ছিন্নবীণায়, ঐক্যের সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠুক। অনন্ত নীলিমা হতে সহস্র ধারায় ঝরে পড়ুক দেবতার মুক্ত আশীর্ব্বাদ এই মেবারের দলিত বক্ষে। মেবার আবার মানুষ হোক।

(উদয় জগমল নতজানু হইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

জয়ন্তী উপবিষ্টা, সখীগণ গাহিতেছিল

গীত

সখীগণ। আজ বাঁধা বেণী এলিয়ে পড়ে

তনুর বাগে হাহাকার।

মদন যাগের দহন জ্বালা—

যায় না সখী সওয়া আর ॥

কাজল চোখের উদাস চাওয়া,

হয় না সখী বাঁধন দেওয়া

মন বিপিনের তরুণ ছায়ে

নাইকো প্রিয়র অভিসার ॥

সুরহারানো ফাগুন বনে, নাইক ফুলের নাচন দোলা,

আঁচল টানা উতল হাওয়ায়, হয় না বেছে কুঁড়ি তোলা,

নিঝুম রাতের গোপন পথে

পাই না কেন দেখা তার? [প্রস্থান

জয়ন্তী। কই এখনো সে আসছে না কেন? তবে কি আসবে না? আমি যে তারি জন্য আমার কামনার নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছি। প্রস্ফুটিত জীবনের সমস্ত আবেগটুকু যে—তারি পদতলে বিলিয়ে দিয়েছি। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে—সে শুধু আমার······তবে?

ভারমল্লের প্রবেশ

ভার। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। কেন বাবা?

ভার। আমি একটা কথা বলতে এসেছি মা! বেশ মন দিয়ে শুন্‌বি। আমি তোর মত জানতে পরিচারিকা পাঠিয়ে ছিলাম কিন্তু——

জয়ন্তী। আমি মত দিই নি বাবা।

ভার। কেন?

জয়ন্তী। সে কথা তোমার না শোনাই ভাল।

ভার। তবু বলতে হবে।

জয়ন্তী। না আমি বল্‌তে পারব না।

ভার। কি বল্‌তে পাররিনে? ও বুঝেচি জয়ন্তী।

জয়ন্তী। বুঝেছ যদি তবে আর জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ভার। স্বকর্ণে শুনতে চাই।

জয়ন্তী। আমি বিবাহ করব না।

ভার। (উত্তেজিত ভাবে) জয়ন্তী!

জয়ন্তী। তুমি আমায় হত্যা কর বাবা! এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি, নইলে তুমি যে শান্ত হবে না বাবা! আর আমাকেও চিরজীবন—দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে কাঁদতে হবে না।

ভার। সে কি জয়ন্তী?

জয়ন্তী। তুমি বুঝতে পারবে না বাবা। আমার বিবাহ বন্ধ কর। আমি বিবাহ করব না। তার চেয়ে চিরদিন এমনি স্বাধীন ভাবেই ঘুরে বেড়াব।

ভার। আমি যে বীরমল্লের সঙ্গে—তোর বিবাহের সমস্ত আয়োজন করেছি। তুই এখন অবাধ্য হ'স্‌নে জয়ন্তী। আমার মুখে কলঙ্কের ছাপ দিস্‌নে। পাঁচ জনের কাছে আমায় হেয় করিস্ নে, তুই মত দে।

জয়ন্তী। তুমি আমার স্নেহময় পিতা প্রতিপালক হলেও—তোমার আদেশ কন্যার নিকট সতত পালনের হলেও—কন্যার নূতন জীবন গঠনের পথে—তোমার আদেশ আমায় উপেক্ষা করতেই হবে। নইলে যে আমার বাঁচবার উপায় নেই বাবা—ভেবে দেখ বাবা—আজ তুমি কি করতে চাইছ! যে কন্যাকে প্রাণের স্নেহটুকু দিয়ে এত বড়টা করে তুল্‌লে,—ভেবে দেখ আজ তাকে কোথায়—কোন্ নৈরাশ্যের অন্ধকারে ফেলে দিতে যাচ্ছ? আমার অপরাধ নিওনা বাবা! আমি তোমার অবাধ্য কন্যা নই। কি করব…আমার যে—জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

ভার। ওঃ! তাহলে তুই আমার অপমান কর্‌তে চাস্?

জয়ন্তী। না, বাবা তুমি বুঝতে পারছ না—জয়ন্তীর অন্তর আকাশে আজ কি প্রবল ঝড় উঠেছে।

ভার। তুচ্ছ একটা কন্যার এতখানি স্বাধীনতা! ওঃ! আমি দুধ কলা দিয়ে এতদিন একটা কালসাপিনীকে পুষেছি। উপযুক্ত প্রতিদান পেয়েছি। কেন আমি আঁতুড় ঘরে তোকে নুন খাইয়ে মারিনি? তাহলে তো আমায় এতখানি অপমান সইতে হত না।

জয়ন্তী। এখন তুমি বেশ আছ বাবা—কিন্তু কন্যার বিবাহ দিলে—অনেক অপমান তোমায় সহ্য করতে হবে। এ তো কি অপমান? শুধু অপমান নয়—তোমায় অনেক জ্বালাও সহ্য করতে হবে। তোমার জীবনের পথে একটা ঘোর হাহাকার তুলে দেবে। তোমায় দিবারাত্র দগ্ধে দগ্ধে মারবে। তাই বলছি বাবা—

ভার। চুপকর্‌--চুপকর্‌—প্রগল্‌ভা! আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই না। উঃ! কি স্বাধীনতা!

জয়ন্তী। শুন্‌তেই হবে—নারীর স্বাধীনতা ভারতের নূতন নয়—সৃষ্টির প্রথম হতেই চলে আসছে। মনে কর সুভদ্রাকে—মনেকর সংযুক্তাকে—জয়ন্তীও সেই দেশেরই মেয়ে। সেকি-

ভার। চুপ্ কর্—চুপ্ কর্—জয়ন্তী!

জয়ন্তী। না—না, চুপ করব না। যাকে নিয়ে সারা জীবন চল্‌তে হবে,—যাকে কামনার দেবতা সাজিয়ে পূজা করতে হবে—যে হবে জীবনের প্রধান সঙ্গী—বলো বলো তাকে বেছে নেওয়াই কি নারীর অপরাধের? নারীর সে স্বাধীনতা কেন নাই? তাদের স্বাধীনতা দিতেই হবে। পিতা মাতা কন্যাদায় হতে উদ্ধার পেতে—অথবা ভবিষ্যতে অতুল সম্পদের অধিকারী হতে—চরিত্রভ্রষ্ট কিম্বা স্থবিরের করে কন্যা সমর্পণ করছে। কিন্তু তার ফলে কি হচ্ছে জানো বাবা? হচ্ছে এই পুণ্যভূমি ভারতের বুকের উপর অনাচারের সৃষ্টি। চরিত্রভ্রষ্ট স্বামীর নির্ম্মম প্রহারে—কত সতীনারী মনের ধিক্কারে—আত্মহত্যা করে তাদের জীবন জুড়াচ্ছে—না হয় পথভ্রষ্ট হয়ে কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছে। বিবাহের কিছুদিন পরেই নারীর যৌবনের প্রথম প্রভাতেই বৃদ্ধ স্বামী তার চক্ষু মুদলেন। বলো বাবা সেই নারী তখন—

ভার। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু শোন কলঙ্কিনী! বীরমল্লের সঙ্গে আমি তোর বিবাহ দেবোই দেবো। দেখি সে বিবাহ কে বন্ধ করে।

[রোষ ভরে প্রস্থান

জয়ন্তী। বীরমল্ল! বীরমল্ল! উঃ! নর পিশাচ সে! তার সঙ্গে আমার বিবাহ! না—বাবা তা হবে না,—জয়ন্তী বিষপানে কিম্বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবে—তবু সেই চরিত্রহীন নরপিশাচকে—তার দেবতার আসনে বসাবে না।

বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। না হয় পায়ের তলাতেই রাখবে জয়ন্তী। তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই।

জয়ন্তী। একি বীরমল্ল! তুমি এখানে কেন? জানো তোমায় এখানে দেখলে হয় তো—লোকে আমার চরিত্রে—

বীরমল্ল। কেউ কিছু বলবে না সুন্দরী। কারো সাহস হবে না বীরমল্লের নামে কুৎসা রটাতে। বলতে কি আমিই এখন চিতোরের মহারাণা। যাক্ তার জন্যে আর ভাবতে হবে না—এখন যে জন্যে এখানে এসেছি—আর তুমিও বোধ হয় সুখবর শুনেছ—শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছ? তোমার সঙ্গে যে আমার বিবাহ সমস্ত পাকাপাকি।

জয়ন্তী। কিন্তু এ সংবাদ শুনে আমি সুখী হতে পারলুম না বীরমল্ল—বরং দুঃখ আরও অন্তর ঘিরে দাঁড়ালো।

বীরমল্ল। এতে আর দুঃখ কিসের? বিবাহের পর তোমার আর কোন দুঃখই থাকবে না। দেখবে, বীরমল্ল তোমার জন্যে কত অসাধ্য সাধন করবে। তোমায় মেবারের রাণী করবে।

জয়ন্তী। তুমি না রাজ্যের রক্ষক? রাজার শক্তি—রাজভৃত্য? ছিঃ ছিঃ! তোমার অন্তর এতখানি নীচ—আমি জানতুম না বীরমল্ল। তুচ্ছ একটা নারীর জন্য প্রভুর সর্ব্বনাশ করবে? অথচ যে প্রভুর অনুগ্রহ দত্ত অর্থে—তুমি সুখে জীবন অতিবাহিত করছ। সাবধান, একথা যেন আর কারো কাছে বলো না—শুনলে লোকে তোমায় বাতুল বলে উপহাস করবে।

বীরমল্ল। বলো জয়ন্তী তুমি আমার হবে কি না? আমার বহুদিনের সঞ্চিত কামনা—তুমি পূর্ণ করবে কি না? আমি যে তোমার জন্যে উন্মাদ জয়ন্তী। তোমার উচ্ছ্বাসিত যৌবন—দীপ্ত ললাম মূর্ত্তি—আমায় দিশেহারা করেছে। আমি তোমার জন্য সবই করতে পারি। বলো তুমি আমার হবে কি না?

জয়ন্তী। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক শয়তান কে—ভারমল্লকন্যা জয়ন্তী—কোনদিনও আত্মসমর্পণ করবে না।

বীরমল্ল। (উত্তেজিত ভাবে) জয়ন্তী!

জয়ন্তী। সাবধান কামান্ধ! রক্তচক্ষু দেখাচ্ছ কাকে? আমায়? মন্ত্রীকন্যা

জয়ন্তীকে? যাও তোমার রক্তচক্ষুতে জয়ন্তী ভয় পাবে না। যদি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করতে চাও,—নীরবে জয়ন্তীর স্মৃতি মুছে ফেলে চলে যাও—নতুবা

বীরমল্ল। নতুবা—

জয়ন্তী। নতুবা তোমার কলুষিত দেহ এখনি মাটীতে গড়াগড়ি যাবে।

বীরমল্ল। বটে এত দর্প! তাহলে বীরমল্লকে তুমি চাওনা? কিন্তু জেনে রেখো জয়ন্তী – এম্‌নিভাবে আমায় প্রত্যাখ্যান করলে – ভবিষ্যতে অনুতাপের অশ্রুজলে তোমায় ভাস্‌তে হবে। আমি তোমায় সুখিনী হতে দেবো না। যে কোন প্রকারে তোমায় আমি চাই।

জয়ন্তী। ঘৃণিত কুক্কুর! চাওয়াটা কি এতই মূল্যহীন? তোমার চাওয়াটা আকাশ কুসুম কল্পনা। কোন যুগে তা পূর্ণ হবে না – আমি চির জীবন কাঁদব – অশ্রুর তরঙ্গে ভেসে যাব, তবু তোমার মত পিশাচ শয়তানের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে সৌভাগ্যবতী হবো না – হবো না।

বীরমল্ল। জানো ইচ্ছা করলে এখনি –

সহসা মেহন চাঁদের প্রবেশ

মোহন! অত সহজ নয় বীরমল্ল – নারীর অমূল্যরত্ন লুণ্ঠন করা অত সহজ নয়। তাহলে যে ভগবানকে কেউ আর্ত্তহারী বলে ডাকবে না।

জয়ন্তী। মোহন! মোহন! দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দাও – শাস্তি দাও।

বীরমল্ল। বুঝতে পেরেছি মোহন – তুমিই হচ্ছ আমার প্রণয় পথের অন্তরায়। তোমারি জন্য আজ আমি সুধা সম্ভোগে বঞ্চিত। যাক্‌ ভালই হয়েছে সিংহের বিবরে যখন শিকার আপনিই এসেছে – তখন আর পরিত্রাণ নেই! এস মোহন আজ জয়ন্তীর সম্মুখেই তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটা তুলে নিই। (অস্ত্র তুলিল)

মোহন। বীরমল্ল! মনে রেখো মোহনচাঁদও দুর্ব্বল নয়। বীরভূমি মেবারের বুকে সে জন্মেছে—বীর মাতার স্তন দুগ্ধে তার জীবন পুষ্ট হয়েছে, তারও অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। এস পিশাচ! এস কামান্ধ! দেখি, তোমার

দুঃসাহসের উন্মত্ততা কতখানি ? (উভয়ের যুদ্ধ ও বীরমল্লের পরাস্ত) হয়েছে বীরমল্ল ? এখন ভাবো তোমার জীবনের পরিণাম ? চল্ দুষ্ট ! আমি তোমায় এখনি মহারাণার নিকট নিয়ে যাচ্ছি। তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরব—তোমার ওই পাপময় দেহখানাকে। দেখি তিনি কি বিচার করেন।

জয়ন্তী। থাক্ মোহন ! ওকে ছেড়ে দাও—মার্জ্জনা কর।

মোহন। সে কি জয়ন্তী ?

জয়ন্তী। ওর ভুল হতে পারে—কিন্তু আমরা ভুল করি কেন ? যদিও ভুলের বশে জ্ঞান হারিয়েছে—কিন্তু আবার হয় তো একদিন মানুষ হতে পারে।

মোহন। যাও বীরমল্ল ! মনে রেখো এর পর আর তুমি মার্জ্জনা পাবে না। তুমি মেবারের সেনাপতি হলেও—আমি মানুষ,—তোমার শাণিত তরবারির গতিরোধ করবে—আমার এই অমূল্য মনুষ্যত্ব।

বীরমল্ল। আচ্ছা ! কিন্তু তুমিও যেন ভুলে যেও না মোহন—আমিও মেবারের সেনাপতি বীরমল্ল। [ভ্রুকুটী করতঃ প্রস্থান

মোহন। যাও !

জয়ন্তী। মোহন !

মোহন। কি বলছ জয়ন্তী ?

জয়ন্তী। কি আর বলব ? ওগো দেবতা ! আমি যে অকুলে পড়েছি ! বীরমল্লের সঙ্গে আমার বিবাহ পিতার ইচ্ছা—জানিনা সে বিবাহ—আমার জ্ঞানে হবে কি অজ্ঞানে হবে ? তুমি আমায় বাঁচাও মোহন—আমার নারী ধর্ম্ম রক্ষা কর। একদিকে পিতার আগ্রহ—অন্যদিকে জীবনের মহাপ্রলয় ! কিন্তু কেমন ক'রে—কেমন ক'রে পিতার নির্ম্মম আদেশ পালন ক'রতে আমি সে প্রলয়ের আগুণে ঝাঁপ দেব ? ওগো দেবতা তুমি যে আমার—তুমি যে আমার—

গীত

তুমি দেবতা !
হৃদয় ফুল বনে তুমি দেবতা ॥

চাঁদেরি কিরণ মাখা আমি বনলতা ॥
তুমি গোধূলির বেণুরব.
তুমি মোর সব,
কুলভাঙা তটিনী আর যে মানে না বাধা,
শোনে না কথা ॥
বসো হৃদয় দোলায়,
রজনী পোহায়,
কাঁদিয়া ফুল ঝরে শিশিরের বুকে,
কোথায় হে প্রিয়
কেন দাও ব্যথা ॥

মোহন। জয়ন্তী! জয়ন্তী! আমি তোমার কেউ নই! একজন দুরদৃষ্টের স্বপ্নে-আত্মভোলা হয়ে থেকো না জয়ন্তী! এখনো ভুল ভেঙ্গে ফেলো। এ জীবনে আমি তোমার—কোনই আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারব না।

জয়ন্তী। মোহন আমি যে তোমা ছাড়া—অপর কাউকে বিবাহ করব না। আপনার বলে হৃদয় বিলিয়ে দিতে পারব না—আজীবন কামনার নৈবেদ্য বুকে চেপে ধরে—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব—তবু তোমায় নিবেদিত নৈবেদ্য—কুক্কুরের চরণ তলায় নামিয়ে দিতে পারব না।

মোহন। পিতার অভিমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ন্তী কেন তুমি মুকুলিত জীবনটাকে পদদলিত করবে? আমায় ভুলে যাও—আমি তোমায় সুখিনী করতে পারব না। যাদের সুখী করলে আমার এ জীবন শত ধন্য হবে—আগে তাদের সুখী করতে দাও। মেবারের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। অত্যাচারী মহারাণার পেষণে সারা মেবার ওই কাঁদছে—দুর্ব্বল ভাই বোনেরা প্রতিকার করতে না পেরে—স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। স্বদেশ—বলতো জয়ন্তী তার মত সুন্দর কি কোন দেশ আছে? না—না নেই! চেয়ে দেখ জয়ন্তী—মেবারের আকাশ কত সুন্দর—সোণালীর সাগরে স্নান করে বসে আছে। বাতাস কত মধুর—

যেন নন্দনের পারিজাতের গন্ধ চুরী করে এনে—এখানকার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ওই গিরিমালার কি মনোরম দৃশ্য—সেই স্বদেশ আজ শ্মশান হয়। আমার ভোগ বিলাস সংসার ধর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে—শুধু স্বদেশ সেবার জন্য—তার দরবিগলিত অশ্রু মুছিয়ে দেবার জন্য—আজ নূতন মন্ত্রের দীক্ষা নেবো। আমি অন্য কিছুই জানিনা জয়ন্তী, শুধু জানি আমার দেশের মাটী। আমার কাছে দেবতা নাই—দেবী নাই—আছে অনন্ত সোহাগ জড়িত দেশের মাটী। আমি অন্য কারু পূজা জানিনে—জানি শুধু মাটীর পূজা।

জয়ন্তী। তা হলে—

মোহন। মোহন এখন ভাই ভগ্নীর ব্যথার অশ্রু মুছিয়ে দেবার জন্যে উন্মাদ হয়েছে—তার কাছে আত্মসুখ তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ,—স্বর্গের সুখ তার স্বদেশ সেবা।

[প্রস্থানোদ্যত

বীরমল্ল সহ ভারমল্লের প্রবেশ বীরমল্ল দূর হইতে মোহনকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল

ভার। দাঁড়াও লম্পট! বীরমল্ল! বন্দী কর।

(বীরমল্ল দ্রুত মোহনকে বন্দী করিয়া ফেলিল)

মোহন। (চমকিত হইয়া) য়্যাঁ একি!

জয়ন্তী। পিতা!

ভার। চুপকর্ কলঙ্কিনী! লম্পটকে এখন কারাগারে রেখে এস বীরমল্ল! জয়ন্তী! এখনো তুই চৈতন্য লাভ কর্। আমি তোর খেলার সামগ্রী নই।

[প্রস্থান

বীরমল্ল। (অট্টহাসি) মোহন! আমার প্রণয় পথের অন্তরায়! এইবার তোমার সব আশা ফুরিয়ে যাবে। জয়ন্তী! দেখছ কি সুন্দরী! এইবার তোমায় বীরমল্লের গলায় মালা দিতেই হবে।

জয়ন্তী। ওঃ! ভগবান! মোহন! মোহন!

মোহন। কেঁদনা জয়ন্তী! মোহনের স্মৃতি মুছে ফেল। মোহন নাই—মোহন নাই। ভগবান! কারার দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝখানে পড়ে—আমি যেন ভুলে যাইনে আমার স্বদেশকে—স্বদেশবাসী অত্যাচারিত উৎপিড়ীত ভাই বোনেদের। ওই স্বর্গভূমি মেবারের মাটীর শক্তিতে যেন—শতছিন্ন হয় আমার এই হাতের শৃঙ্খল। (বীরমল্ল মোহনকে লইয়া গেল)

জয়ন্তী। মোহন! মোহন! উঃ! জহ্লাদ পিতা! [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

বনবীরের প্রবেশ

বনবীর। একটা—একটা ওই স্বার্থের উল্কাপিণ্ড আমার দিকে হু হু শব্দে ছুটে আস্‌ছে। দিগদিগন্তের অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আমায়—হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। প্রবল ঘূর্ণিবায়ু! ওঃ! শ্বাস যেন আমার রোধ হয়ে আস্‌ছে। ওকি! রত্নালঙ্কার-ভূষিতা কনকোজ্জ্বল প্রতিমা কে ওই নারী আমায় মৃদু হাস্যে সঙ্কেতে ডাক্‌ছে-এস এস সৌভাগ্য সম্ভার নেবে এস! আজ আমি তোমায় অযাচিত ভাবে দিতে এসেছি। কে কে তুমি? যাও যাও, আমি সৌভাগ্য চাই না।

শীতল সেনীর প্রবেশ

শীতল। কি চাও তুমি বনবীর?

বনবীর। মা!

শীতল। চম্‌কে উঠলে কেন বনবীর ?

বনবীর। মা! আমার মনে হল যেন—একটা রক্ত পিয়াসী দানবী এসে আমায় ডাকলে, তাই—

শীতল। তাই চম্‌কে উঠলে ? কেমন ? বনবীর সত্যই আমি দানবী রাক্ষসী—রক্ত পানের জন্য লালায়িতা। পারবে পারবে পুত্র মাকে রক্ত দিতে পারবে ? মায়ের ঋণ শোধ করতে পারবে ? বলো বলো ?

বনবীর। যাও যাও, আমি তোমার ঋণ শোধ কর্‌তে পারব না! মা! মা! পুত্রের নিকট এইরূপভাবে ঋণ পরিশোধ করবার জন্যই কি অজ্ঞানের পথ হতে তাকে অনুরাগের স্পর্শন দিয়ে মানুষ করে তুললে! তুমি যে দেবী—তোমার স্থান যে শত নেত্রের উপরে। তোমার অফুরন্ত মাতৃত্ব মহিমা, ধরার বুকে ছড়িয়ে দাও।

শীতল। ওরে পুত্র আমি যে বড় ব্যথা পেয়ে—চিতোর হতে ফিরে এসেছি। শীতলসেনী দাসী! উঃ! উঃ! বনবীর! আমার বুকখানা যে দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে। মহারাণার আভিজাত্যের অহঙ্কার—ওঃ! না—না—আমি সে অপমানের প্রতিশোধ নেবো—আমায় চিতোরের রাজমাতা হতে হবে। তবেই সে অপমানের জ্বালা ভুল্‌তে পারব।

বনবীর। এই তুচ্ছ কথার জন্য তুমি এতখানি ব্যথা পেয়েছ মা! তাতে আর হয়েছে কি ? শীতলসেনী যে দাসী—এতো সবাই জানে মা। তুমি রাজমাতা হবার আকাঙ্ক্ষা করলেও—আমি কিন্তু দাসীপুত্র হয়েই থাক্‌ব। বনবীর মেবারের রাজসিংহাসনে বসলেও—লোকে তার সামনে না হোক্‌ আড়ালেও বলবে বনবীর দাসীপুত্র। তুমি রাজমাতা হলেও তোমার ও আমার গায়ে যে কলঙ্কের ছাপ পড়েছে—সে তো মুছবেনা মা।

শীতল। তাহলে তুমি মায়ের কথা শুনবে না পুত্র ? উঃ! বনবীর তুমি মায়ের নিন্দা মায়ের অপমান নীরবে সহ্য করবে ?

বনবীর। তাহলে কি পিতার সুনাম আমায় নষ্ট করতে হবে মা? তুমি

দাসী হলেও — আমি তো সেই মহারাণা সঙ্গের পুত্র !

শীতল। উঃ ! পুত্র !

বনবীর। যদি পুত্র বলেই মনে কর — তবে মা হয়ে আজ পুত্রের সর্ব্বনাশ করতে চাইচো কেন ? মা ! মা ! তোমার পায়ে ধরে বলছি — বনবীরকে আর পথভ্রষ্ট করো না। তোমার ওই বেদনাদীর্ণ মূর্ত্তিখানি দেখে — আমার সুপ্ত অসি জেগে ওঠে — বাসনা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে, — কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে এই কীর্ত্তি বিমণ্ডিত ভারতের অতীত কাহিনী। রাম লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম — পঞ্চপাণ্ডবের ভ্রাতৃভক্তি···আর মনে পড়ে সেই কৌশল্যা কুন্তীর অপূর্ব্ব মাতৃত্ব। আমি সব ভুলে যাই।

শীতল। বলো বলো বিক্রমজিতের ছিন্নশির আমায় দিতে পারবে কিনা ? যদি না দাও তাহলে আজ তোমার সম্মুখে আমি আত্মহত্যা করব — তোমার সর্ব্বাঙ্গে অভিশাপ ঢেলে দিয়ে যাব।

বনবীর। বিষ — বিষ — তীব্র বিষ ! আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। ওঃ ! কোথা যাই — কোথায় বিষের জ্বালা জুড়াই ! দুর্জ্জয় প্রলোভন — আশার আলোক বিকিরণ — সৌভাগ্যের নব অভিসার — কি করি — কোন্ পথে যাই ?

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মী। দেবর !

বনবীর। একি ! মেবারেশ্বরী ! ওই ওই অন্ধকারে আবার আলোক জ্বলে উঠেছে ! পেয়েছি — পেয়েছি মা আমার হারাণো রত্ন এতক্ষণে ফিরে পেয়েছি ! মহারাণী - মহারাণী ! আমায় — রক্ষা - ক — র —

শীতল। বনবীর !

বনবীর। প্রকৃতি কাঁপ্‌ছে—থর থর করে কাঁপছে ! মাটী দুফাঁক হয়ে যাচ্ছে ! বজ্র হুঙ্কার ছাড়ছে ! সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয়। মা ! মা ! বনবীর চিরজীবন দাসী পুত্রই থাকবে। তুমি তাকে অন্ধকারে এনেছ—সে অন্ধকারেই বাস

করবে আলোক চায় না। সে চায় বাহুর শক্তি—হৃদয়ের বল—প্রাণের উৎসাহ—অমূল্যরত্ন ভাই।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত

ওরে ভাই হার'য়ে হয়রে কাঙাল
আমাদের এই সোণার দেশ।
তাইতো রে ভাই কাঁদছে স্বদেশ
শুষ্ক মলিন তেমন বেশ॥
ভায়ে যদি বাসে ভালো
ত'হলে কি নেভে অ'লো
সাধ্য কাহার আসতে হেথায়
করতে মোদের রক্ত শেষ,
মনে রাখিস্ তুইরে মানুষ
নয়কো পশু নয়কো মেষ॥ [প্রস্থান

বনবীর। চারণ চারণ! আমায়—আমায় ভাই চিনিয়ে দাও—দাঁড়াও দাঁড়াও— [প্রস্থানোদ্যত

শীতল। (বাধা দিয়া) বনবীর! বনবীর!

বনবীর। সাবধান! দানবীর গর্ভে আমার জন্ম হলেও—আমি মহারাণা সঙ্গের পুত্র। [প্রস্থান

লক্ষ্মী। মা! মা! আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইতে আবার এসেছি। তুমি মার্জ্জনা কর। সেদিনের কথা ভুলে যাও। চলো দেবীর পূজা করবে। আজ হতে তুমিই সর্ব্বাগ্রে পূজা করবে। কেউ বাধা দেবে না।

শীতল। না, রাজরাণী! তোমার অনুগ্রহ দত্ত সম্মান আমি চাই না।...... আমি জীবনে সে অপমান ভুলব না। আমার মর্ম্মের পাতে পাতে গাঁথা হয়ে

গেছে। আমি দেখাব তোমায়, শীতলসেনী দাসী হলেও—সে হবে মেবারের দণ্ড মুণ্ডের শাসন কর্ত্রী। [প্রস্থান

লক্ষ্মী। আগুন নিভ্‌লো না আরও জলে উঠ্‌লো। ভগবান! লক্ষ্মীর বুকে আর কত সইবে?

রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। এস রাণীমা এস! সেই কালেই তো বলেছিলাম—এসনি গো এসনি। মাগীর ভারী দেমাক। ওঃ! এতই বা কিসের গা? দাসীকে দাসী বলা হয়েছে-বলে মহাভারত একেবারে অশুদ্ধি হয়ে গেল। পোড়া কপাল আর কি!

লক্ষ্মী। চল্‌ রঙ্গিণী! জানিনা এর পরিণাম কি? হাসি না অশ্রু? মেবারের গৌরব না বিসর্জ্জন। [উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গজানন্দের বাটী

গজাননের প্রবেশ

গজা। বাপ্‌ সেদিন দক্ষযজ্ঞ হতে খুব পালিয়ে এসেছি। করমচাঁদ—গরমচাঁদ—নরমচাঁদ-মেলাই চাঁদের উদয় হয়েছিল। যাইহোক্‌ য পলায়তি স জীবতি করে—পৈতৃক দত্ত প্রাণটা বেকসুর রক্ষা করে ফেলেছি। ওহো নইলে আমার সোহাগমনির কি দশাই না হত? বালিকা—আমার বিরহে একবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে ফেলতো।

নীলমণির প্রবেশ

নীল। বাবা! বাবা! ও বাবা! কই ঘোড়া কই?

গজা। আরে আমার নীলমণি ধন যে! এস এস বাবা এস! বংশধর এস ঘটী ঘটী জল এস! আহা নীলমণি আমার কি বুদ্ধিমান ছেলে। গুরু-মশায়কে প্রহার দিয়ে লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়েছেন। বেঁচে থাক বাবা— বেঁচে থাক। তোমার হাওয়া যেন কারু গায়ে লাগে না।

নীল। ওসব ছেলে ভোলানো কথা রেখে দাও। বলো ঘোড়া কবে কিনে দিচ্ছো? ঘোড়া না হলে আমার চলবেই না। আমি ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করতে যাব।

গজা। হাত পা ভেঙ্গে যাবে বাবা—হাত পা ভেঙ্গে যাবে! বিয়ে হবে না যে!

নীল। বিয়ে? না—না—বিয়ে টিয়ে আমার দ্বারা হবে না, তুমি পার তো গণ্ডা কতক বিয়ে কর। আমার ঘোড়া চাইই বলে দিচ্ছি। কাল ঘোড়া না পেলে—এ্যাসা ঘুঁসি—দেখছ—দেখছ? (ঘুসি তুলিল)

গজা। উঁ হুঁ হুঁ—এখুনি নাকে লেগেছিল রে হারামজাদা।

নীলমণি। গীত

আমার কি নাইক বুকের বল,
তাই যুদ্ধে যেতে ভয় পাব আজ
করব জীবন বিফল॥
ধরব যখন তরবারি
কাঁপবে সবাই থরহরি,

পালিয়ে যাবে শত্রু ভয়ে
খাটবে না আর কোন ছল—
যেথায় আমার জন্মভূমি
তার চোখে কি ঝরবে জল? [প্রস্থান

গজা। না, ব্যাটা এইবার গোল্লায় গেল দেখছি। যুদ্ধু যুদ্ধু করে ব্যাটা শেষকালে পাগল না হয়। যাক্ ক্ষুধায় তো নাড়ী বাপন্ত করছে। দেখি সোহাগসুন্দরী কি অমৃত পাকিয়ে রেখেছেন।

সোহাগিনীর প্রবেশ

সোহা। তোমার জন্মে উনুনের ছাই পাকিয়ে রেখেছি। এস এস গিলবে এস।

গজা। আহাহা কি অমৃতময় খাবার তুমি রেখেছ, সোহাগিনী নীলমণি জননী! সত্যই তো তোমার অপূর্ব্ব পতিভক্তি! মনে হলে হৃদ্‌যন্ত্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সোহা। বটে আবার উপহাস্যি? বলি গয়নাগাঁটী কবে দিচ্ছো? আর কতদিন হাপু গুণবো রে মিন্সে?

গজা। আঃ ধৈর্য্যং প্রিয়ে ধৈর্য্যং কপাল ফিরলো বলে। সকলকার কপাল ফিরেছে—আর আমার কপাল ফিরবে না? আলবৎ ফিরবে। না ফিরলে এ কপাল কি আর রাখব? শালার কপালকে ভেঙ্গে ছাতু করে ফেলব না।

সোহা। ইস্ আবার ধাষ্টপনা দেখ? একটা ছেলে তারও একটা বায়না মেটাতে পারছ না। আমি তো কোন্ ছার। লজ্জা করে না? কেবল রাজাকে তেল মাখিয়ে বেড়াচ্ছো—আর বাবুগিরি করে বেড়াচ্ছো! কিন্তু এদিকে পরিবারের গায়ে একভরি সোনা উঠ্‌লো না! মুখে আগুন তোমার বয়স্যগিরিতে।

গজা। এ হে হে ভুল করলে গিন্নি…আরে শুধু মুখে আগুন কি? মুখে আগুন, বুকে আগুন…এখন বুকের আগুনটা নিভিয়ে দিতে চট্‌করে ব্যাটা ছেলের মত কাপড় পরে ফেল নইলে মহারাণার পাইক এসে হিড় হিড়্ করে তোমায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাবে।

সোহা। ম্যাঁ ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরব কি? আজকাল অনেক মেয়েমানুষ—নানা রকম ফ্যাসান করে কাপড় পরে,—মুখে আগুন তাদের। আমার ঠাক্‌মা দিদিমা যেমন ভাবে কাপড় পরে গেছে—আমিও সেই ভাবেই কাপড় পরব। অত সৌখিনে কাজ নেই। যত খেঁদা নাকি পেঁচা চোকিদের সোখিনী দেখে বাঁচিনে।

গজা। যাক্ যখন শুন্‌বে না তখন আর কি করব? তোমায় নেহাৎ পরে না গিয়ে ছড়বে না। তার ওপর সেই প্রহরী ব্যাটাতো পেছু লেগেই আছে।

সোহা। এখন গয়না কবে দিচ্ছো?

গজা। কপাল ফিরলেই দেবো। এই দেখনা—সোহাগিনী ঝাঁটাধারিণী! কপাল ফিরলো বলে। তখন…বুঝলে তোমায় সোণা দিয়ে মুড়ে রাখব। হ্যাঁ খিদেয় যে নাড়ী বাপন্ত করছে! চল প্রিয়ে, খেতে দেবে চল।

সোহা। রান্না করিনি, আর রাঁধতেও পারব না।

গজা। কেন? কেন?

সোহা। আবার কেন? জিজ্ঞাসা করতে সমীহ হলনা? একরত্তি সোণা দেবার ক্ষমতা নেই স্বামীগিরি ফলাতে লজ্জা করে না? মুখে অগুন…মুখে আগুন!

[প্রস্থান

গজা। না, মাগী আমায় পাগল করে দেবে দেখছি। ব্যাটা চায় ঘোড়া—মাগী চায় গয়না। ওরে বাপ্‌রে—এ দোটানা আমার যে সয়না……আমি এখন দাঁড়াই কোথা? ওকি? ওই না সেই প্রহরীব্যাটা এই দিকে আসছে!

গীতকণ্ঠে প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। গীত

ওই দেখা যায় ঘরটী আমার
বাঁকা নদীর ধারে ;
তার বুকের মধু মনে হলে
আমার প্রাণ যে কেমন করে—
ওগো প্রাণ যে কেমন করে।
অশথ তলায় বসে বসে
রাখাল বাজায় বাঁশী,
আমি পেটের দায়ে ছেড়ে তারে—
নয়ন জলে ভাসি,
ভোরের পাখীর গানে রে ভাই,
আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে।
ওই বালুর চরায় সোণা ঢালা,
ছেলে মেয়ের হাজার খেলা,
(আবার) সোণার খেতের সোণার ফসল
কি শোভা হায় ধরে—
ওই বাঁকা নদীর ধারে।

গজা। (স্বগতঃ) ব্যাটাকে তাড়াই কি করে ? (প্রকাশ্যে) এস এস ভায়া এস ! বলি তোমার তো বেজায় দুখ্যু ! তা না হয় একটা বিয়ে টিয়ে করে ফেল।

প্রহরী। আর বয়স্য মশাই ! বিয়ে যে ক'রবো গরীব মানুষ পয়সা কোথায় পাব বলুন ?

গজা। তাই তো হে, তা নয় একটা বিধবা টিধবা বিয়ে করে ফেল।

প্রহরী। রামচন্দ্র !

গজা। আরে অভাব নেই ! পয়সাও কম খরচা হবে।

প্রহরী। সে যাক বয়স্য মশাই—কিন্তু শুনলাম আপনার স্ত্রী তো মরেনি।

গজা। সে কি হে ভায়া? ওহো হো কড়বৌ কি রকম দাঁত বারকরে মরে গেল—যদি দেখতে হে ভায়া— (রোদন)

প্রহরী। আর কাঁদবেন না বয়স্য মশাই? আপনার কান্না দেখে আমারও যে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ওরে আমার রাঙাবৌ রে—

গজা। থাম ভায়া থাম! ওহো হো!

প্রহরী। তাহলে এখন আসি— [পূর্ব্বগীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

গজা। না, প্রহরী ব্যাটা আমার মাথা না খেয়ে ছাড়্‌বেনা দেখছি। সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর্! মুণ্ডুপাত হোক্—মুণ্ডুপাত হোক্, গজানন্দের ভাঁড়ারে হাত।

পুঁটুলী হস্তে চূড়ামণি প্রভুর প্রবেশ

চূড়া। কল্যাণ হোক—কল্যাণ হোক্! ওহো হো হরিহে—দয়াময়! প্রেমময়!

গজা। (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ) আসুন—আসুন, প্রভু আসুন! ওহো আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

চূড়া। ওরে ভক্তাধম! সার্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?

গজা। আজ্ঞে আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সবই মঙ্গল!

চূড়া। অহো অনেক দিন হ'ল আসিনি। আমার প্রভুর মন্দিরটী ভেঙ্গে গেছেরে ভক্ত! তাই শিষ্যগণের নিকট হ'তে মন্দির নির্ম্মানের জন্য—কিছু কিছু ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি। ওহো হো প্রভুর আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছেরে ভক্ত! এই অনেক কষ্টে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা যোগাড় করেছি।

গজা। তা হ'লে অধমের বাড়ীর ভেতর আসুন!

চূড়া। চল্! এই টাকার পুঁটুলীটা আমার সাবধানে রেখে দিস্ বাবা! অনেক টাকা।

গজা। (পুঁটুলী লইয়া) কিছু ভয় নেই! আসুন।

চূড়া। ওহো হো! সত্যই গজাই আমার বড় ভক্ত। শিষ্য! চল্ চল্ বাবা, প্রভুর আশীর্ব্বাদে তোর সকল দুখ্যু দূর হয়ে যাবে রে।

গজা। অহো! আসুন! [উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগার

চিন্তামগ্ন মোহনচাঁদ

মোহন। প্রকৃতি নীরব! প্রবল ভূমিকম্প—তবু পৃথিবীর বুকখানা স্থির! বাঃ ভগবানের সুন্দর বিধান! মোহনচাঁদ আজ বন্দী! হলো না, জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হলো না। যে মায়ের অনন্ত পীযূষ-ধারায় এত বড়টা হয়ে উঠ্লুম—সেই মা আজ আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদ্‌ছে! ওঃ! আর যে সহ্য হয় না! মহারাণার অত্যাচারে, ওই—ওই মেবারের ভাই বোনেরা কাতর কণ্ঠে ভগবানকে ডাক্‌ছে। না, পুত্র হয়ে মায়ের দুঃখ মোচন করতে পারলুম না। জয়ন্তী! জয়ন্তী! কেন তুমি আমায় ভালবাসলে? কি করি? মনে হয়—ছিঁড়ে ফেলি এই হাতের শেকল, ছুটে যাই অত্যাচারীতদের মাঝখানে…কিন্তু—মোহনচাঁদের বন্দীর সংবাদ কি—জগমল, দুলীচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ জেনেছে? বোধহয় তারা জান্‌তে পারেনি! জানলে কি এখনো তারা চুপকরে বসে

থাকে? বীরমল্ল! বীরমল্ল! মেবারের অভিশাপ! মনে রেখো তুমিও এইরূপ ভাবে মাতৃবক্ষ দলিত করে—ভবিষ্যতে নিজে কখনও সুখী হতে পারবে না।

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। মোহন!

মোহন। কে জয়ন্তী! তুমি?

জয়ন্তী। হ্যাঁ! মোহন! মোহন! আমার প্রাণের দেবতা! ওগো শীঘ্র তুমি এখান হতে পালাও—উন্মত্ত পিতা আমার, তোমায় হত্যা করতে বীরমল্লের সঙ্গে এখানে আসছে। পালাও তুমি মোহন! স্তব্ধ রজনী কারারক্ষী নিদ্রিত! এই অবসর—নতুবা তোমার জীবন রক্ষা হবে না।

মোহন। এ জীবনের আর আবশ্যক নেই জয়ন্তী! আমি দেখি—এ জগৎ পাপের না ধর্ম্মের? সত্যই যদি জগৎ হতে ধর্ম্মের অধিকার লুপ্ত হ'য়ে থাকে—তাহলে আমি নিশ্চয়ই মরব, নতুবা শত চেষ্টায় কেউ আমায় মারতে পারবে না। জয়ন্তী! কেন তুমি আমার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছ? তুমি চলে যাও—লাঞ্ছিত-অদৃষ্ট মোহনের জন্য—কেন তুমি এতখানি ত্যাগের ব্রত ধারণ করেছ বালা?

জয়ন্তী। মোহন! তুমি যে আমার—না—না, আর আমি তোমায় ভালবাসবনা মোহন! তোমার স্মৃতিরেখা আমার অন্তর হতে মুছে দেবো। আর আমি তোমায় ভালবাসার গণ্ডীতে বেঁধে রেখে কাঁদাবো না। যাও স্বদেশ ভক্ত মাতৃসেবক! তোমার বিপন্না দেশমাতাকে, লাঞ্ছিত ভাই বোনেদের রক্ষা করগে। আমি নির্জ্জনে বসে বসে অশ্রুর বৈতরণী সৃষ্টি করব—আর তোমার মহিমার প্রতিধ্বনীতে—আমায় ব্যথা-সন্তপ্ত হৃদয় চির সার্থকতার সাগরে ভাসিয়ে দেবো।

মোহন। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। বলো মোহন আর কি বলবে? বলবার আর সময় নেই! হয়তো ক্ষুধিত শার্দ্দূলের দল এসে পড়লো।

মোহন। আসুক জয়ন্তী! আজ তুমি আমার নৈরাশ্যঘেরা হৃদয়ে—নব আশার ঝঙ্কার তুলে দিয়েছ। তোমার ওই আত্মত্যাগের মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখে—আজ আমি যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি। আমার মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে গেছে। এস এস জয়ন্তী! এস দলিতা উপেক্ষিতা—এস শক্তি সঞ্চারিণী দেবী! তুমি আমার বুকে এস - আজ আমি তোমায় কর্ম্মপথের সঙ্গিনী করে— বিশাল কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। (জয়ন্তীকে বক্ষে টানিলেন)

জয়ন্তী। করলে কি মোহন, করলে কি ?

মোহন। অভিমান করো না জয়ন্তী! তোমার জন্য যদি সারা জীবন-ব্যাপী আমায় কাঁদতে হয়, আমি তাই কাঁদবো—তবু আমি আর আমার ভালবাসাকে কলঙ্কিত করব না। চল চল লক্ষ্মী—চল সতী ওই মেবারের ভাঙ্গাবুকে আবার স্বর্গের হাসি ফুটিয়ে তুলতে। জাগরণ ব্রতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে—মানব জন্মের গৌরব বিকাশ করিগে চল। আমি ধরি অস্ত্র—তুমি ধর চারণীর ব্রত—দেখবে, এই মেবার আবার স্বর্গ হবে। মেবারের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শুধু ধ্বনিত হোক—“জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী”।

জয়ন্তী। তাই চল মোহন! দেশমাতৃকার সেবাক’রে আমারও নারী জন্ম সার্থক হোক্।

মোহন। এস! [উভয়ের প্রস্থান

বীরমল্ল ও ভারমল্লের প্রবেশ

ভার। বীরমল্ল! বীরমল্ল! হত্যাকর হত্যাকর বন্দীকে।

বীরমল্ল। একি মন্ত্রীমশাই কারাগার যে শূন্য!

ভার। পলায়িত! তাই তো এযে তাজ্জব ব্যাপার! বীরমল্ল বীরমল্ল! কে এ বিশ্বাসঘাতকতা করলে? কারারক্ষী! কারারক্ষী!

গজানন্দের প্রবেশ

গজা। আজ্ঞে মন্ত্রী মশাই—কারারক্ষী ব্যাটা সুরা পানকরে বেঁহুস্ হয়ে ঘুমুচ্ছে। বাপ্ কি নাসিকা গর্জ্জন! হঠাৎ শুনলে মনে হয় মেঘ ডাকছে।

ভার। তাকে ডাক বয়স্য।

গজা। ডাকাডাকি অনেক হয়েছে! ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল—

ভার। আচ্ছা আমি তার এখনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত মোহনচাঁদের সন্ধান কর তোমরা। তাকে যে কোন প্রকারে—পুনরায় বন্দী করে নিয়ে এস। তার মৃত্যু না হ'লে—জয়ন্তীর মনের গতি কিছুতেই পরিবর্ত্তন হবে না।

বীরমল্ল। এরমধ্যে জয়ন্তীর কোন চক্রান্ত নেই তো?

ভার। অদ্ভুত নারী চরিত্র! বলা যায় না। আমি এখন মহারাণার কাছে চল্লুম। তুমি করমচাঁদের বাটীতে গিয়ে—করমচাঁদ, দুলীচাঁদ, উমিরচাঁদ প্রভৃতি রাজদ্রোহীদের—বন্দী করে নিয়ে এস। মহারাজের আদেশ পত্র দেখাবে। যদি স্বেচ্ছায় না আসে—বলপ্রয়োগে কুণ্ঠিত হবে না [প্রস্থান।

বীরমল্ল। যথাদেশ!

গজা। তাইতো সেনাপতি মশাই! সব দিক যে ভেস্তে গেল? হায় হায় হায়! পাকাধানে মই! ভেবে ছিলাম আপনার বিবাহে··——

বীরমল্ল। চুপকর, এখন এস! জয়ন্তী! জয়ন্তী! আমি তোমায় চাই!

[প্রস্থান

গজা। তোমার জন্যে আছে উমুনের ঝুড়ি ঝুড়ি—— [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

করমচাঁদের বাটী

করমচাঁদ, দুলীচাঁদ, উমিরচাঁদ, জগমল সুমন্ত্র ও ভদ্রা পরামর্শ রত ছিল

করম। মেবারের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। মহারাণার স্বেচ্ছাচারিতায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। মেবারবাসী বিপন্ন। আর আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলে না। নীচ মল্লগণের অত্যাচার—ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। তারাই যেন মেবারের সব। হায় মেবার! জানিনা তোমার ভবিষ্যৎ কি! সেদিন রাজসভায় নীচ মল্লগণ কর্ত্তৃক আমার অপমান! উঃ! মর্ম্ম ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সেদিন চীৎকার করে বলে এসেছি করমচাঁদ শৃগাল নয়—পশুরাজ।

দুলী। তবে আর চুপ করে বসে কেন সর্দ্দার? মহারাণাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দাও—পশুরাজের শক্তি কতখানি।

উমির। নিশ্চয়! মহারাণা ভেবেছেন যে নীচ মল্লগণের সাহায্যেই—তিনি মেবার শাসন করবেন। আর প্রতিদিন অবৈধ অত্যাচারের দ্বারা তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দেবেন। হতে পারে না—হতে দেবো না।

জগমল। কখনই না! আমরা একসঙ্গে নববলে নব উৎসাহে অস্ত্র ধরব। নীচ মল্লদের মেবার হতে বিতাড়িত করে দিয়ে আমরা মহারাণাকে দেখাব—যে মেবারের সর্দ্দারেরা পশু নয়—মানুষ। আরও শুনেছ বোধ হয় দুষ্ট ভারমল্ল কর্ত্তৃক মোহনচাঁদ বন্দী।

সকলে। মোহনচাঁদ আমাদের বন্দী?

জগমল। হ্যাঁ বন্দী। ভারমল্লের কন্যা জয়ন্তী তাকে বিবাহ করতে চায়— এই তার অপরাধ। অদ্যই মোহনচাঁদকে কারাগার হতে উদ্ধার করে আনতে হবে। আপনারা কি বলেন?

করম। নিশ্চয়! স্বদেশভক্ত মোহনচাঁদকে উদ্ধার করতেই হবে। সে আমাদের অপর কেউ নয়। উদার—চরিত্রবান মোহন অমূল্যরত্ন—অকালে বিনষ্ট হলে দেশবাসীর সম্পূর্ণ ক্ষতি। একি পাপের অভিনয় চলেছে পুণ্যের রাজত্বে! কোথায় গেলে বাপ্পারাও—লক্ষ্মণসিংহ ভীমসিংহ হামির কুম্ভ! এস, দেখে যাও তোমরা—তোমাদের পবিত্র সিংহাসন আজ কি ভাবে কলুষিত হচ্ছে—তোমাদেরই বংশের এক কুলাঙ্গারের দ্বারা।

জগমল। এখন এই ব্রাহ্মণ সুমন্ত্র আর এঁর কন্যা—এঁদের কিভাবে নিরাপদে রাখা যাবে পিতা? আপনি তার একটা উপায় স্থির করে দিন।

সুমন্ত্র। উপায় আর স্থির করে দিতে হবে না জগমল। আমরা পিতা পুত্রীতে এখনি মেবার হতে চির বিদায় নিচ্ছি।

করম। তাও কি হয় ভাই? এতবড় একটা জাতীর মুখে—তুমি কলঙ্কের ছাপ দিয়ে চলে যাবে? না—না—তা হয় না। আমরা তোমাদের বুকে করে রাখব ভাই! মহারাণার নির্মমতা দিগদাহের মত যতই আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়ুক না কেন— তবু তোমাদের আমরা বুক ছাড়া করব না। আমাদের লক্ষ্য এক—পণ এক—কর্ত্তব্যও এক। মহারাণাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি বলে,—তার পিতার অন্ন মুখে তুলেছি বলে, করমচাঁদ এখনো নীরব হয়ে আছে—তার যথেচ্ছাচারিতা গা পেতে সহ্য করছে, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আর না—আর না।

উমির, দুলীচাঁদ,
ও
জগমল। } আর না আর না—আমরা ক্ষিপ্ত আমরা উন্মাদ— আমরা ধৈর্য্যহারা।

করম। জগমল! তুমি যখন স্নুমন্ত্রের কন্যাকে আশ্রয় দিয়ে পিতৃমুখ উজ্জল করেছ, তখন এই মাকে মায়ের আসনে স্থান দিয়ে, মায়ের মতই পূজা করবে। আর এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, তোমার মত এমন সৎচরিত্র—এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র যেন মেবারের প্রতিগৃহে জন্মগ্রহণ করে। আর স্নুমন্ত্র তুমি থাকবে—হ্যাঁ তুমি তো সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছ—স্বয়ং মহারাণী যখন তোমায় আশ্রয় দিয়েছেন।

ভুলীচাঁদ। তাহলে এস সর্দ্দার, আর কাল বিলম্ব না করে—মহারাণার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

করম। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজনকে নায়ক স্থির করতে হবে। বিনা নায়কে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। আমার মনে হয়—বনবীরকে এর ভার দিলেই ভাল হয়। সেও মহারাণা সঙ্গের এক পুত্র—বীর।

উমির। আমিও ওই মতের অনুমোদন করি।

ভুলীচাঁদ। আমারও ওই মত।

করম। উত্তম! চলো তাহলে! অদ্যই আমরা বনবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সকল কথা জানাইগে।

সসৈন্যে বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। তার পূর্ব্বে তোমরা বন্দীত্ব স্বীকার কর করমচাঁদ।

জগমল। দূর হও কৃতঘ্ন পশু—কোথায় এসেছ জীবন দিতে?

বীরমল্ল! সাবধান উদ্ধত যুবক। ওকি ওই যে স্নুমন্ত্র, বাঃ ভদ্রাও এখানে হাঃ হাঃ হাঃ! বাঃ বাঃ! তিলকাঞ্চন যোগ! একসঙ্গে চুণো, পুঁটী, রুই, কাতলা সব ধরা পড়ে গেছে। উঃ! কি রাজদ্রোহীতা! সৈন্যগণ সকলকে নিয়ে চল। মহারাণার আদেশ।

করম। বিবেক বুদ্ধিহীন স্বার্থচালিত তোমার ঐ মহারাণার আদেশ আমরা মানতে বাধ্য নই বীরমল্ল! করমচাঁদ শৃগাল নয়—পশুরাজ।

বীরমল্ল। স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার না করলে আমি বল প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হব না।

জগমল। বল প্রয়োগ করবে? বটে! এত শক্তি রাখো বীরমল্ল? সহমানে এখনো চলে যাও, এখনো তোমায় আমরা ক্ষমা করছি—কিন্তু এর পর আর কোন অনুগ্রহই পাবে না। নারীধর্ষণকারী অত্যাচারী, মানুষের আকৃতিতে পশু তুমি, তোমার মত পশুর রক্তে এখনি মায়ের পা দুখানি ধুইয়ে দেবো। স্মরণ রেখো অত্যাচারে অনাচারে আজ তোমরা শতাব্দির ঘুমন্ত জনগণকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছ, তারা আর ঘুমিয়ে নেই! এবার তারা জেগেছে। চেয়ে দেখ বীরমল্ল, দলিত মেবারের বুক হতে ঐক্যের সূর্য্যোদয়! ওই শোন একসুর—এক তান—আর তোমাদের রক্ষা নাই। এবার মেবার হতে চির জন্মের মত তোমাদের মত অত্যাচারীদের বিদায় নিতে হবে।

বীরমল্ল। হাঃ হাঃ হাঃ! জনগণ, জনগণ! শক্তিহীন ভেড়ার পাল।

সকলে। স্তব্ধ হও কুক্কুর।

চাবুক হস্তে উদয়ের প্রবেশ

উদয়। এই নাও করমচাঁদ কাকা, কুক্কুর শাসন করবার চাবুক বৌদি আমার পাঠিয়ে দিলেন।

বীরমল্ল। কি কি—এতদূর স্পর্দ্ধা মহারাণীর—

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মী। মেবারের মহারাণীর স্পর্দ্ধা হবে না…স্পর্দ্ধা হবে পদলেহী কুক্কুরের? মেবার মহারাণার অনুগ্রহ ভোজী ঘৃণিত ভৃত্য…দূর হও—তোমার মুখদর্শনেও মহাপাপ।

সর্দ্দারগণ। মা! মা! (নতজানু হইল)

লক্ষ্মী। ভয় নেই পুত্রগণ! বিপন্ন পুত্রদের স্নেহের বর্ম্মে রক্ষা করাই মায়ের ধর্ম্ম!

গীতকণ্ঠে দেবীপ্রসাদের প্রবেশ

দেবীপ্রসাদ। গীত

কই তবে মা মায়ের দয়া
আমি পাইনে খুঁজে জীবন সারা।
মায়ের তরে কেঁদে কেঁদেই
(আমার) অন্ধ হল নয়ন তারা॥

বিপদেতে ডাকছি যত,
বাড়ছে বিপদ আমার তত,
অভয় দিতে কই মা আসে—
কই মা অভয় আশীষ ধারা?

মায়ের পূজার বোধন বসাই,
কেঁদে কেঁদে জীবন কাটাই
কই তবে আজ জাগছে শ্যামা—
ভাঙতে অত্যাচারের কারা? [প্রস্থান

লক্ষ্মী। ওই মাতৃভক্ত দেবীপ্রসাদও এই দুর্ব্বৃত্তের জন্য সব হারিয়ে আজ পথের ভিখারী বিকৃত-মস্তিষ্ক। ওর জীবনের ইতিহাস বড় মর্ম্মন্তুদ্। একি বীরমল্ল! তুমি এখনো দাঁড়িয়ে? তবে কি চাবুক খাবার একান্তই সাধ? উদয়! উদয়! কুক্কুরকে বেশ করে শাসন করে দাওতো ভাই।

উদয়। তবে আচ্ছা করে লাগাই! কুক্কুর! (বীরমল্লকে চাবুক মারিতে উদ্যত)

বীরমল্ল। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! রাজদ্রোহীদের বধ কর—বধ কর, মহারাণীর সম্মান আর রক্ষা করতে চাই না।

করম। প্রকৃতির দুর্জ্জয় সন্ধিক্ষণ উপস্থিত! চুপকর সব। বীরমল্ল,

তুমি আমাদের বন্দী করেই নিয়ে চলো। আমরা স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করছি।

সর্দ্দারগণ। (বিস্ময়ে) সেকি ?

লক্ষ্মী। সেকি বাবা ? আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার ?

করম। হ্যাঁ মা স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করতেই হবে, নতুবা—কি বলি—বলতে যে আমার চোখ দুটো জলে ভ'রে যাচ্ছে। মা! মা! বল্ মা, কেন তুই এতখানি মমতার মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে এলি ? করুণাময়ী ! তোর করুণার প্রস্রবণে আজ কর্ত্তব্য ভেসে গেল—দৃঢ়তা চূর্ণ হল, তোর ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা যে সব ভুলে গেলাম।

লক্ষ্মী। না বাবা আমার ভবিষ্যতের জন্য তোমরা কি এম্‌নি ভাবেই সারা জীবন কাঁদবে ? এমনি ভাবেই সইবে ? আমি যে মেবারকে বড় ভালবাসি বাবা ! মেবার যাতে সুখী হয় তোমরা তাই কর বাবা। ভগবানের নিকট আমি কায়মনোবাক্যে তোমাদের মঙ্গল কামনা করব। যাও বীরমল্ল

বীরমল্ল। রাজদ্রোহীদের আজ বন্দী করে নিয়ে যাবই।

করম। চল আমরা যাচ্ছি ! মা ! মা। তুমি আমাদের বাধা দিও না। এবারও আমরা মহারাণার ঔদ্ধত্বকে ক্ষমা করেই যাব। দেখি এতেও তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে কি না। চল দুলীচাঁদ, চল উমিরচাঁদ চল্ জগমল ! ভয় কি আমাদের···দেখছ না আমাদের পশ্চাতে—রয়েছে করুণাময়ী শক্তিময়ী জননী ! ভারতে যেদিন এমন পরদুঃখ কাতরা শক্তিময়ীর অভাব হবে, ভারতও সেদিন আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে পরের পাদুকা অম্লান বদনে বহন করবে।

ভদ্রা। আমরা কোথায় যাব বাবা ?

সুমন্ত্র। চল্ মা আমরাও মেবারের মায়া কাটাই।

বীরমল্ল। তোমাদেরও এইসঙ্গে যেতে হবে সুমন্ত্র।

লক্ষ্মী। এদের নিয়ে যাওয়া তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না বীরমল্ল ! এরা তো

আর রাজদ্রোহী নয়। সর্দ্দারগণ মহারাণার কাছে রাজদ্রোহী হতে পারেন, কিন্তু এরা কখনই হতে পারে না।

বীরমল্ল। রাজদ্রোহীদের সঙ্গে যখন মিলিত হয়েছে—আর ভদ্রা যখন—

লক্ষ্মী। সাবধান ঘৃণিত ভৃত্য! তোমারও ঘরে মা বোন আছে। আসুন ব্রাহ্মণ, এস মা! যাও সর্দ্দারগণ! যদি মায়ের জন্য প্রাণ কেঁদে থাকে, তবে আকে যেন ভুলে যেওনা। মা তোমাদের আমি নই—তোমাদের মা এই দেশেরই মাটী—তোমাদের স্বদেশ। [ভদ্রা ও সুমন্ত্রকে লইয়া প্রস্থান

সর্দ্দারগণ। মা! মা!

বীরমল্ল। সৈন্যগণ! সকলকে বন্ধন কর।

করম। আমরা স্বেচ্ছায় যখন যাচ্ছি তখন বন্ধনের আবশ্যক নেই বীরমল্ল।

বীরমল্ল। না—না—হাতে শৃঙ্খল না থাকলে মহারাণা ক্রোধান্বিত হবেন।

করম। ওঃ তোমার প্রভু ক্রোধান্বিত হবেন…তবে তো তুমি নিরুপায়… উত্তম! বন্ধনই কর। (সৈন্যগণ সকলকে বন্ধন করিল)

বীরমল্ল। নিয়ে এস! [প্রস্থান

সর্দ্দারগণ সৈন্যগণের সহিত যাইতে উদ্যত হইলে, গীতকণ্ঠে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ও পুষ্পমাল্য হস্তে ও পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে মেবার বাসী বালক বালিকাগণের প্রবেশ

সকলে। **গীত**

ফুলেরি ভূষণে ভূষিত হইয়া
যাও হে গর্ব্বে মেবার বীর।

বালিকাগণ। শঙ্খ বাজাই কুলনারী মোরা
কাঁপিয়া উঠুক জলধি নীর॥

বালকগণ। জেগেছে মেবার নাহি আর ঘুমে.
ছুটিবে এবার প্রলয়েরই ধুমে,

বালিকাগণ। আকাশ বাতাস কাঁপিবে সঘনে
রহিবে অটুট উচ্চ শির।

সকলে। (ওতো) শৃঙ্খল নয় স্বরগ আশীষ
মুছাতে ব্যথার অশ্রুনীর। [প্রস্থান

বিলাস কক্ষ

বিক্রমজিৎ ও গজানন্দের প্রবেশ

বিক্রম। বারবার আমার অপমান! আমি মহারাণা—আমার শাসন দণ্ডে ভয় করে না হীন প্রজা হয়ে। না তাদের এ ঔদ্ধত্ব অমার্জ্জনীয়। আজ রাজদ্রোহীদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করব। তারপর লক্ষ্মী! পত্নী হয়ে প্রতি পাদক্ষেপে আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ। আমি মহারাণা -

গজা। আজ্ঞে কে আপনাকে মহারাণা না বলবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে!

বিক্রম। হীনমতি সর্দ্দারগণ! দেখাতে চায় যে মহারাণা বিক্রমজিৎ কিছুই নয়। যেন মাটীর পুতুল! আমি তাদের সে অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করব। দেখি, কে আমায় বাধা দেয়। বীরমল্লকে পাঠিয়েছি তাদের বন্দী করে দিয়ে আসতে। এবারও যদি লক্ষ্মীবাঈ আমার কার্য্যের অন্তরায় হয় তাহলে পত্নী বলে আর তাকে ক্ষমা করব না। স্বহস্তে তাকে হত্যা করব। দাও বয়স্য সুরা দাও।

গজা। ধরুন! ধরুন আকণ্ঠ পান করুন।

বিক্রম। (পানান্তে) আঃ এতক্ষণে জীবনী শক্তি বাড়লো। নাও আনন্দ আরম্ভ কর—নর্ত্তকীদের ডাকো।

গজা। ওগো ওগো তোমরা, ওগো তারা, ওগো এরা ওগো ওরা—এস গো এস…মহারাণার ইচ্ছা হয়েছে—ইচ্ছা হয়েছে—তাঁকে রসের গামলায় ভাসিয়ে চুবিয়ে…একেবারে সুখের স্বর্গে তুলে দাও

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ। গীত

ফুটন্ত যৌবন বসন্ত এল ওই,
পাপিয়া কেন সই তোলে না তান ?
দখিন বাতাসে প্রেমেরি গাঙে বল,
জাগে না কেন লো উতল বান ?
পুষ্পিত কুঞ্জে অলি তো আসে না,
অধরে অধর দিয়ে মধু কেন লোটে না,
নীরব নিশীথ রাতে, মনের গোপন পথে,
কেন সে হাসিয়া এসে নাহি করে সুধা দান—
এস হে এস, জীবন রাখা হে—
কেন এ অকারণ বিরহ অভিমান।

বিক্রম। গজানন্দ !

গজা। মহারাণা !

বিক্রম। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক !…ভাল লাগেনা…এদের সঙ্গীত মনে হচ্ছে যেন নিষ্প্রাণ ! এদের বিশ্রাম নিতে বল।

গজা। ওগো তোমরা…যাও বিছানায় শুয়ে ঘুমোও গো…আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যা মহারাণাকে একটু আনন্দ দিতে পারলে না…তোমরা নেহাৎ পুরাণো বাদীমাল—যাও। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

বিক্রম। আমি মেবারের মহারাণা বিক্রমজিৎ। আমি আমার জীবনের বাসনা কখনই অপূর্ণ রেখে যাবনা। কলঙ্ক ? কিসের কলঙ্ক ! ভোগেই সুখ—ভোগেই শান্তি—ভোগেই আবার অনন্ত তৃপ্তি। যদি অদৃষ্টের অনুগ্রহে ভোগের

অধিকার পেয়েছি, কেন তবে ভোগ করব না? চাই শুধু ভোগ। রাজকার্য্য রাজকার্য্য—ওই রাজকার্য্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে এমন মানব জন্মটা ব্যর্থ করে যাব? না হতে পারে না। কিন্তু আমার এ ভোগের পথে প্রবল হাহাকার জেগে উঠ্‌ছে। উঠুক—সে সব আমার দেখবার আবশ্যক নেই—শুধু ভোগ করেই যাই। কে?

গীতকণ্ঠে উদয়ের প্রবেশ

উদয়।　　　　　　　　**গীত**

ওই সাঁঝের বেলায় মন যমুনার কূলে;
কার বাঁশিটী বাজে মধুর সুরে—
ওগো মধুর সুরে?
আগল-ভাঙা উতল পরাণ—কেমন কেমন করে—
ওগো কেমন করে॥
রুণু ঝুণু নুপুর বাজে
আমার মনের কুঞ্জ মাঝে,
মন-হরিণী চপল পায়ে ছুটছে বহুদূরে,
কে তুমি ও অদেখা এস আমার হৃদয় পুরে॥

বিক্রম। উদয়!

উদয়। দাদা! দাদা!　　　　　　(বিক্রমের গলা জড়াইয়া ধরিল)

বিক্রম। তুমি এখানে কি জন্য এসেছ উদয়? তুমি দিন দিন বড় দুষ্ট হয়ে উঠছ।

উদয়। তুমিও তো বড় দুষ্টু হয়ে উঠেছ দাদা। বৌদি সেদিন বললে যে উদয়, দাদা তোমার ভারী দুষ্টু হয়েছে। সত্যি দাদা তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। তোমার জন্য বৌদি আমার কত কাঁদছে। আজ তোমায় বৌদির কাছে নিয়ে যাবই।

বিক্রম। বুঝেছি সবই সেই লক্ষ্মীর শিক্ষা। উদয় তুমি শীঘ্র এখান হতে চলে যাও।

গঙ্গা। আহা উদয়কুমার বড় শান্ত ছেলে—এই গেল বলে। চোখ বুজি।

উদয়। তুমি থামো ব্রাহ্মণ!

গঙ্গা। বাপ্ যেন কেউটের বাচ্চা!

উদয়। না, দাদা তোমায় আজ না নিয়ে কিছুতেই যাব না।

ভারমল্ল ও বীরমল্লের প্রবেশ

ভার। মহারাণা! রাজদ্রোহীদের দল ধৃত হয়েছে।

বীরমল্ল। সত্য মহারাণা আমি স্বয়ং তাদের বন্দী করে নিয়ে এসেছি।

গঙ্গা। (বীরমল্লের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া) বীর বট হে তুমি পবন নন্দন।

উদয়। কারা বন্দী হয়েছে দাদা?

বিক্রম। করমচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ! তারা রাজদ্রোহী। আমি তাদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করব।

ভার। উপস্থিত তাদের কারাগারে রেখেছি।

বিক্রম। উত্তম! উদয় এখনো যাবে না?

উদয়। তোমায় না নিয়ে কিছুতেই যাব না। চল দাদা! আহা বৌদির কষ্ট যে আর দেখতে পারিনে। দিনরাতই সে তোমার জন্যে কাঁদে। তার তো কোন দোষ নেই দাদা!

বিক্রম। লক্ষ্মী! আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। ভদ্রা! ভদ্রা! উঃ! তুচ্ছ নারীর কি শক্তি, কি সাহস! কিন্তু ভদ্রাকে চাই, তার বিকশিত যৌবন আমি ব্যর্থ হতে দেবো না।

ভার। আরও শুনুন মহারাণা! সেই রাজদ্রোহী মোহনচাঁদ আমার কন্যা জয়ন্তীকে নিয়ে কারাগার হ'তে পলায়ন করেছে।

বীরমল্ল। তার প্রাণদণ্ডেরই প্রয়োজন! উঃ! কুলনারীর প্রতি তার কি আসক্তি।

গজা। (স্বগতঃ) যাক্ সকলেই তো দেখছি একে একে প্রচ্ছন্ন করলেন, আমি এখন কি উপায়ে প্রচ্ছন্ন করি? গৃহে অখণ্ডা মণ্ডলী কারং গুরুদেব—ব্যাটার যাবার নামটী নেই। বসে বসে কেবল রাজভোগ মারছেন আর আমার পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছেন তবে কপালটা ফিরিয়ে দেবেন বলেছেন, তাইতো সব সহ্য করছি···একবার গুরুর দয়ায় কপালটা ফিরলে হয়। (প্রকাশ্যে) উ হু হু!
(পেটে হাত দিয়া)

বিক্রম। কি হল বয়স্য?

গজা। মহারাজ! ভয়ঙ্কর বাত! উঃ! কি যন্ত্রণা! মাঝে মাঝে পেটেতে এইরকম বাতের যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। যাই এখন একটু শুইগে! নইলে সারবে না। উ হু হু! [প্রস্থান

বিক্রম। গভীর রজনীতে নিস্তব্ধ প্রাসাদ কক্ষে বসে, এই অনন্ত নীল আকাশের দিকে যখন চাই—বিদ্যুতের মত আকাশের বুক চিরে কে যেন আমায় বিদ্রুপ করে ওঠে। উঃ! কি তার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! ভয়ে মুখ লুকোই! তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি। সেখানেও দেখতে পাই সেই বিদ্রুপ! মেবারের বুকে যেন একটা প্রলয় নর্ত্তন চলেছে। করমচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ বন্দী। বীরমল্ল তাদের বন্দী করে নিয়ে এল। সন্দেহ! লেলিহান শার্দ্দুলের দল অত সহজেই বন্দী হল! চিন্তার কথা। না—নিশ্চয় তারা আমার আদেশ পত্র দেখে আত্ম সমর্পন করেছে।

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র। মহারাণার জয় হোক।

বিক্রম। কে তুমি শীর্ণকায় অশ্রুস্নাত ব্রাহ্মণ?

সুমন্ত্র। সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ!

বিক্রম। সুমন্ত্র! তোমারি কন্যা ভদ্রা?

সুমন্ত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাণা।

দ্রুত পান্নার প্রবেশ

পান্না। উদয় উদয়! কই আমার উদয়? য়্যাঁ একি! মহারাণা মহারাণা করছেন কি? এস এস কুমার—আমার বুকে। কেন এখানে এসেছ চাঁদ?

(উদয়কে কোলে তুলিল)

উদয়। দেখনা ধাই মা! দাদা আমার যাবে না।

বিক্রম। নিয়ে যাও পান্না, উদয়কে বেশ শাসনে রাখবে। উদয় ক্রমশঃ অবাধ্য হয়ে পড়ছে।

গজা। আহা যেমন দাদা তেম্নি ভাই।

বিক্রম। নিয়ে যাও।

পান্না। চল বাবা! আহা বড় লেগেছে। চল আমি হাত বুলিয়ে দিই গে। মহারাণা আমি নগণ্য দাসী। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। বলে যাচ্ছি—মনে রাখবেন, জগতে যদি আপনার বলতে কেউ থাকে—তবে—এই ভাই। [প্রস্থানোদ্যতা

বিক্রম। উদয়?

পান্না। হ্যাঁ মহারাণা! যারা ভাইকে স্নেহের আলিঙ্গন দেয় না—ভালবাসেনা, তারা কখনই সুখী হয় না—চিরজন্মই তাদের পরাজয়।

[উদয়কে লইয়া প্রস্থান

গজা। বললে কি হয়—বেটীর বাক্ খুব পরিষ্কার।

ভার। তাহ'লে মোহনচাঁদের সম্বন্ধে—

বিক্রম। তোমরা কি জন্য আছ ভারমল্ল? সব—কার্য্যই যদি আমায় করতে হবে, তবে রাজ্যের শুভাশুভ তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি কেন? আমায় আর—অতিষ্ঠ করে তুলো না। আমায় নীরবে নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করতে দাও।

ভার। মহারাণার যথেষ্ট অনুগ্রহ। [ভারমল্ল ও বীরমল্লের প্রস্থান

গজা। (স্বগতঃ) যাক্ সকলেই তো দেখছি একে একে প্রচ্ছন্ন করলেন, আমি এখন কি উপায়ে প্রচ্ছন্ন করি? গৃহে অখণ্ডা মণ্ডলা কারং গুরুদেব—ব্যাটার যাবার নামটী নেই। বসে বসে কেবল রাজভোগ মারছেন আর আমার পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছেন তবে কপালটা ফিরিয়ে দেবেন বলেছেন, তাইতো সব সহ্য করছি…একবার গুরুর দয়ায় কপালটা ফিরলে হয়। (প্রকাশ্যে) উ হু হু!

(পেটে হাত দিয়া)

বিক্রম। কি হল বয়স্য?

গজা। মহারাজ! ভয়ঙ্কর বাত! উঃ! কি যন্ত্রণা! মাঝে মাঝে পেটেতে এইরকম বাতের যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। যাই এখন একটু শুইগে! নইলে সারবে না। উ হু হু! [প্রস্থান

বিক্রম। গভীর রজনীতে নিস্তব্ধ প্রাসাদ কক্ষে বসে, এই অনন্ত নীল আকাশের দিকে যখন চাই—বিদ্যুতের মত আকাশের বুক চিরে কে যেন আমায় বিদ্রুপ করে ওঠে। উঃ! কি তার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! ভয়ে মুখ লুকোই! তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি। সেখানেও দেখতে পাই সেই বিদ্রুপ! মেবারের বুকে যেন একটা প্রলয় নর্ত্তন চলেছে। করমচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ বন্দী। বীরমল্ল তাদের বন্দী করে নিয়ে এল। সন্দেহ! লেলিহান শার্দ্দূলের দল অত সহজেই বন্দী হল! চিন্তার কথা। না—নিশ্চয় তারা আমার আদেশ পত্র দেখে আত্ম সমর্পন করেছে।

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র। মহারাণার জয় হোক।

বিক্রম। কে তুমি শীর্ণকায় অশ্রুস্নাত ব্রাহ্মণ?

সুমন্ত্র। সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ!

বিক্রম। সুমন্ত্র! তোমারি কন্যা ভদ্রা?

সুমন্ত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাণা।

দ্রুত পান্নার প্রবেশ

পান্না। উদয় উদয়! কই আমার উদয়? য়্যাঁ একি! মহারাণা মহারাণা কর্‌ছেন কি? এস এস কুমার—আমার বুকে। কেন এখানে এসেছ চাঁদ?

(উদয়কে কোলে তুলিল)

উদয়। দেখনা ধাই মা! দাদা আমার যাবে না।

বিক্রম। নিয়ে যাও পান্না, উদয়কে বেশ শাসনে রাখবে। উদয় ক্রমশঃ অবাধ্য হয়ে পড়ছে।

গজা। আহা যেমন দাদা তেম্নি ভাই।

বিক্রম। নিয়ে যাও।

পান্না। চল বাবা! আহা বড় লেগেছে। চল আমি হাত বুলিয়ে দিই গে। মহারাণা আমি নগণ্য দাসী। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। বলে যাচ্ছি—মনে রাখবেন, জগতে যদি আপনার বলতে কেউ থাকে—তবে—এই ভাই।

[প্রস্থানোদ্যতা

বিক্রম। উদয়?

পান্না। হ্যাঁ মহারাণা! যারা ভাইকে স্নেহের আলিঙ্গন দেয় না—ভালবাসেনা, তারা কখনই সুখী হয় না—চিরজন্মই তাদের পরাজয়।

[উদয়কে লইয়া প্রস্থান

গজা। বললে কি হয়—বেটীর বাক্ খুব পরিষ্কার।

ভার। তাহ'লে মোহনচাঁদের সম্বন্ধে—

বিক্রম। তোমরা কি জন্য আছ ভারমল্ল? সব—কার্য্যই যদি আমায় কর্‌তে হবে, তবে রাজ্যের শুভাশুভ তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি কেন? আমায় আর—অতিষ্ঠ করে তুলো না। আমায় নীরবে নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করতে দাও।

ভার। মহারাণার যথেষ্ট অনুগ্রহ। [ভারমল্ল ও বীরমল্লের প্রস্থান

বিক্রম। সাবধান দাসীপুত্র! মনে রেখ আমি মেবারের মহারাণা বিক্রমজিৎ, আর আমার একটী অঙ্গুলী হেলনে—প্রকৃতির বুকে জেগে ওঠে প্রলয়ের বিপর্য্যয়। [বনবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বনবীর। দাসীপুত্র—দাসীপুত্র বনবীর! আভিজাত্যের অহঙ্কার! ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ভাই বলে বুকে টেনে নিতে পারলে না—বিক্রমজিৎ! উঃ! কি তীব্র অপমান! না না, এ অপমানের আমি প্রতিশোধ নেবো মহারাণা আমি তোমার আভিজাত্যের অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবো। বনবীর আজ ক্ষীপ্ত—পদদলিত করীন্দ্র—বুভুক্ষু রাক্ষস। চাই, চাই ওই মেবারের সিংহাসন-সেই সেই সিংহাসনে উপবেশন করবে এই দাসীপুত্র বনবীর! হাঃ-হাঃ—হাঃ! [উন্মত্তবৎ প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবমন্দির

পুরনারীগণ

গীত

জয় জয় ভগবান!
অনাদি অনন্ত অসীম ব্যাপ্ত—
মঙ্গলময় কর মঙ্গল দান।
দহিত ধরণী পাপের প্রতাপে,

বনবীর। কই—কই—কোথায় তুই রাক্ষসী? দেখে যা, মহারাণা একটাবার স্নেহের আলিঙ্গনে আমায় বুকে ধরতো—বনবীরের পুনর্জ্জন্ম হোক্।

(বক্ষপ্রসারণ)

বিক্রম। না, বনবীর তা হবে না। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেবো, অন্তরে অন্তরে ভালবাসব—স্নেহের চক্ষে দেখব—কিন্তু তোমাকে আলিঙ্গন দিয়ে আমার মর্য্যাদা হারাতে পারব না। তুমি বিক্রমজিতের ভাই হলেও আমি মহারাণা—তুমি দাসীপুত্র, বহু ব্যবধান।

বনবীর। দাসীপুত্র! ওঃ! ভ্রাতৃস্নেহেও আভিজাত্য? মহারাণা! বনবীর দাসীপুত্র হলেও—সেকি ভায়ের বুকে স্থান পাবে না?

বিক্রম। না, আমার রাজমর্য্যাদার হানি হবে। দশজনে আমায় উপহাস করবে। তুমি দাসীপুত্র—তোমার স্থান বহু দূরে।

বনবীর। তাহলে স্নেহের আলিঙ্গন দিতে তুমি কুণ্ঠিত?

বিক্রম। আভিজাত্যে তুমি হীন।

বনবীর। পিতা যে এক।

বিক্রম। একই বৃক্ষের ফুল—কেউ পড়ে দেবতার চরণে-পুষ্পাঞ্জলি হয়ে, আবার কেউ পড়ে দুর্গন্ধ নর্দ্দমায়—তখন দুয়ের ব্যবধান মনে কর বনবীর।

বনবীর। ওঃ ভ্রাতৃপ্রেমে এত বিষ! এতখানি ব্যবধান—এতখানি নির্ম্মমতা? বনবীর দাসীপুত্র! ওই—ওই আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো বনবীর দাসীপুত্র। মহারাণা একটিবার আমায় আলিঙ্গন দাও—নতুবা বনবীর তার মানবত্বটুকু হারিয়ে ফেলবে।

বিক্রম। না—না মহারাণার জন্ম অত হীন নয়। স্মরণ রেখো বনবীর, আমার কাছে ভ্রাতৃস্নেহ পাবে, ভালবাসা পাবে, কিন্তু আলিঙ্গন দিতে পারবো না…কারণ আমি মেবারের মহারাণা আর তুমি আমার পিতার দাসীপুত্র।

বনবীর। মহারাণা! (অস্ত্র তুলিল)

(ভারমল্ল ও বীরমল্ল অস্ত্র তুলিল)

বিক্রম। সাবধান দাসীপুত্র! মনে রেখ আমি মেবারের মহারাণা বিক্রমজিৎ, আর আমার একটী অঙ্গুলী হেলনে—প্রকৃতির বুকে জেগে ওঠে প্রলয়ের বিপর্য্যয়। [বনবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বনবীর। দাসীপুত্র—দাসীপুত্র বনবীর! আভিজাত্যের অহঙ্কার! ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ভাই বলে বুকে টেনে নিতে পারলে না—বিক্রমজিৎ! উঃ! কি তীব্র অপমান! না না, এ অপমানের আমি প্রতিশোধ নেবো মহারাণা আমি তোমার আভিজাত্যের অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবো। বনবীর আজ ক্ষীপ্ত—পদদলিত করীন্দ্র—বুভুক্ষু রাক্ষস। চাই, চাই ওই মেবারের সিংহাসন—সেই সেই সিংহাসনে উপবেশন করবে এই দাসীপুত্র বনবীর! হাঃ—হাঃ—হাঃ! [উন্মত্তবৎ প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবমন্দির

পুরনারীগণ

গীত

জয় জয় ভগবান!
অনাদি অনন্ত অসীম ব্যাপ্ত—
মঙ্গলময় কর মঙ্গল দান।
দহিত ধরণী পাপের প্রতাপে,

বনবীর। কই—কই—কোথায় তুই রাক্ষসী? দেখে যা, মহারাণা একটীবার স্নেহের আলিঙ্গনে আমায় বুকে ধরতো—বনবীরের পুনর্জ্জন্ম হোক্।

(বক্ষপ্রসারণ)

বিক্রম। না, বনবীর তা হবে না। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেবো, অন্তরে অন্তরে ভালবাসব—স্নেহের চক্ষে দেখব—কিন্তু তোমাকে আলিঙ্গন দিয়ে আমার মর্য্যাদা হারাতে পারব না। তুমি বিক্রমজিতের ভাই হলেও আমি মহারাণা—তুমি দাসীপুত্র, বহু ব্যবধান।

বনবীর। দাসীপুত্র! ওঃ! ভ্রাতৃস্নেহেও আভিজাত্য? মহারাণা! বনবীর দাসীপুত্র হলেও—সেকি ভায়ের বুকে স্থান পাবে না?

বিক্রম। না, আমার রাজমর্য্যাদার হানি হবে। দশজনে আমায় উপহাস করবে। তুমি দাসীপুত্র—তোমার স্থান বহু দূরে।

বনবীর। তাহলে স্নেহের আলিঙ্গন দিতে তুমি কুণ্ঠিত?

বিক্রম। আভিজাত্যে তুমি হীন।

বনবীর। পিতা যে এক।

বিক্রম। একই বৃক্ষের ফুল—কেউ পড়ে দেবতার চরণে-পুষ্পাঞ্জলি হয়ে, আবার কেউ পড়ে দুর্গন্ধ নর্দ্দমায়—তখন দুয়ের ব্যবধান মনে কর বনবীর।

বনবীর। ওঃ ভ্রাতৃপ্রেমে এত বিষ! এতখানি ব্যবধান—এতখানি নির্ম্মমতা? বনবীর দাসীপুত্র! ওই—ওই আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো বনবীর দাসীপুত্র। মহারাণা একটিবার আমায় আলিঙ্গন দাও—নতুবা বনবীর তার মানবত্বটুকু হারিয়ে ফেলবে।

বিক্রম। না—না মহারাণার জন্ম অত হীন নয়। স্মরণ রেখো বনবীর, আমার কাছে ভ্রাতৃস্নেহ পাবে, ভালবাসা পাবে, কিন্তু আলিঙ্গন দিতে পারবো না…কারণ আমি মেবারের মহারাণা আর তুমি আমার পিতার দাসীপুত্র।

বনবীর। মহারাণা! (অস্ত্র তুলিল)

(ভারমল্ল ও বীরমল্ল অস্ত্র তুলিল)

পুত্রের দরবিগলিত অশ্রুধারায়, মেবারভূমি যে ভেসে যাচ্ছে। ওই চেয়ে দেখ, জন্মভূমির আশীর্ব্বাদের উদ্যত হস্ত অভিশাপে ভরে উঠেছে। এখনো সময় আছে, নইলে যে তোমার সব যাবে রাজা।

বিক্রম। যাক্ যাক্ আমার সব যাক্। বিক্রমজিৎ তার জন্যে ভীত নয়। সে এসেছে ভোগের জন্যে, ভোগ করেই যাবে। অশ্রু আবেদনে সে গলবে না। আর এ দুকুল ভাঙ্গা নদীর স্রোত ফিরবে না লক্ষ্মী! অপ্রতিহত উদ্দাম গতিতে চলেছে—কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না। সুমন্ত্র সুমন্ত্র তোমার কন্যাকে দেবে কিনা শুনতে চাই!

সুমন্ত্র। আমি আপনার প্রজা! আপনি রাজা– রাজার জন্য প্রজা তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে, কিন্তু মহারাণা পারে না তার ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে।

বিক্রম। স্তব্ধ হও! কোন কথা শুনতে চাই না। এই—কে আছিস্?

প্রহরীর প্রবেশ

বিক্রম। যা, ব্রাহ্মণকে বন্দী করে নিয়ে যা। দেখি ওর কন্যাকে কে রক্ষা করে।

(প্রহরী সুমন্ত্রকে বন্দী করিল)

সুমন্ত্র। বাঃ বাঃ! চমৎকার রাজার বিচার! কই এখনো আকাশ হ'তে বজ্রপাত হচ্ছে না কেন? এখনো সৃষ্টির নিয়ম-তন্ত্র সমভাবে চলছে কেন? উঃ! ভগবান! দরিদ্র বলে কি তুমিও তাকে পায়ে ঠেল্‌বে? মহারাণা! মহারাণা! সর্ব্বংসহা হলেও ধরিত্রী এতো পাপ আর সইতে পারবে না। এখনি তার বুকখানা ক্রোধে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মহারাণা ওই দেখুন আপনার অন্তরে পরিণামের কি ভয়াবহ মূর্ত্তি।

লক্ষ্মী। ব্রহ্মণের হস্তে শৃঙ্খল! করছ কি মহারাণা? ওগো তোমার পায়ে ধরি- আমায় আর পদতলে স্থান দিতে হবে না। আমি

বনবীর। কই—কই—কোথায় তুই রাক্ষসী? দেখে যা, মহারাণা একটীবার স্নেহের আলিঙ্গনে আমায় বুকে ধরতো—বনবীরের পুনর্জ্জন্ম হোক্।

(বক্ষপ্রসারণ)

বিক্রম। না, বনবীর তা হবে না। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেবো, অন্তরে অন্তরে ভালবাসব—স্নেহের চক্ষে দেখব—কিন্তু তোমাকে আলিঙ্গন দিয়ে আমার মর্য্যাদা হারাতে পারব না। তুমি বিক্রমজিতের ভাই হলেও আমি মহারাণা—তুমি দাসীপুত্র, বহু ব্যবধান।

বনবীর। দাসীপুত্র! ওঃ! ভ্রাতৃস্নেহেও আভিজাত্য? মহারাণা! বনবীর দাসীপুত্র হলেও—সেকি ভায়ের বুকে স্থান পাবে না?

বিক্রম। না, আমার রাজমর্য্যাদার হানি হবে। দশজনে আমায় উপহাস করবে। তুমি দাসীপুত্র—তোমার স্থান বহু দূরে।

বনবীর। তাহলে স্নেহের আলিঙ্গন দিতে তুমি কুণ্ঠিত?

বিক্রম। আভিজাত্যে তুমি হীন।

বনবীর। পিতা যে এক।

বিক্রম। একই বৃক্ষের ফুল—কেউ পড়ে দেবতার চরণে-পুষ্পাঞ্জলি হয়ে, আবার কেউ পড়ে দুর্গন্ধ নর্দ্দমায়—তখন দুয়ের ব্যবধান মনে কর বনবীর।

বনবীর। ওঃ ভ্রাতৃপ্রেমে এত বিষ! এতখানি ব্যবধান—এতখানি নির্ম্মমতা? বনবীর দাসীপুত্র! ওই—ওই আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো বনবীর দাসীপুত্র। মহারাণা একটিবার আমায় আলিঙ্গন দাও—নতুবা বনবীর তার মানবত্বটুকু হারিয়ে ফেলবে।

বিক্রম। না—না মহারাণার জন্ম অত হীন নয়। স্মরণ রেখো বনবীর, আমার কাছে ভ্রাতৃস্নেহ পাবে, ভালবাসা পাবে, কিন্তু আলিঙ্গন দিতে পারবো না···কারণ আমি মেবারের মহারাণা আর তুমি আমার পিতার দাসীপুত্র।

বনবীর। মহারাণা! (অস্ত্র তুলিল)

(ভারমল্ল ও বীরমল্ল অস্ত্র তুলিল)

পুঞ্জের দরবিগলিত অশ্রুধারায়, মেবারভূমি যে ভেসে যাচ্ছে। ওই চেয়ে দেখ, জন্মভূমির আশীর্ব্বাদের উদ্যত হস্ত অভিশাপে ভরে উঠেছে। এখনো সময় আছে, নইলে যে তোমার সব যাবে রাজা।

বিক্রম। যাক্ যাক্ আমার সব যাক্। বিক্রমজিৎ তার জন্যে ভীত নয়। সে এসেছে ভোগের জন্যে, ভোগ করেই যাবে। অশ্রু আবেদনে সে গলবে না। আর এ দুকুল ভাঙ্গা নদীর স্রোত ফিরবে না লক্ষ্মী! অপ্রতিহত উদ্দাম গতিতে চলেছে—কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না। সুমন্ত্র সুমন্ত্র তোমার কন্যাকে দেবে কিনা শুনতে চাই!

সুমন্ত্র। আমি আপনার প্রজা! আপনি রাজা— রাজার জন্য প্রজা তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে, কিন্তু মহারাণা পারে না তার ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে।

বিক্রম। স্তব্ধ হও! কোন কথা শুনতে চাই না। এই—কে আছিস্?

প্রহরীর প্রবেশ

বিক্রম। যা, ব্রাহ্মণকে বন্দী করে নিয়ে যা। দেখি ওর কন্যাকে কে রক্ষা করে।

(প্রহরী সুমন্ত্রকে বন্দী করিল)

সুমন্ত্র। বাঃ বাঃ! চমৎকার রাজার বিচার! কই এখনো আকাশ হ'তে বজ্রপাত হচ্ছে না কেন? এখনো সৃষ্টির নিয়ম-তন্ত্র সমভাবে চলছে কেন? উঃ! ভগবান! দরিদ্র বলে কি তুমিও তাকে পায়ে ঠেল্‌বে? মহারাণা! মহারাণা! সর্ব্বংসহা হলেও ধরিত্রী এতো পাপ আর সইতে পারবে না। এখনি তার বুকখানা ক্রোধে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মহারাণা ওই দেখুন আপনার অন্তরে পরিণামের কি ভয়াবহ মূর্ত্তি।

লক্ষ্মী। ব্রহ্মণের হস্তে শৃঙ্খল! করছ কি মহারাণা? ওগো তোমার পায়ে ধরি- আমায় আর পদতলে স্থান দিতে হবে না। আমি

আনন্দ শিহরণ! কিন্তু জানিনা লক্ষ্মী, আমি কেন সে সব মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

লক্ষ্মী। মনকে সুপথে আনলে আর ভুলে যাবে না।

বিক্রম। আর সময় নেই—আর মনকে সুপথে অন্তে পারব না। প্রবৃত্তির তাড়নে মানুষ, মনুষ্যত্ব হারায়, আজ আমি সেই মনেরই দাস। পা ছেড়ে দাও লক্ষ্মী। সুমন্ত্র, কই ভদ্রা?

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ ক'রনা স্বামী! সে যে সতী নারী।

বিক্রম। বিশ্বের যা কিছু সুন্দর তা রাজভোগ্য—আর আমি রাজা।

লক্ষ্মী। কিন্তু ধর্ম্ম?

বিক্রম। দুর্ব্বলের। সুমন্ত্র! শীঘ্র ভদ্রাকে এনে দাও—বলো কোথায় সে? আজ যদি তাকে না পাই, তাহলে আমি তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটা উপড়ে নেবো, ব্রাহ্মণ বলে পরিত্রাণ পাবে না।

সুমন্ত্র। এমন মন্দাকিনীর স্বচ্ছ সলিল পানে বঞ্চিত হয়ে, কোথায়—কোন্ ঊষর মরুর বুকে ছুটেছ তৃষ্ণার্ত্ত? তোমার তৃষ্ণা মিট্‌বে না। মরিচীকা মরিচীকা! তোমায় কাঁদতে হবে ভ্রান্ত! হায় মানুষের কি বিভ্রমতা! মহারাণা! জগজ্জননী মাকে আমার কাঁদাবেন না।

বিক্রম। বটে! ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ!

লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! কেন তুমি ক্ষুধিত শার্দ্দূলকে জাগাতে এলে? একজনের মঙ্গল করতে গিয়ে, নিজের অমঙ্গলকে কেন ডেকে আনলে?

সুমন্ত্র। এ যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মা।

বিক্রম। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! শীঘ্র তোমার কন্যাকে আমার কাছে নিয়ে এস ব্রাহ্মণ। নতুবা তোমার পরিত্রাণ নেই! শঠতার জন্যে তোমার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করব।

লক্ষ্মী। ওগো মহারাণা তুমি যে প্রজার প্রতিপালক—রক্ষক! রাজা হয়ে এ কি তোমার প্রজাপালন? ওই চেয়ে দেখ রাজা, তোমার প্রকৃতি-

পুঞ্জের দরবিগলিত অশ্রুধারায়, মেবারভূমি যে ভেসে যাচ্ছে। ওই চেয়ে দেখ, জন্মভূমির আশীর্ব্বাদের উদ্যত হস্ত অভিশাপে ভরে উঠেছে। এখনো সময় আছে, নইলে যে তোমার সব যাবে রাজা।

বিক্রম। যাক্ যাক্ আমার সব যাক্। বিক্রমজিৎ তার জন্যে ভীত নয়। সে এসেছে ভোগের জন্যে, ভোগ করেই যাবে। অশ্রু আবেদনে সে গলবে না। আর এ দুকুল ভাঙ্গা নদীর স্রোত ফিরবে না লক্ষ্মী! অপ্রতিহত উদ্দাম গতিতে চলেছে—কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না। সুমন্ত্র সুমন্ত্র তোমার কন্যাকে দেবে কিনা শুনতে চাই!

সুমন্ত্র। আমি আপনার প্রজা! আপনি রাজা— রাজার জন্য প্রজা তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে, কিন্তু মহারাণা পারে না তার ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে।

বিক্রম। স্তব্ধ হও! কোন কথা শুনতে চাই না। এই—কে আছিস্?

প্রহরীর প্রবেশ

বিক্রম। যা, ব্রাহ্মণকে বন্দী করে নিয়ে যা। দেখি ওর কন্যাকে কে রক্ষা করে।

(প্রহরী সুমন্ত্রকে বন্দী করিল)

সুমন্ত্র। বাঃ বাঃ! চমৎকার রাজার বিচার! কই এখনো আকাশ হ'তে বজ্রপাত হচ্ছে না কেন? এখনো সৃষ্টির নিয়ম-তন্ত্র সমভাবে চলছে কেন? উঃ! ভগবান! দরিদ্র বলে কি তুমিও তাকে পায়ে ঠেল্‌বে? মহারাণা! মহারাণা! সর্ব্বংসহা হলেও ধরিত্রী এতো পাপ আর সইতে পারবে না। এখনি তার বুকখানা ক্রোধে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মহারাণা ওই দেখুন আপনার অন্তরে পরিণামের কি ভয়াবহ মূর্ত্তি।

লক্ষ্মী। ব্রহ্মণের হস্তে শৃঙ্খল! করছ কি মহারাণা? ওগো তোমার পায়ে ধরি- আমায় আর পদতলে স্থান দিতে হবে না। আমি

আনন্দ শিহরণ! কিন্তু জানিনা লক্ষ্মী, আমি কেন সে সব মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

লক্ষ্মী। মনকে সুপথে আনলে আর ভুলে যাবে না।

বিক্রম। আর সময় নেই—আর মনকে সুপথে অন্‌তে পারব না। প্রবৃত্তির তাড়নে মানুষ, মনুষ্যত্ব হারায়, আজ আমি সেই মনেরই দাস। পা ছেড়ে দাও লক্ষ্মী। সুমন্ত্র, কই ভদ্রা?

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ ক'রনা স্বামী! সে যে সতী নারী।

বিক্রম। বিশ্বের যা কিছু সুন্দর তা রাজভোগ্য—আর আমি রাজা।

লক্ষ্মী। কিন্তু ধর্ম্ম?

বিক্রম। দুর্ব্বলের। সুমন্ত্র! শীঘ্র ভদ্রাকে এনে দাও—বলো কোথায় সে? আজ যদি তাকে না পাই, তাহলে আমি তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটা উপড়ে নেবো, ব্রাহ্মণ বলে পরিত্রাণ পাবে না।

সুমন্ত্র। এমন মন্দাকিনীর স্বচ্ছ সলিল পানে বঞ্চিত হয়ে, কোথায়—কোন্ ঊষর মরুর বুকে ছুটেছ তৃষ্ণার্ত্ত? তোমার তৃষ্ণা মিট্‌বে না। মরিচীকা মরিচীকা! তোমায় কাঁদতে হবে ভ্রান্ত! হায় মানুষের কি বিভ্রমতা! মহারাণা! জগজ্জননী মাকে আমার কাঁদাবেন না।

বিক্রম। বটে! ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ!

লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! কেন তুমি ক্ষুধিত শার্দ্দুলকে জাগাতে এলে? একজনের মঙ্গল করতে গিয়ে, নিজের অমঙ্গলকে কেন ডেকে আনলে?

সুমন্ত্র। এ যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মা।

বিক্রম। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! শীঘ্র তোমার কন্যাকে আমার কাছে নিয়ে এস ব্রাহ্মণ। নতুবা তোমার পরিত্রাণ নেই! শঠতার জন্যে তোমার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করব।

লক্ষ্মী। ওগো মহারাণা তুমি যে প্রজার প্রতিপালক—রক্ষক! রাজা হয়ে একি তোমার প্রজাপালন? ওই চেয়ে দেখ রাজা, তোমার প্রকৃতি-

মোহন। একি! একি!

জয়ন্তী। মোহন! মোহন!

মোহন। জয়ন্তী! উঃ নারী! তুচ্ছ এ মোহনের জন্য তোমার একি কঠোর ব্রত পালন?

জয়ন্তী। মোহন! মোহন! তুমি যে আমার আরাধ্য দেবতা! তুমি যে আমার নারী জন্মের জাগ্রত বিগ্রহ! ওগো আমি তোমায় মুক্ত করে দিচ্ছি, তুমি শীঘ্র এখান হতে পালাও। (মুক্ত করন)

মোহন। তুমি?

জয়ন্তী। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না মোহন। তোমার জীবন যে অমূল্য। তোমার আশাপথ চেয়ে রয়েছে যে ওই মেবারের সহস্র নরনারী! তুমি যে তাদের আশা ভরসা।

মোহন। না জয়ন্তী তা হয় না! তুমিও আমার সঙ্গে চলে এস। আবার আমরা মায়ের জন্য নব উৎসাহে জেগে উঠি।

জয়ন্তী। না মোহন আমি আর যাব না। আমি গেলে পিতার ক্রোধানল আরও জ্বলে উঠবে। তোমার সর্ব্বনাশের জন্য আরও প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি এখানে থাকলে হয়তো তাঁর ক্রোধের অনেকটা উপশম হবে। তোমার জন্য আর বিশেষ ভাববেন না। তুমিও অনেকটা নিরাপদ হবে। স্বদেশের অনেক কাজ করতে পারবে। আর আমিও দিবস সন্ধ্যায় তোমার পুণ্যস্মৃতির চরণতলায় কামনার পুষ্পাঞ্জলি দান করে সব জ্বালা ভুলে যাব মোহন।

মোহন। জয়ন্তী! তুমি দেবী না মানবী? ধন্য তোমার স্বদেশপ্রীতি। চেয়ে দেখ ভারতের মা বোনেরা জয়ন্তী, তোমাদেরি একজন। তোমরাও স্বদেশকে ভাল বাসতে শেখ। বিলাস বসন পরিত্যাগ করে দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় জীবন উৎসর্গ করে নারীজন্ম সার্থক কর। ওগো নারী! তোমরা যে মায়ের জাতি! তোমাদের শিক্ষাতেই যে সন্তানের শিক্ষা।

লক্ষ্মী। চল্ চল্ শীঘ্র চল্ পান্না! সর্দ্দারদের কারাগার হতে উদ্ধার করিগে চল্। তারা যে সব মেবারের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু! [সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বধ্যভূমি

বন্দী মোহনচাঁদকে লইয়া ঘাতকের প্রবেশ

মোহন। না জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হলনা। হায়! অদৃষ্টের একি ছলনা? সৃষ্টির বুক হতে ধর্ম্ম চির বিদায় নিলে? কাঁদ কাঁদ মা মেবারভূমি মা আমার! কি করব উপায় নেই! মুক্তি লাভ করে আবার বন্দী হলাম। সর্দ্দারেরাও বন্দী—বাঃ বাঃ! বেশ পাপের রথ চালিয়েছ মহারাণা। ওই যে আমার ভাই বোনেরা কাঁদছে। ওরে স্বদেশ, তোর বুকে একটীও আর স্বদেশ ভক্ত পুত্র নেই? ঘাতক! ঘাতক! আর কেন বিলম্ব করছ বন্ধু! কার্য্য শেষ করে ফেল। এ জন্মে মায়ের কিছু করতে পারলাম না। আশীর্ব্বাদ কর মা মৃন্ময়ী আবার যেন নূতন জীবন নিয়ে তোমার কোলে ফিরে এসে, তোমার অফুরন্ত স্নেহের ঋণ পরিশোধ করে যেতে পারি। জয়ন্তী! জয়ন্তী! সে কি করছে! সে কি এখনো বেঁচে আছে? হয় তো পিশাচটা তার ওপর অযথা পীড়ন করছে! হায় নারী, হায় অবুঝ, করলে কি? একজন কাঙালকে ভালবেসে জীবনের অরুণোদয়ে অন্ধকারকে ডেকে আনলে?

প্রহরী বেশী জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। দূর হও, দূর হও ঘাতক।

[ঘাতককে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত ঘাতকের প্রস্থান

মোহন। একি! একি!

জয়ন্তী। মোহন! মোহন!

মোহন। জয়ন্তী! উঃ নারী! তুচ্ছ এ মোহনের জন্য তোমার একি কঠোর ব্রত পালন?

জয়ন্তী। মোহন! মোহন! তুমি যে আমার আরাধ্য দেবতা! তুমি যে আমার নারী জন্মের জাগ্রত বিগ্রহ! ওগো আমি তোমায় মুক্ত করে দিচ্ছি, তুমি শীঘ্র এখান হতে পালাও। (মুক্ত করন)

মোহন। তুমি?

জয়ন্তী। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না মোহন। তোমার জীবন যে অমূল্য। তোমার আশাপথ চেয়ে রয়েছে যে ওই মেবারের সহস্র নরনারী! তুমি যে তাদের আশা ভরসা।

মোহন। না জয়ন্তী তা হয় না! তুমিও আমার সঙ্গে চলে এস। আবার আমরা মায়ের জন্য নব উৎসাহে জেগে উঠি।

জয়ন্তী। না মোহন আমি আর যাব না। আমি গেলে পিতার ক্রোধানল আরও জ্বলে উঠবে। তোমার সর্ব্বনাশের জন্য আরও প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি এখানে থাকলে হয়তো তাঁর ক্রোধের অনেকটা উপশম হবে। তোমার জন্য আর বিশেষ ভাববেন না। তুমিও অনেকটা নিরাপদ হবে। স্বদেশের অনেক কাজ করতে পারবে। আর আমিও দিবস সন্ধ্যায় তোমার পুণ্যস্মৃতির চরণতলায় কামনার পুষ্পাঞ্জলি দান করে সব জ্বালা ভুলে যাব মোহন।

মোহন। জয়ন্তী! তুমি দেবী না মানবী? ধন্য তোমার স্বদেশপ্রীতি। চেয়ে দেখ ভারতের মা বোনেরা জয়ন্তী, তোমাদেরি একজন। তোমরাও স্বদেশকে ভাল বাসতে শেখ। বিলাস বসন পরিত্যাগ করে দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় জীবন উৎসর্গ করে নারীজন্ম সার্থক কর। ওগো নারী! তোমরা যে মায়ের জাতি! তোমাদের শিক্ষাতেই যে সন্তানের শিক্ষা।

লক্ষ্মী। চল্ চল্ শীঘ্র চল্ পান্না! সর্দ্দারদের কারাগার হতে উদ্ধার করিগে চল্। তারা যে সব মেবারের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু! [সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বধ্যভূমি

বন্দী মোহনচাঁদকে লইয়া ঘাতকের প্রবেশ

মোহন। না জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হলনা। হায়! অদৃষ্টের একি ছলনা? সৃষ্টির বুক হতে ধর্ম্ম চির বিদায় নিলে? কাঁদ কাঁদ মা মেবারভূমি মা আমার! কি করব উপায় নেই! মুক্তি লাভ করে আবার বন্দী হলাম। সর্দ্দারেরাও বন্দী—বাঃ বাঃ! বেশ পাপের রথ চালিয়েছ মহারাণা। ওই যে আমার ভাই বোনেরা কাঁদছে। ওরে স্বদেশ, তোর বুকে একটীও আর স্বদেশ ভক্ত পুত্র নেই? ঘাতক! ঘাতক! আর কেন বিলম্ব করছ বন্ধু! কার্য্য শেষ করে ফেল। এ জন্মে মায়ের কিছু করতে পারলাম না। আশীর্ব্বাদ কর মা মৃন্ময়ী আবার যেন নূতন জীবন নিয়ে তোমার কোলে ফিরে এসে, তোমার অফুরন্ত স্নেহের ঋণ পরিশোধ করে যেতে পারি। জয়ন্তী! জয়ন্তী! সে কি করছে! সে কি এখনো বেঁচে আছে? হয় তো পিশাচটা তার ওপর অযথা পীড়ন করছে! হায় নারী, হায় অবুঝ, করলে কি? একজন কাঙালকে ভালবেসে জীবনের অরুণোদয়ে অন্ধকারকে ডেকে আনলে?

প্রহরী বেশী জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। দূর হও, দূর হও ঘাতক।

[ঘাতককে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত ঘাতকের প্রস্থান

ভারমল্ল। অসম্ভব কিছুই নয়। ওঃ! জয়ন্তীর জন্যে আমিও জ্বলে মলাম। ঘাতকইবা কোথায় গেল? বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক, সব বিশ্বাসঘাতকের দল! মোহন! মোহন! দুর্ব্বৃত্ত লম্পট! তুই কোথায় পালাবি? ভারমল্লের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে তুই কোথাও যেতে পারবিনে। এস বীরমল্ল আজ তাদের ধরতে পারলে সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করে ফেল্‌ব।

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। পিতা

ভারমল্ল। একি জয়ন্তী? মোহন কোথায়?

জয়ন্তী। আমি কি ক'রে জানবো পিতা। আপনি আমার বিবাহের উদ্‌যোগ করুন আমি বিবাহ করব—আর আপনার অবাধ্য হব না। আমি এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

ভারমল্ল। বাঃ—বাঃ! এইতো না আমার মেয়ের মত কথা! দুর্ব্বৃত্ত-টাই এতদিন আমার এমন কন্যাকে কুপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। চল বীরমল্ল! আমি তোমার হস্তে জয়ন্তীকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। দুষ্ট মোহন চাঁদের জন্যে আর ভাবতে হবে না। অগ্রে শুভকার্য্য সম্পন্ন হোক—তারপর! এস! আয় মা জয়ন্তী!

জয়ন্তী। চল বাবা! [জয়ন্তীসহ প্রস্থান]

বীরমল্ল। এত দিনের পর বীরমল্লের মনোবাসনা পূর্ণ হল। জোর বরাত—জোর বরাত!

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[গজাননের বাটী]

সানন্দে গজাননের প্রবেশ

গজা। হাঃ হাঃ! দেখি এইবার শালার কপাল ফেরে কিনা? এত দিন ধরে বড়লোকের মন যুগিয়ে তো কিছুই হল না। এবার গুরুদেবের কৃপায় গজাননের ভাঙ্গা কুঁড়ে অট্টালিকা হয় কি না দেখি? গুরুদেব বলেছেন একদিনে আমায় বড়লোক ক'রে দেবেন। তিনি এক টাকাকে দশটাকা করে দেবেন। অনেককে নাকি এইরকম করে বড়লোক ক'রে দিয়েছেন। অহো গুরুদেবের কি অপূর্ব্ব বিভূতি বিদ্যা! যাই হোক, বিষয় সম্পত্তি মায় বাড়ীটে পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে এক সহস্র মুদ্রা যোগাড় ক'রে এনেছি। এখনি দশ সহস্র হবে। ব্যস খরচ দেনা বাদ পাকা কনকনে আট হাজার সাড়ে আটশত টাকা মজুত থাকবে। ব্যস্ আর আমার মোহড়া নেয় কে? বড়লোক—বড়লোক—একদিনে বড়লোক। মারি লাফ্—মারি লাফ্।

[লম্ফ প্রদান]

সোহাগিনীর প্রবেশ

সোহা। ওরে ও মিন্সে সর্ব্বস্ব খুইয়ে আবার বাঁদরের মত লাফ্ মারছিস্ কেন রে? ওরে আমার একি হল রে! একটা হাড় হাবাতের হাতে পড়ে আমার একি নাকাল হচ্ছে রে।

গজা। আঃ চুপকর চুপকর গিন্নী! এখুনি বড়লোক হবো। এক হাজার টাকা এখুনি দশহাজার টাকা হবে। গুরুদেবের বিভূতিবিদ্যে—চালাকি—হু?

সোহা। তোর মুণ্ডপাত হবে রে মিন্সে! তাহলে গুরুদেব তোর ভিক্ষে ক'রে মর্‌তো না। আঁটকুড়ির ব্যাটা বাড়ীতে এসে দুবেলা কেমন খাচ্ছে দাচ্ছে আর বেড়াচ্ছে। মিন্সের একটু লজ্জা সরম নেই গা।

গজা। আঃ গিন্নী তোমার কি অপূর্ব্ব গুরুভক্তি। আর ভেবো না গিন্নী। একটী হাজার দশটী হাজার হবে। তোমায় সোনায় মুড়ে ফেলব। আর আমার নিলুধনকে তিন চারটে বড় বড় ঘোড়া কিনে দেবো। তার পর প্রকাণ্ড—প্রকাণ্ড—খুব প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী তৈরী করে ফেলব। তারপর—তারপর—তারপর।

সোহা এই দেখ গো মিন্সে টাকা টাকা করে বুঝি খেপলো! ওরে ও নিলু, শিগীর একঘটী জল নিয়ে এসে মিন্সের মাথায় ঢেলে দে। মিন্সে যে উন্মাদ হয়ে গেছে রে।

ঘটী হস্তে দ্রুত নীলমণির প্রবেশ

নীল। য়্যাঁ বাবা আমার খেপে গেছে নাকি? ঢালি—ঢালি—জল ঢালি!

[জল ঢালিতে উদ্যত]

গজা। কি আমি খেপে গেছি?

সোহা। তুমি ঠিক খেপে গেছ। দে দে বাবা জল ঢেলে দে।

গজা। দেখ গিন্নী মেলা বিরক্ত করো না। নিশ্চয় আজ টাকা দশ-গুণ হবে। গুরুদেবের অখণ্ড কৃপা। বাবা নীলরতন! এইবার তোমার জন্যে খুব বড় বড় দেখে তিন চারটে ঘোড়া কিনে দেবো, যেন শেষকালে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে ফেলো না।

নীলমণি। কি আমি হাত পা ভেঙ্গে ফেলব? আমি তোমার সে ছেলে নই। আমি সবেতেই ওস্তাদ বাবা।

গীত:

আমি খাঁটী ইস্পাত।
সব বিদ্যেয় পণ্ডিত আমি
কে দিতে পারে আমার হাতে হাত?

আমি মেবারের ছেলে,
ভয় খাই না মরেও গেলে,
ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে গিয়ে
করব কত রক্তপাত ॥

গজা। যাও যাও গিন্নী বাটীর ভেতর যাও। এখুনি গুরুদেব আসবেন। দেখ একটু বাদেই কপাল ফিরবে। (সুরে) একবার নাচতো নাচতো ধনি।

সোহা। ও মা আমি নাচব কি ?

গজা। আনন্দে নাচ, আনন্দে নাচ। শালার কপাল এই ফিরলো বলে।

নীল। দেখ বাবা! ঘোড়া না হলে শেষকালে তোমার পিঠে উঠব। তোমায় ঘোড়া বানিয়ে ছাড়ব—হ্যাঁ।

সোহা। য়্যা মিন্সের একি কুবুদ্ধি মাথায় ঢুকলো গা ? টাকা দশগুণ হবে। তাও কি হয় ? হায় হায় যা ছিল তাও বুঝি গেল দেখছি। ও মিন্সে টাকা যদি আজ দশগুণ না হয় তাহলে তোমায় ঝাঁটা মার্তে মার্তে বিদেয় করে দিয়ে আসব।

নীল। বাঁশ পেটা ক'রে ছাড়ব।

[উভয়ের প্রস্থান

গজা। কি বলে! টাকা দশগুণ হবে না? আলবাৎ হবে। এইবার গুরুদেব এলেই হচ্ছে।

চূড়ামণি প্রভুর প্রবেশ

চূড়া। হরিবল্ মন হরিবল্! প্রভুহে সবই তোমার ইচ্ছা। জয় হোক—জয় হোক্ বৎস রে!

গজা। আসুন—আসুন প্রভু!

চূড়া। বৎস রে! ভক্ত রে! তোর দুখ্যু দেখে সত্যই আমার প্রাণপাখী বড়ই কেঁদে উঠেছে রে। আর তোকে দুখ্যু ভোগ করতে হবে না।

প্রভুর কৃপায় আজ তোর সকল দুঃখ্যু ঘুচে যাবে। ও হো হো, বড় ভক্ত তুই! এ হেন ভক্তের দুর্দ্দশা কি প্রভু দর্শন করতে পারেন। হরিবল—মন—হরিবল! [তুড়ি দিল]

গজা। প্রভু আপনার কথা মত এক হাজার টাকা কোন রকমে যোগাড় করে এনেছি।

চূড়া। ও হো হো ভক্ত রে তুই আমায় বড় খুসী করেছিস্। যাক্ আর ভাবনা নেই। হ্যাঁ আমার সেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বেশ ভাল করে রেখে দিয়েছ তো বাপ্?

গজা। হ্যাঁ প্রভু তার জন্যে ভাবনা নেই। আপনার অর্থ সিন্দুকে চাবি দিয়ে রেখেছি।

চূড়া। উত্তম! উত্তম! কই মুদ্রা কই?

গজা। এই যে!

চূড়া। (টাকার থলি গ্রহণান্তে) ব্যস্ এইবার পুরশ্চরণ আরম্ভ করি। দেখতে দেখতে এক সহস্র, দশ সহস্র হয়ে যাবে। যত ইচ্ছা করব ততই বাড়বে। ও হো সবই প্রভুর দয়া। এইবার টাকার থলিটা সামনে রেখে চুপ করে বসে থাকো। কেউ ডাকলে কিছুতেই সাড়া দেবে না। কিছুতেই তাকাবে না। তা হলে সব ভেস্তে যাবে। সাবধান—গুরু আজ্ঞা অবহেলা করিস্ নে বাপ্। [টাকার থলি সামনে রাখিয়া গজানন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন করিল] ব্যস্ এইবার একলক্ষ বার মন্ত্রপাঠ কর। খুব সাবধান সাড়া দেবে না, চোখ ও খুলবে না। বলো মুদ্রা দশসহস্রং ভবন্তু।

গজা। মুদ্রা দশ সহস্রং ভবন্তু।

চূড়া। আবার বলো।

গজা। [বলিল]

চূড়া। ওই রকম লক্ষবার জপ করতে থাকো। একলক্ষ বার পূর্ণ হলেই আমি থামতে বলব। সাবধান বাপ্। [গজানন অস্পষ্ট সুরে মন্ত্র জপ

করিতে লাগিল ইত্যবসরে চূড়ামণি গজাননের সম্মুখস্থ টাকার থলিটী গ্রহণ করিল] (স্বগতঃ) ব্যাটা চোখ চেয়ে নেই তো? নাঃ তবে আর কি! ব্যস্ এইবার অন্তর্হিত হই। [প্রস্থান

গজা। [মুদ্রা দশসহস্রং ভবন্তু জপ করিতে লাগিল]

সোহাগ ও নীলমণির প্রবেশ

সোহা। দেখি চ'তো মিন্সে কি করছে।

নীল। ও মা ও কি?

গজা। [ভবন্তু ভবন্তু করিতেছিল]

সোহা। ও নীলমণি! মিন্সে ওরকম চোখ বুঝে ভবন্তু ভবন্তু করছে কেন রে?

নীল। তাই তো মা হঠাৎ বাবার কি হলো?

গজা। (ভবন্তু ভবন্তু করিতেছিল)

সোহা। য়্যাঁ মিন্সেকে কি আমাদের ভবন্তুতে পেলে? হ্যাঁগা ভবন্তু আবার কি গা? লোককে ভূতে পেত্নীতেই তো পায়। ও মিন্সে! ও মিন্সে! [ধাক্কা দিল]

নীল। বাবা ও বাবা! [ধাক্কা দিল]

গজা। [ভবন্তু ভবন্তু করিতে লাগিল]

সোহা। কি আবার ভবন্তু! ও মিন্সে তোর টাকা কি হলো রে? য়্যাঁ তবুও ভবন্তু ভবন্তু করছে গা? ও বাবা নীলরতন! নিয়ে আয় বাবা! মিন্সের গতর চূর্ণ করে দিই।

নীল। আনি মা—বাঁশ আনি। পাগলামি ছাড়াচ্ছি।

[দ্রুত প্রস্থান

গজা। [ভবন্তু ভবন্তু করিতে লাগিল]

সোহা। হায় হায় সেই মুখপোড়া গুরুদেব মিন্সে নিশ্চয় খেপিয়ে দিয়ে গেছে।

বংশ লইয়া নীলমণির প্রবেশ

নীল। এই বাঁশ এনেছি।

সোহা। ও মিন্সে! ও মিন্সে!

নীল। লাগে মার্—লাগে মার্! (লাঠির দ্বার খোঁচা)

গজা। [উল্টাইয়া পড়িয়া ভবন্ত ভবন্ত করিতে লাগিল]

নীল। ভবন্তর বাবার নাম ভোলাব। [প্রহার]

গজা। উ-হু-হু! (তাকাইয়া) য়্যাঁ একি! একি? আমার টাকার থলি! ভবন্ত! ভবন্ত! [চীৎকার]

সোহা। হায়—হায়—নিশ্চয় গুরুদেব আঁটকুড়ির ব্যাটা টাকার থলি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

গজা। সে-কি সে-কি? গুরুদেবের তো পাঁচহাজার টাকা আমার কাছে আছে। যাক—যাক ওই টাকাতো লাভ হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসি। ভবন্ত—ভবন্ত— [দ্রুতপ্রস্থান

সোহা। হায়—হায়—হায়, সব গেল দেখছি। জোচ্চর—জোচ্চর!

নীল। আজ টাকা না পেলে বাবাকে স্বশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো।

পুঁটলীহস্তে গজাননের প্রবেশ

গজা। টাকা আর যাচ্ছে কোথায় গিন্নী—এক হাজারের বদলে পাঁচ হাজার টাকা লাভ। [পুঁটুলী খুলিয়া ফেলিল ছেঁড়া চটীর জুতা] একি! ছেঁড়া চটীর জুতো!

সোহা। নিলু—জুতো?

গজা। টাকা কই—টাকা কই—ভবন্ত—ভবন্ত! চোর—চোর—গুরুদেব

ব্যাটা চোর। য়্যাঁ—আমার হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল! ধর—ধর।

নীল। মার্ মার্ মা—মুখ্যু বাবাকে নিদ্দম করে মার্ মা। [উভয়ে গজাননকে প্রহার]

গজা। উ-হু-হু! আর না—আর না! ভবস্তু—ভবস্তু!

[পলায়ন তৎপশ্চাৎ উভয়ের ধাবমান

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান

বনবীর উপবিষ্ট নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

নর্ত্তকীগণ।— ধর ফুল হার।

মধুর যামিনী হায়, ওই হে পোহায়ে যায়,
তৃষিত পরাণখানি করে হাহাকার॥
এসেছি হে অভিসারে,
ভালবাসা বুকে করে,
কথা কও, ফিরে চাও
আদরেতে কোলে নাও,
কেন কর অভিমান, কর প্রেম সুধাপান
তুমি হে পরাণ বঁধু ছাড়িব না আর॥

[প্রস্থান

বনবীর। দাসীপুত্র বনবীর! দাসীপুত্র বনবীর! প্রতিনিয়ত চতুর্দ্দিক হতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওই এক সুর—দাসীপুত্র বনবীর—দাসীপুত্র বনবীর। ওঃ প্রবল উন্মাদনা—উত্তাল প্রতিহিংসা! বনবীরের চক্ষে সৃষ্টি যেন আজ

বিভীষিকার মত হয়ে উঠেছে। ভাই বলে একটীবার স্নেহের আলিঙ্গন দিতে পারলে না মহারাণা? আমি যে অনন্ত আশা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলুম। ঘৃণার ভ্রুকুটী! অভিমান ক্ষুব্ধ অন্তর হতে সে দাগ যে আর মুছে যাচ্ছে না। বিক্রমজিৎ! বিক্রমজিৎ! উঃ! এ সংসারটা কি কঠোর উপাদানে গঠিত। ভাই ভাইকে স্নেহ দিতে কুণ্ঠিত। আমি কি জন্মের জন্য দায়ী? পরাশর পুত্র ব্যাসদেব সেও তো জগতের পূজিত। দাসীপুত্র বিদুর—তারও ঘরে নাকি ভগবান তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করে খেয়েছিলেন। আবার ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন। তখন কি জগতে আভিজাত্য ছিল না?

শীতলসেনীর প্রবেশ

শীতল। চৈতন্য হয়েছে বনবীর?

বনবীর। হ্যাঁ মা আমার চৈতন্য হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি তাই তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। পুত্রকে ক্ষমা কর মা। এইবার বনবীর তোমার আদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। জগতের বুকে প্রলয় অগ্নির মত জ্বলে উঠ্‌বে। কোমলতা, স্নেহ—মায়া সমস্ত অন্তর হতে মুছে দিয়ে কালের বিকট করালমূর্ত্তিতে সারা মেবার কাঁপিয়ে তুলবে। বনবীরের নামে মেবারভূমি থর থর করে কাঁপবে।

শীতল। যাও পুত্র তাহলে আর কালবিলম্ব না করে, মেবারের সিংহাসন অধিকার কর। আমিও ভুলে যাই মর্ম্মন্তুদ জ্বালা। হই রাজমাতা। তারপর—তারপর দেখব লক্ষ্মী, তুমি—আমি কতখানি ব্যবধান।

বনবীর। স্নেহহীন সংসার—বৃশ্চিকের দংশন! যাও মা—শীঘ্রই দেখতে পাবে মেবারের সিংহাসনে এই বনবীরকে। কিন্তু ওকি কার সকরুণ কণ্ঠস্বর? কে কাঁদে—কে কাঁদে? কে ওই কঙ্কালসার দীনাহীনা নারী? না—না—কেউ না—কেউ না—মা! মা!

শীতল। কেন বনবীর?

বনবীর। তুমি আছ মা? চেয়ে দেখ মা, বনবীরের এই অভিযান দেখে মেবারের বুকে যেন একটা ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। ওই—ওই যেন সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌ছে—বনবীর ভ্রাতৃদ্রোহী—ভ্রাতৃদ্রোহী।

শীতল। তা বলুক! সে দিকে কর্ণপাত করবার আবশ্যক নেই বনবীর। চিরদিন কি এই নিদারুণ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে থাক্‌বে বনবীর? কেন? কিসের জন্য? তুমি কি ক্ষত্রিয় নও—তোমার অস্ত্রে কি তীক্ষ্ণতা নেই? ওরে পুত্র আমি তোমায় অনেক কষ্টে মানুষ করেছি। কত বিনিদ্রনিশা তোমার মুখপানে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। পশ্চাদপদ হয়ো না পুত্র। উন্নতির শীর্ষে আরোহন কর। যেদিন আমি তোমায় মেবারের সিংহাসনে বসে থাকতে দেখব—সেইদিন—সেইদিন আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাঁচব।

বনবীর। তাই হবে—তাই হবে মা! আমি তোমায় সুখিনী করতে স্বহস্তে, নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করব। ভ্রাতৃত্ব—জ্ঞাতিত্ব—সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে নির্ম্মমতার মূর্ত্তি ধরে মেবারের বুকে এক বীভৎসের অভিনয় করব। তোমার মন্ত্র আজ সজীব হয়ে উঠেছে মা। স্বার্থের মহিমময় মূর্ত্তিতে আমায় উন্মাদ করে দিয়েছে। যাও মা, পুত্র এবার মাতৃঋণ পরিশোধ করবে।

শীতল। সাবধান আর যেন ভাই বলে গলে যেও না বনবীর। অনন্ত উৎসাহে আত্মার উন্নতিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়। দেখবে ভবিষ্যতের পথে তোমার অনন্ত শান্তি। [প্রস্থান

বনবীর। বিবেক যেন অন্তরে ঘা দিয়ে বলছে—বনবীর তুচ্ছ অভিমানের জন্য তুমি কি করতে উদ্যত হয়েছ? দারুণ দুশ্চিন্তা! বিক্রমজিৎ করলে কি? না-না আবার কেন ভুলে যাই? মা আমার দাসী—বনবীর দাসী-পুত্র! কি করি—কোন্‌ দিকে যাই? কে—কে? উন্নতি—সৌভাগ্য?

যাও—যাও—আমি চাই না—আমি চাই না। যাই—যাই আর একবার না হয় ছুটে গিয়ে বিক্রমকে ভাই বলে ডাকি। তবুও কি সে আমায় বুকে স্থান দেবে না? ওঃ! আবার সেই অপমানের বাণী দর্প করে জ্বলে উঠ্‌লো দাসীপুত্র বনবীর—আভিজাত্যে হীন! না, প্রতিশোধ—প্রতিশোধই স্থির সঙ্কল্প।

মোহনচাঁদের প্রবেশ

মোহন। তাহলে আর অপেক্ষা কেন বনবীর? প্রতিশোধ গ্রহণ কর। দুর্ব্বৃত্ত স্বেচ্ছাচারী রাণাকে দেখিয়ে দাও যে—মেবারে এখনো মানুষ আছে। ওই—ওই শোন বনবীর, মেবারবাসীর কাতর আর্ত্তনাদ। করমচাঁদ দুলীচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারগণও আজ বিনাদোষে কারাগারে বন্দী। আমাকেও বন্দী করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু ভগবানের কৃপায় মুক্ত হয়ে চলে এসেছি। বনবীর—বনবীর তুমি মেবারবাসীর অশ্রুজল মোছাও।

বনবীর। সত্যই মোহনচাঁদ, মহারাণার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য মেবারভূমি ত্রাস্ত হয়ে উঠেছে। চল চল মোহনচাঁদ, স্বদেশবাসীর বেদনা দূর করতে ছুটে যাই চল। দুরন্ত—মল্লগণেরও আর রক্ষা নাই! তাদেরি জন্য মহারাণার এতখানি অত্যাচার।

মোহন। তারাই যেন মেবারের শাসনকর্ত্তা।

বনবীর। এইবার তাদের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ হবে। চল মোহন, প্রথমে সর্দ্দারদের কারাগার হতে উদ্ধার করে, তার পর মহারাণাকে শৃঙ্খলিত করতে হবে—নতুবা মেবারের আর রক্ষার উপায় নাই।

মোহন। এস বনবীর! আজ দুজনের শাণিত অস্ত্রে, আবার এই মেবারের অত্যাচার দলিত বক্ষে, শান্তির উৎস ফুটে উঠুক।

বনবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বনবীর! বনবীর! আজ তোমার জন্মান্তর—সাধনায় সিদ্ধি—মাতৃঋণ পরিশোধ। [উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কারাগার

করমচাঁদ, ছুলিচাঁদ, উমিরচাঁদ ও জগমল

ছুলি। করমচাঁদ! করমচাঁদ! আর যে সহ্য করতে পারি না সর্দ্দার।

উমির। উঃ! প্রাণ যায়!

জগমল। পিতা! পিতা!

করম। সহ্যকর সহ্যকর! অত্যাচারে জাতীর অঙ্গ যতই ক্ষতবিক্ষত হবে, দেখবে একতা ততই দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌বে। এ দিন থাকবে না ছুলিচাঁদ! পরিবর্ত্তনের ঝড় শীঘ্রই উঠ্‌বে।

উমির। কেন তুমি স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করলে সর্দ্দার? আমাদের কি অত্যাচার দমনের শক্তি ছিল না? আমরা কি সেই নীচ মল্লগণকে শিক্ষা দিতে পারতুম না?

জগমল। ওঃ! পিতা! আর কতদিন আমরা অন্ধকার কারাকক্ষে বসে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করব? ওই যে মেবারবাসী প্রজারা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করছে। তাদের সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি কারা-প্রাচীরে আছড়ে পড়ছে। আর কেন—এস আমরা কারাগার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ফেলি সিংহের মত হুঙ্কার ছাড়ি—জলোচ্ছ্বাসের মত ছুটে যাই। মা! মা! মৃণ্ময়ী জন্মভূমি, তুই আমাদের—তুই আমাদের মুক্তির আলোক দেখিয়ে দে মা।

করম। ওরে জগমল! অধৈর্য্য হস্‌নে। মনে কর, কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর কথা। তাদের সেই বিষাদ অশ্রু মুছিয়ে দিতে ভগবানকে পুত্ররূপে জন্ম নিতে হয়েছিল। পারতুম জগমল, কবে কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে বিক্রমজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করতে কিন্তু সে যে আমার প্রভুপুত্র—মেবারের রাণা! সে কি কোন দিনই মানুষ হবে না?

উমির। ও! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে! একটু জল দাও সর্দ্দার, একটু জল দাও।

ছুলি। চীৎকার কর, চীৎকার কর, জল জল করে চীৎকার কর। তোমাদের সেই চীৎকার ধ্বনি কারাগাত্র ভেদ করে মেবারের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

ছুলি, উমির। জল! জল! একটু জল! একটু জল!

করম। আমার বুকের রক্ত নাও—আমি বুক চিরে দিচ্ছি—তোমরা তৃষ্ণা নিবারণ কর।

জগ। পিতা তোমারি জন্য আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা! কেন তুমি স্বেচ্ছায় অম্লানবদনে বন্দিত্ব স্বীকার করলে? এ কি তোমার অহিংসা-নীতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা! মানুষ কি এত সহ্য করতে পারে? তুমি একটি-বার বলো, আমরা মা মা বলে কারাগার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নক্ষত্র বেগে ছুটে গিয়ে সেই ভ্রাতৃদ্রোহী মাতৃদ্রোহী পিশাচটার টুঁটীটা ছিঁড়ে ফেলি।

করম। ওরে জগমল মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হলে এম্‌নি-ভাবেই সইতে হয়। রাণার কি অজ্ঞানতা দূর হবে না? সে কি প্রজাগণের বুকের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করবে না?

ছুলি। না না করমচাঁদ সে যে পিশাচ! তার দয়া ধর্ম্ম কোথায়? না, আর বুঝি মায়ের ব্যথা দূর করতে পারলুম না। বুঝি এই কারাগারেই জীবনের সব আশাই ফুরিয়ে যাবে।

দূরে চারণ গাহিতে লাগিল

গীত

চারণ। মন ভাঙ্গিস্ নে ওরে তোরা,
বুকের বলে জাগ না আবার।
অহিংসারই মন্ত্র ভুলে নেনা তুলে
অস্ত্র সবার।

আর কেন ব্যথার ভারে,
থাকিস্ কারার অন্ধকারে,
চল্ ছুটে চল্ ওই আলোকে
ফেল্‌না ভেঙ্গে কারার দ্বার ॥

[প্রস্থান

জগ। চারণ! চারণ! সত্যই বলেছ অহিংসার মন্ত্র ভুলতে হবে, নতুবা আমরা মায়ের দুঃখ দূর করতে পারব না। উঃ! তৃষ্ণায় আর যে কথা কইতে পারছিনে—মাথাটা যে ঘুরে গেল। দারুণ পিপাসা! উঃ! পিতা! একটু জল…

উমির, দুলি। জল—একটু জল—একটু জল…

ভারমল্ল ও বীরমল্লের প্রবেশ

ভার। মরুভূমি! মরুভূমি! কোথায় জল পাবে রাজদ্রোহীর দল!

জগমল। স্তব্ধ হও শয়তান!

ভারমল্ল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! এখনো তর্জ্জন গর্জ্জন?

করম। ভারমল্ল! ভারমল্ল! আগে আমাদের একটু জল দাও, তারপর আমাদের যা ইচ্ছা তাই ক'রো। আমরা নীরবে সইবো। দেখছ ভারমল্ল! আজ এক ফোঁটা জলের জন্যে—কতগুলো প্রাণী মরতে বসেছে। একটু জল দাও ভাই।

ভারমল্ল। বৃথা চীৎকার রাজোদ্রোহী।

জগমল। আমরা রাজোদ্রোহী! পিশাচ! শয়তান! আমরা যে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল পরেছি। আমরা যদি রাজদ্রোহী হতাম তাহলে কার সাধ্য আমাদের বন্দী করে? দেখতে পেতে ভারমল্ল, কবে—কখন আমাদের শাণিত অস্ত্রে তোমাদের ঐ দর্পীত শির মাটিতে গড়াগড়ি যেতো।

ভার। কি?

করম। আমরা রাজভক্ত প্রজা। রাজার অজ্ঞানতা দূর করতেই আমাদের স্বেচ্ছায় কারাবরণ। আমাদের রক্তচক্ষু দেখিও না ভারমল্ল। তোমাদের রক্তচক্ষু দেখে আমরা ভয় পাব না।

ভার। বীরমল্ল! বীরমল্ল! হত্যা কর—হত্যা কর—না-না—কশাঘাত কর—সর্ব্বাঙ্গ হতে রক্ত ঝঁ‍ুঝিয়ে পড়ুক। বুঝুক—রাজোদ্রোহীতার কি কঠোর যন্ত্রনা।

জগমল। হত্যা কর—বেত্রাঘাত কর—কশাঘাত কর—তবু আমরা দেশ ও দশের জন্য—বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব পশু। রাজোদ্রোহী আমরা? যে রাজা প্রজার রক্ত শোষণ করবে—তাদের বুকের রক্ত নিংড়ে নেবে—তাদের মা ভগ্নির ইজ্জত নষ্ট করবে—আর সেই রাজাকে রাজা বলে মেনে নিতে হবে? কোন্ শাস্ত্রে আছে ভারমল্ল?

তুলি। ওঃ! বড় তৃষ্ণা একটু জল!

করম। ওঃ! আর যে সহ্য হয় না। ওরে কে আছিস্ আমাদের একফোঁটা জল দে।

জলপাত্র হস্তে উদয়ের প্রবেশ

উদয়। এই যে আমি জল ও আহার্য্য নিয়ে এসেছি সর্দ্দারগণ।

ভার। সাবধান কুমার! শীঘ্র এখান হতে চলে যাও। ক্ষুদ্র বালক হ'য়ে রাজকার্য্যে বাধা দিও না।

উদয়। কি বাধা দেবো না? তোমরা এমনিভাবে নিরীহ সর্দ্দারদের উপর অত্যাচার করবে—বাধা দেবো না? নিশ্চয় দেবো। সাবধান মন্ত্রীমশায়! আমিও আপনার প্রভু। আমায় লাল চোখ দেখালে পরিত্রাণ পাবে না।

ভার। বীরমল্ল--বীরমল্ল! ফেলে দাও—ফেলে দাও জলপাত্র—ফেলে দাও ঐ আহার্য্য।

জগমল। ওরে পিশাচ তোরা কি পাষাণ? একটীবার তোরা পরিণামকে চিন্তা কর্।

উদয়। তোমরা জল পান কর—আহার কর। আহা ক'দিন ধরে যে তোমরা কিছু খাওনি। উঃ দুর্ব্বৃত্তেরা কি পাষাণ।

ভার। না—না হবে না, উদয় শাস্তি পাবে।

উদয়। বেতনভূক্ কর্ম্মচারী! শুধু উদয় নয়, বল কুমার—বল রাজপুত্র! শাস্তি দেবে? এত স্পর্দ্ধা? দেখি কার এত স্পর্দ্ধা···দেখি কুমার উদয়ের শাস্তিদাতা কে?

বিক্রমজিতের প্রবেশ

বিক্রম। শাস্তিদাতা তোমার সম্মুখে। উদয়—উদয়! উদ্ধত বালক! যাও যাও শীঘ্র চলে যাও।

উদয়। দাদা—দাদা! তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়া নেই? বিনাদোষে এদের বন্দী করে রেখেছ—আবার এদের উপবাসে রেখেছ—আহা দেখ দেখ—

বিক্রম। কি—রাজকার্য্যে বাধা দান? যা—যা বলছি। [জলপাত্র ও আহার্য্য ফেলিয়া দিল]

সর্দ্দারগণ। [উত্তেজিত ভাবে] মহারাণা!

বিক্রম। স্তব্ধ হও রাজদ্রোহীর দল। যা—যা উদয় চলে যা।

উদয়। দাদা! দাদা! একটু দয়া কর। তুমি যে মহারাণা! তুমি যে প্রজার পালক—প্রজার রক্ষক—দয়া কর—এদের দয়া কর—

বিক্রম। না—না, দয়া মায়া সব ভুলে গেছি উদয়! আজ এদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো। আমার—অনিষ্টের জন্য এরা দল পাকিয়েছে। ভারমল্ল! বীরমল্ল! কশাঘাতে রাজবন্দীদের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দাও। দেখি ওরা কতখানি সইতে পারে।

ভার। বীরমল্ল! মহারাণার আদেশ পালন কর।

করম। মহারাণা—মহারাণা, এখনো তুমি চৈতন্যলাভ কর। এখনো বুঝে দেখ, এরপর আর সময় পাবে না।

বিক্রম। কোন কথা শোনবার প্রয়োজন নেই। বীরমল্ল! [বীরমল্ল বন্দীদের কশাঘাত করিতে লাগিল]

জগমল। উঃ! পিতা! পিতা!

ছুলি, উমির। সর্দ্দার! সর্দ্দার!

করম। সহ্য কর—সহ্য কর—ভগবানকে ডাকো! বলো—হে ভগবান! আমাদের মহারাণাকে সুমতি দাও—বিপথ হতে সুপথে টেনে নিয়ে এস।

বিক্রম। উপহাস? কশাঘাত কর—দণ্ডে দণ্ডে মার। [বীরমল্ল কশাঘাত করিতে লাগিল]

উদয়। কি—কি, এত অত্যাচার—এত নির্ম্মমতা! দাদা! দাদা! এস এস অস্ত্র ধর—দেখি কার শক্তি কতখানি। আরে—আরে পশু সাবধান! [বীরমল্লকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

বিক্রম। একি—একি স্বেচ্ছাচারিতা! আরে আরে হীনমতি বালক! আজ তোরি রক্তে কারাগার রঞ্জিত হয়ে যাক্। [উদয়কে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

জগমল। মা! মা! শক্তি দে—শক্তি দে! ছিঁড়ে ফেলি হাতের শৃঙ্খল! আর এই পৈশাচিক অভিনয় দেখতে পাচ্ছিনে। মহারণাপিশাচ! ওরে মেবারবাসী তোরা কি সব ঘুমিয়েছিস্?

মোহন। (নেপথ্যে) না—না জগমল, মেবারবাসী এবার জেগেছে।

প্রজাগণ। (নেপথে) মার্ মার্ পিশাচকে মার্।

বিক্রম। একি একি ক্ষিপ্ত প্রজাগণের চীৎকার ধ্বনি! ভারমল্ল! বীরমল্ল! কারাদ্বার রক্ষা কর। কেউ যেন প্রবেশ করতে পারে না। [ভারমল্ল ও বীরমল্ল কারাদ্বারে দাঁড়াইল] উদয়! উদয়! শীঘ্র চলে যা!

উদয়। না—না আজ বন্দীদের মুক্তি দেবো—না হয় প্রাণ দেবো।

বিক্রম। ভ্রাতৃদ্রোহী…[উদয় সহ যুদ্ধ]

করম। ওঃ! ওঃ! চমৎকার! চমৎকার! প্রকৃতির বুকে একি তাণ্ডব অভিনয়! বজ্র—বজ্র কোথায়?

ভারমল্ল ও বীরমল্লকে পরাস্ত করতঃ মোহনচাঁদ ও বনবীরের প্রবেশ, বীরমল্ল ও ভারমল্লের পলায়ন

বনবীর। বজ্র এসে পড়েছে করমচাঁদ! দূর হ পশুর দল। [বিক্রমজিতকে বন্দী করিল]

বিক্রম। একি বিশ্বাসঘাতকতা বনবীর?

বনবীর। কৃতকর্ম্মের পুরস্কার। মোহন! উচ্ছৃঙ্খল মহারাণাকে বন্দী-বাসে নিয়ে যাও।

বিক্রম। উঃ! বনবীর তুমি না আমার ভাই?

বনবীর। ভাই? কে ভাই? বনবীর? না-না বনবীর ভাই নয়, সে দাসীপুত্র অস্পৃশ্য—হীন! নিয়ে যাও! [মোহনচাঁদ বিক্রমজিতকে লইয়া গেল] করমচাঁদ মুক্ত তোমরা! [বন্দীদের মুক্তকরণ]

করম। বনবীর! বনবীর! তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা। আর এক দেবতা উদয়।

বনবীর। বনবীর দাসীপুত্র করমচাঁদ! আজ হ'তে যতদিন পর্য্যন্ত না মহারাণার চরিত্র সংশোধন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমি মেবারের শাসনভার গ্রহণ করে রইলুম।

সকলে। জয় বনবীরের জয়।

করম। ঘোর-ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির বুকে আজ শুভ্র-ধবল জ্যোৎস্নার তরঙ্গ হিল্লোল! ব্যথা-দীর্ণ মায়ের বুক হতে ওই আনন্দের উৎস ফুটে উঠ্‌ছে। ছলিচাঁদ! উমিরচাঁদ! জগমল! বলো, জয়—জন্মভূমির জয়—বলো জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।

সকলে। জয় জননী জন্মভূমির জয়। জয় জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"। [সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গীতকণ্ঠে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিতে করিতে
পুরবালাগণের প্রবেশ

গীত

পুরবালাগণ।— দিদিলো! শাঁখ বাজালো উলু দেলো
এল সইএর বর।
ওলো সই! আর কেন তুই গুম্‌রে মরিস্
হা হুতাশে নিরন্তর?
বাতাস যে ওই ছড়ায় মধু,
আড়নয়নে হাসছে বঁধু,
তুই রূপের ডালা ছড়িয়ে দেলো,
আমরা মাতাই বাসর ঘর।
রুদ্ধ দুয়ার দে না খুলে,
হিয়ার জ্বালা যা না ভুলে,
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিয়ে—
তুই প্রেমের পূজা কর্॥

[প্রস্থান

উন্মাদিনীভাবে জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। বিবাহ! বিবাহ! আমার বিবাহ না বলিদান? মোহনকে বাঁচাবার জন্যই আমার বিবাহে সম্মতি দান! বীরমল্ল আমায় বিবাহ করতে এসেছে। জানি না আমার এ বিবাহ জ্ঞানে কি অজ্ঞানে হবে। মোহন! স্বদেশভক্ত বীর! তুমি সুখী হও! দশ ও দেশের কল্যাণে

জীবন উৎসর্গ কর। আমি তোমার কর্ম্মের পথে আর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব না। এ জন্মে তোমায় না পেলেও, আমি যেন পরজন্মে তোমায় পাই। আমি তোমার স্মৃতির স্বপ্ন নিয়ে চল্লাম। ওগো দেবতা আমার! তুমি যেন জয়ন্তীকে ভুলো না। ওই শঙ্খধ্বনি, ওই হুলুধ্বনি—পিতার কত আনন্দ! বীরমল্ল ও আজ বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে এসেছে। না, আর ভাববার অবসর নেই। উঃ! ভগবান! কেন তুমি নারীর জন্য এই পরাধীনতার শৃঙ্খল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? কিন্তু পুরুষের জন্য নয়। ঘরে সতীলক্ষ্মী পত্নী দিবারাত্র অশ্রুধারায় ভেসে যাচ্ছে—আর স্বামী তার গণিকা আলয়ে আনন্দে সুরাপান কর্‌ছে! হয় তো আবার দ্বিতীয় বিবাহ করে সংসারে বিদ্বেষ আগুণ জ্বেলে দিচ্ছে—সেকি তার অপরাধ নয়? সে অপরাধ শত মার্জ্জনার? একি তোমার পক্ষপাতিত্ব বিচার দয়াময়? পিতা! পিতা! কন্যা তোমার বলিদানের যূপকাষ্ঠের তলায় মাথা পেতে দেবে না। আর একজন চরিত্রহীন পিশাচের গলায় বরমাল্য দিয়ে তোমার সম্মান রক্ষা করতে পারবে না। [প্রস্থান

গজানন, ভারমল্ল ও বরবেশী বীরমল্লের প্রবেশ

গজা। কই কই মন্ত্রীমশাই আপনার কন্যা কই? অহো শুভলগ্ন যে ভস্ম হয়ে যায়।

বীরমল্ল। (স্বগতঃ) আজ আমার কি আনন্দ! দুর্ব্বৃত্ত মোহনচাঁদ দেখে যাও, আজ তোমার জয়ন্তী বীরমল্লের অঙ্কশায়িনী হচ্ছে।

গজা। কন্যা শীঘ্র আনয়ন করুন। (স্বগতঃ) আজ গোটাকতক চন্দ্রবিন্দু অনুস্বর সহযোগে মন্ত্র পাঠ করলেই মোটা রকম দক্ষিণে পাওয়া যাবে। গুরুদেবের জন্যে তো বাড়ী ঢোকা বন্ধ। বাড়ীটাও দেনার দায়ে যাবে। শালাকে একবার দেখতে পেলে হয়। বলে কিনা টাকা দশগুণ হবে। ওঃ! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। যাই হোক আজকের দক্ষিণেটা

নিয়ে গেলেও গিন্নী একটু শান্তভাবাপন্ন হতে পারেন নচেৎ শতমুখীর প্রেমালাপ! উঃ! বিকট ভালবাসা। (প্রকাশ্য) লগ্ন যে ভগ্ন হয়।

ভার। জয়ন্তী! জয়ন্তী! এই কে আছিস্ জয়ন্তীকে নিয়ে আয়।

[একজন পুরবালা জয়ন্তীকে দিয়া গেল]

এসেছিস্ মা! আয়—আয়! এতদিন কবে বিবাহ হয়ে যেতো।

গজা। তবে মন্তর আরম্ভ করি—ফাটুক ঘরবাড়ী।

জয়ন্তী। বাবা—বাবা—আমি বিবাহ করব না।

গজা, বীর। য়্যাঁ।

ভার। সে কি?

জয়ন্তী। সত্যই আমি বিবাহ করব না।

ভার। জয়ন্তী বলছিস্ কি?

জয়ন্তী। যা সত্য তাই বলছি।

গজা। অহো বুঝি এইবার হরিষে বিষাদ ঘটে। শালার কপালকে থাব্‌ড়ে গুঁড়ো নাড়া করে ফেলব নাকি?

ভার। জয়ন্তী তুই কি আমার মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট করবি?

জয়ন্তী। ওগো পিতা তুমি আমায় আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারনি কেন? কেন তাকে স্নেহ দিয়ে মানুষ করে তুললে? যদি স্নেহ দিয়েছ মানুষ করেছ, তবে আজ কেন তাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছো? কেন তার সারাজীবনের পথে হাহাকারকে ডেকে আনছ? কেন তাকে একটা জীবন্ত পিশাচের হাতে তুলে দিচ্ছো?

বীরমল্ল। কি—কি?

গজা। (জনান্তিকে) আঃ চুপ করুন—সব যেন ভেস্তে না যায়।

ভার। (উত্তেজিতভাবে) জয়ন্তী!

জয়ন্তী। আমি বিবাহ করব না। এর জন্য যদি তোমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, তাই হোক, তবু আমি শয়তানকে দেবতার আসনে বসাতে পারব

না। উঃ! পিতা! তুমি কি অন্ধ? জানিনা কি নেশার মোহে আজ তুমি এই নরপিশাচকে স্নেহের আলিঙ্গন দিতে চাও? তার চেয়ে আমায় গলা টিপে মেরে ফেল—সব জ্বালা চুকে যায়।

গজা। ইস্ এ কি দুর্দ্দৈব!

ভার। কি কি পাপিয়সী কলঙ্কিণী!

জয়ন্তী। সাবধান পিতা! এখনো তোমার সম্মান রক্ষা করে আসছি— বোধ হয় আর পারব না।

ভার। বটে বটে? আচ্ছা দেখি তুই বিবাহ করিস্ কি না? [জয়ন্তীর হস্তধারণে উদ্যত]

জয়ন্তী। [বাধা দিয়া] তুমি আমার মনকে শৃঙ্খল দিয়ে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বাঁধতে চাও? পারবে না—পারবে না—সরে যাও—সরে যাও—না—আমার আর অন্য কোন উপায় নেই। আর কেন জীবনের মমতা করি! (বিষপান)

ভার। কি মুখে দিলি—কি মুখে দিলি জয়ন্তী?

গজা। আ-হা-হা বিবাহ না হলে যে খেতে নেই।

জয়ন্তী। বিষ—বিষ—তীব্র বিষ খেলাম! উঃ পিতা! নির্ম্মম হৃদয় হীন!

ভার। বিষপান করলি?

জয়ন্তী। কি করব নইলে যে—নইলে যে আমার পরিত্রাণের উপায় নেই। উঃ! উঃ? (পতন)

ভার। জয়ন্তী! জয়ন্তী! পিতৃদ্রোহিণী! [পদাঘাত)

[পিস্তলের শব্দ—বাপ্ বলিয়া গজানন ও বীরমল্লের পলায়ন, দ্রুত মোহনদাঁদ্ আসিয়া ভারমল্লকে বন্দী করিয়া ফেলিল]

ভার। একি? একি?

মোহন। কৃত কর্ম্মের পুরস্কার মন্ত্রীমশাই! আপনার প্রভু যেখানে, চলুন আপনাকেও আজ সেখানে রেখে আসি।

শীঘ্র শৃঙ্খল মুক্ত কর মোহন।

মোহন। বনবীরের আদেশ। আমি অক্ষম! এই কে আছিস্? [প্রহরীর প্রবেশ] মন্ত্রীমশাইকে মন্ত্রণা কক্ষে নিয়ে যা। যান মন্ত্রীমশাই! ভেবে দেখুন, দিন কখনো সমানভাবে যায় না। উঃ! পিশাচ! তোমাদেরি জন্য আজ মেবারভূমি শ্মশান হতে বসেছে। অর্থলোভী স্বার্থপর! দেখছি কুমন্ত্রী হতেই রাজার ধ্বংস—রাজ্যেরও ধ্বংস! নিয়ে যা।.

ভার। আচ্ছা! [প্রহরী ভারমল্লকে লইয়া গেল]

জয়ন্তী। মোহন! মোহন! দেবতা আমার!

মোহন। একি—একি জয়ন্তী! জয়ন্তী! তুমি মাটীতে পড়ে কেন? একি তোমার সর্ব্বাঙ্গ যে নীল হয়ে গেছে।

জয়ন্তী। আমি বিষ খেয়েছি মোহন।

মোহন। বিষ খেয়েছ?

জয়ন্তী। হ্যাঁ বিষ খেয়েছি! বিষ না খেলে যে আমার পরিত্রাণ ছিল না মোহন। আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা করেছি।

মোহন। করলে কি জয়ন্তী? আমি তোমার বিবাহের সংবাদ পেয়ে ছুটে দেখতে আসছি কোন্ জয়ন্তীর বিবাহ হচ্ছে। করলে কি জয়ন্তী, অমূল্য জীবন আজ আনন্দে বিসর্জ্জন দিলে?

জয়ন্তী। সতীত্বের কাছে কি জীবনের মূল্য মোহন? সতীধর্ম্ম রক্ষায় আমার মত যেন দেশের মা বোনেরা মরতে পারে। তুমি দুঃখ করো না মোহন! পায়ের ধুলো দাও—আমি যেন পরজন্মে তোমায় স্বামীরূপে পাই। তুমি দেশের সেবা কর মোহন—স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল কর—মায়ের গৌরব বাড়িয়ে তোল—আমি যেন দূরের পথ হতে তোমার মহিমা ধ্বনি শুনতে পাই।

মোহন। জয়ন্তী! সতী! আশীর্ব্বাদ করি তোমার পরলোক যেন সুখ-ময় হয়। আজ বড় ব্যথা পেয়ে চলে যাচ্ছো নারী? তুমি আমায় যে

নিঃস্বার্থ ভালবাসা অবাধে ঢেলে দিয়ে যৌবনের প্রথম সোপানেই ঝরে পড়লে, আমি তোমার সেই নির্ম্মল ভালবাসার কিছু প্রতিদান দিতে পারলুম না। যাও সতী, অনন্তধামে চলে যাও—তোমার সতীত্ব-মহিমার জয় ভেরীতে সাগর মেখলা ভারত ভরে উঠুক। তবে নিয়ে যাও লক্ষ্মী! দুরদৃষ্ট মোহনের ক্ষুদ্র প্রতিদানটুকু। আজ এই গোধূলি সন্ধ্যায় তুমি এয়োতির চিহ্ন নিয়ে স্বর্গে চলে যাও।

[অস্ত্রের দ্বারা নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ রক্ত লইয়া
জয়ন্তীর সীমন্তে পরাইয়া দিল]

জয়ন্তী। আজ আমার জন্ম সার্থক হ'ল। (মৃত্যু)

মোহন। জয়ন্তী! জয়ন্তী! উঃ! আর নেই সব নিরব! নিভে গেল আজ মঙ্গল দীপ! জয়ন্তী! সতীলক্ষ্মী! কথা কও—কথা কও! না—না সব যে ফুরিয়ে গেল!

নেপথ্যে দেবদাস গাহিতে লাগিল

দেবদাস :— গীত

নবমী পোহায়ে গেল—
এল বিজয়া মহা বিজয়া।
ওগো গিরিরাণী! তোর উমা যে আর নাই—
সে কাটিয়েছে আজ সকল মায়া॥

মোহন। গাও—গাও দেবীদাস, আবার গাও—আবার গাও! শোক সন্তপ্তা নিরব প্রকৃতির বুকে অশ্রুর প্লাবন বয়ে যাক্।

বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। তুমিও সেই প্লাবনে ভেসে যাও দুষ্ট! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মোহন। কি কি! আরে আরে পশু ঘৃণিত কুকুর! মায়ের অভিশপ্ত

পুত্র! আয়—আয়—আর তোকে ভাই বলে ক্ষমা করতে পারব না। আজ তোরি রক্তে, এই দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জনের পথ রঞ্জিত হোক্।

[যুদ্ধে বীরমল্ল মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল]

এই নে—এই নে তোর উপযুক্ত পুরস্কার। [পদাঘাত…পরে জয়ন্তীকে বক্ষে করতঃ] এস এস সাবিত্রী! আমি জীবন্তে তোমায় একটী দিনও বুকে নিতে পারি নি। চলো—চলো—ওই মহাশ্মশানে আমি তোমার গতায়ুঃ আত্মার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দিইগে। উঃ! ভালবাসার একি পরিণাম।

[জয়ন্তীকে লইয়া প্রস্থান

দ্রুত গজাননের প্রবেশ

গজা। কই? কই? সেনাপতিমশাই কই? বলি—মোহন ব্যাটাকে ঘাল করেছেন তো? য়্যাঁ একি মাটীতে পড়ে কেন? তবে কি ভিরমি গেছেন? আরে উঠুন উঠুন, ঠেলে উঠুন! বলি মোহন কোথায়? [বীরমল্লের হাত ধরিয়া টানাটানি]

বীরমল্ল। [অতিকষ্টে উঠিয়া] উঃ! কি অপমান! এতো চেষ্টাতেও শত্রুকে বধ করতে পারলুম না। পদাঘাত—পদাঘাত, আমায় পদাঘাত করে চলে গেল।

গজা। য়্যাঁ পদাঘাত? আপনাকে পদাঘাত করে চলে গেল? আর আপনি কুঁপোকাৎ—জগন্নাথ হয়ে গেলেন? যাই হোক আমায় দক্ষিণান্ত করুন!

বীরমল্ল। যাও—যাও বয়স্য! এখন রহস্যের সময় নয়।

গজা। বটে—তা হলে আমি দক্ষিণে পাব না? আরে—আরে পাষণ্ড—লণ্ডভণ্ড! এখুনি তোকে কীচক বধ করব। পাপিষ্ঠ! আমায় ব্যাগার খাটালে? মোহনচাঁদ তোকে পদাঘাত করে গেছে, আমিও তোকে গোটাকতক চপেটাঘাত করে চল্লাম।

[বীরমল্লের মস্তকে কয়েকবার চপেটাঘাতকরতঃ দ্রুত প্রস্থান

বীরমল্ল। উঃ! উঃ! এ্কি জীবনের পরিণাম! আর এ জীবনে আবশ্যক নেই! আর এ কলঙ্কিত মুখ কাউকে দেখাব না। পাপের বিষে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—দেখি কোথায় পাই শান্তি!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ

উদয় ও চন্দন গাহিতেছিল

গীত

উদয়।— বল্‌নারে ভাই কোন্ দেশটী সকল দেশের সেরা?
বাতাস যেথা মধু ছড়ায়, শান্তি সুখে ঘেরা?

চন্দন।— সে যে রে ভাই জন্মভূমি সকল দেশের সেরা,
যার বুকের সুধায় ফলে জলে মানুষ হলাম মোরা॥

উদয়।— দোয়েল কোয়েল ওই যে ডাকে,
পরাণ নাচে পুলক ভরে,

চন্দন।— স্বর্গ হতে কতই যে সুখ
আমাদের এই মাটীর ঘরে,

উদয়।— বড় হলে মায়ের তরে করব আমি জীবন দান,

চন্দন।— শত্রু এলে অস্ত্র ধরে গাইব মায়ের জয়ের গান,

উদয়।— আমি স্বদেশবাসীর অশ্রুব্যথা মুছিয়ে দেবো সুখে,

চন্দন।— আমি যেন কাঁদ্‌তে পারি স্বদেশবাসীর দুখে,

উভয়ে।— তবে আয়নারে ভাই অনুরাগে
মাটীর মায়ে প্রণাম করি মোরা॥

[উভয়ের প্রস্থান

লক্ষ্মীবাঈ ও পান্নার প্রবেশ

লক্ষ্মী। পান্না! পান্না একি শুন্‌ছি পান্না—মহারাণা বন্দী?

পান্না। হ্যাঁ রাজরাণী! বনবীর তাঁকে বন্দী করেছে। মহারাণী—মহারাণী! কেন জানিনা মন আমার থেকে থেকে কু-গাইছে—কেবলই মনে হচ্ছে সেই শীতলসেণীর প্রতিজ্ঞার কথা? আমার মনে হয় এবার সে প্রতিশোধ নিতে, হয়তো বনবীরকে উত্তেজিত ক'রবে···যদি তাই হয়—তবে—তবে কি হবে মহারাণী?

লক্ষ্মী। না পান্না, বনবীর যে ভ্রাতৃভক্ত! আমি তাকে বেশ ভাল-রকম চিনি। যদিও শীতলসেণী আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য তাকে উত্তেজিত করে, তবু বনবীর উদার—ভ্রাতৃভক্ত, বীর, সে কখনও হীন কাজ করতে পারে না···শুনলুম তার চেষ্টা যাতে মহারাণার চরিত্র সংশোধন হয়। সেইজন্যই সে মহারাণাকে বন্দী করেছে।

পান্না। ভগবান একলিঙ্গ করুণ তাই যেন হয়, আমার আশঙ্কা যেন অমূলক হয়···তবে সংসার চক্র বড় জটীল···রিপুই মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। প্রলোভনই হচ্ছে সংসারে মানুষের প্রধান রিপু। প্রলোভনের হাতে পড়ে অনেক মনিষীও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সংসারে তার অভাব নাই মহারাণী। বনবীর ভ্রাতৃভক্ত হলেও—সে এখন একপ্রকার এ রাজ্যের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে পারি না মা তার উদ্দেশ্য কি? সর্দ্দারেরাও বনবীরের গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ভগবান করুন বনবীর যেন তার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় দেয়।

লক্ষ্মী। পান্না তোর কথা শুনে যে একটা দারুণ সন্দেহ এসে আমার অন্তরটা ছেয়ে ফেললে। তবে কি বনবীরের লক্ষ্য মেবারের সিংহাসন? তাহলে কি সে মহারাণাকে—না না অমঙ্গলের কথা কেন ভাবি? না পান্না বনবীর যে ভ্রাতৃভক্ত।

পান্না। সত্য মহারাণী! কিন্তু প্রকৃতির আবহাওয়ার সঙ্গে মানুষ কতক্ষণ যুঝ্‌তে পারে? মানুষের যখন কিছু অবলম্বন থাকে না তখন তার অন্তরটা অনেকটা আসক্তি শূন্য থাকে। কিন্তু এমনি সংসারের মহিমা যে একটা কিছু অবলম্বন পেলেই, মানুষ তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে আসক্তির যুপকাষ্ঠে মাথা পেতে দেয়। তুমি বনবীরকে অতটা সরল বিশ্বাস করো না মহারাণী। হ্যাঁ তাইতো উদয় আর চন্দন কোথায় গেল। উদয়ের জন্য বড় ভাবনায় পড়েছি। মহারাণার বন্দীর পর হতে—উদয়ের জন্য আমার অন্তরে এক আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। তাকে চোখের আড়াল করতে ভয় হয়।

লক্ষ্মী। কি হবে পান্না? চল্ মা, মহারাণাকে না হয় কারাগার হতে আমরা উদ্ধার করে আনি।

পান্না। কিন্তু কারাগারে প্রবেশ করবার কারো অধিকার নেই মহারাণী। বনবীরের আদেশ ব্যতীত কেউ কারাগারে যেতে পারবে না।

লক্ষ্মী। সে কি পান্না? আমি মেবারের মহারাণী আমারও অধিকার নেই?

পান্না। না-মা না···আর সেই জন্যই তো বলছি মা—বনবীরের উদ্দেশ্য বেশ ভাল নয়। বোধ হয় সে স্বার্থের প্রলোভনে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলবে।

লক্ষ্মী। করমচাঁদ প্রভৃতি সর্দ্দারেরা কি সে খবর পেয়েছে পান্না?

পান্না। হ্যাঁ মা সকলেই বেশ বুঝতে পেরেছে—যে বনবীর তাদের চক্ষে ধুলি দিয়ে কাজ সারতে চায়। সর্দ্দারেরা মহারাণাকে মুক্ত করে দেবার জন্য বনবীরকে অনেক অনুরোধ করে—কিন্তু সে তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি।

লক্ষ্মী। উঃ! ভগবান একি করলে? সত্যই যদি তাই হয়—তাহলে বনবীরেরও নিস্তার থাকবে না পান্না। এ আমারি কর্ম্মফল! আমি এখনি

আমার স্বামীকে কারাগার হতে উদ্ধার করে আনবো। দেখি বনবীর আমায় কেমন করে বাধা দেয়? তুই যা পান্না উদয়কে সাবধানে রেখে দে।

[পান্নার প্রস্থান

বনবীর! বনবীর! সত্যই কি তুমি মহারাণার সর্ব্বনাশ করবার জন্য উদ্যত হয়েছ? উঃ! [চক্ষে জল পড়িল]

শীতলসেনীর প্রবেশ

শীতল। একি মহারাণীর চোখে জল! হাঁ এ একটা নূতন বটে! দর্পচূর্ণ হ'য়েছে? এখন আর চক্ষে জল ফেললে কি হবে মহারাণী?

লক্ষ্মী। মা—মা তুমি এসেছ? তুমি আমায় রক্ষা কর।

শীতল। মা! মা!—কে মা? আমি?—না না আমি দাসী! আমি দাসী! দাসী কখন মা হ'তে পারে? বুকের ভেতর আগুন দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে মহারাণী। ওই! ওই বিদ্রুপ কটাক্ষ! ওই সেই অপমানের মূর্ত্তমূর্ত্তি! শীতলসেনী দাসী! হাঃ-হাঃ! হাঃ! শীতলসেনী আর অবজ্ঞার বোঝা মাথায় করে সারা জীবন জগতের হেয় হয়ে থাকবে না। এবার সে অবজ্ঞার বোঝা দূরে ফেলে দিয়ে জগতের প্রণাম নেবে। বলো—বলো আবার বলো রাজরাণী! শীতলসেনী দাসী—শীতসেনী দাসী।

লক্ষ্মী। কেন তুমি তুচ্ছ অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে শান্তির রাজ্যে আগুন জ্বালছো? লোকে যে যাই বলুক না কেন, আমি কিন্তু তোমায় শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখি, মায়ের মতই তোমায় সম্মান করি—

শীতল। যাও—যাও রাজরাণী আমার প্রতিহিংসার চিতার আগুন অন্তর হতে নিভবে না। আমি রাজমাতা হব লক্ষ্মী। পাপ পুণ্য বিচার করব না—ধর্ম্মাধর্ম্ম মানব না—জগতের সহস্র গ্লানি মাথা পেতে নেবো। তীব্র বিষ উদ্গিরণ করব। লোকে আমায় রাক্ষসী দানবী পিশাচী যাই বলুক—তবু আমি হবো রাজমাতা। শোন শোন দর্পীতা রাজরাণী, আমি তোমার স্বামীর হৃদ্‌পিণ্ড চাই।

লক্ষ্মী। ওগো তোমার পায়ে ধরি তুমি আমায় ক্ষমা কর, নারী হ'য়ে নারীর সর্ব্বনাশ ক'রনা—

শীতল। সখের চোখের জলে শীতলসেনীর প্রাণ গলে না? অত কোমল ধাতুতে বিধাতা এ প্রাণ গড়েনি—এ বজ্রের চেয়ে দৃঢ়—কালকূটের চেয়ে ভয়াবহ! জগৎকে আমি দেখাব, জন্মের জন্য কোন মানুষই দায়ী নয়, দাসীপুত্র হ'লেও সে সিংহাসনে ব'সে প্রজাপালন ক'রতে পারে। দাসী—দাসী··· দাসীরা মানুষ নয়? সুখ দুঃখ তাদের নেই? না—না, আমি তোমায় বিধবার সাজে সাজাব রাজরাণী। আমি তোমায় এই দাসী শীতলসেনীর দাসী সাজাব লক্ষ্মী! আর বিলম্ব নেই! এইবার হবে শীতলসেনীর প্রতিহিংসা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি! [প্রস্থান

লক্ষ্মী। উঃ! নারায়ণ একি বাদ সাধলে! কি করে আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করি? তিনি আমায় শতবার উপেক্ষার পদাঘাত করলেও আমি যে তাঁর স্ত্রী! ওরে কে আছিস্? তোদের মহারাণাকে রক্ষা কর। না না আমার এ ডাক আজ আর কেউ শুনবে না। অত্যাচারী মহারাণা— তার জন্য জীবন দিতে আসা তো দূরের কথা, কেউ আজ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেও কাঁদবে না—

করমচাঁদের প্রবেশ

করম। কাঁদ্‌বে মা, এই বুড়ো করমচাঁদ কাঁদবে। আমি মহারাণাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। সবটুকু স্নেহ যে তাকে ঢেলে দিয়েছি। সে কথা মহারাণা ভুললেও আমিতো ভুল্‌তে পার্‌বো না মা—এই বুকের সবটুকু ভালবাসা যে সে নিঙ্‌ড়ে নিয়েছে। আজ কি আমি পারি তা ফিরিয়ে নিতে?

লক্ষ্মী। বাবা! বাবা! কি হবে বাবা? শীতলসেনীর চক্রান্তে বনবীর কর্ত্তৃক যে আমার স্বামী বন্দী। শুধু তাই নয়···শীতলসেনী চায় মহারাণার

জীবন, বনবীর চায় তাঁর সিংহাসন—এই দুই ইচ্ছার পূরণ করতে খুব সম্ভব বনবীর তাকে হত্যা কর্‌বে বাবা?

করম। আমি সব শুনেছি মা! কিন্তু আমরাই যে বড় ভুল করেছি মা! আমরা চিনতে পারিনি যে, বনবীরের অন্তরে শয়তান লুকিয়ে ছিল? যাক্‌ তুমি কেঁদো না মা! মেবারের সর্দ্দারেরা এখনো মরেনি! মহারাণার জন্য অন্য কেউ ছুটুক বা না ছুটুক এই বুড়ো করমচাঁদ কিন্তু ছুটবেই। বনবীরের সাধ্য কি মহারাণার কোন অনিষ্ট করে। তবে বনবীর যদি প্রকৃতই মহারাণার চরিত্র সংশোধনের জন্য তাঁকে বন্দী ক'রে থাকে তা হ'লে আমি কেন সমস্ত মেবারবাসী বনবীরের পূজা করবে—কল্যাণ কামনা করবে। যাই হোক্‌, তুমি এখন আমার সঙ্গে এস মা—আমি এখনি মহারাণাকে কারাগার হতে উদ্ধার করে আনছি।

লক্ষ্মী। পারবে বাবা?

করম। করমচাঁদ বৃদ্ধ হ'লেও তার স্থবিরত্ব আসেনি—দৃঢ় মুষ্টিতেই এখনও সে তরবারি ধারণ করে মা, ন্যায়ের ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে অবহেলে হাসতে হাসতে এখনো সে দশটা বনবীরের মুণ্ডু খসিয়ে নিতে পারে। কোন চিন্তা নেই মা, তুমি এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[সুমন্ত্রের বাটী]

চিন্তামগ্ন সুমন্ত্র

সুমন্ত্র। ভীষণ সমস্যা! দুশ্চিন্তার সুতীব্র কশাঘাত। আবার স্নেহের কি ব্যাকুল স্পন্দন! সমাজ—সমাজ সমাজের কি ভ্রূকুটী কটাক্ষ। যদিও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কত দিন পরে আমার ভগ্ন কুটীরে ফিরে এলাম, ভাবলাম মায়ের শান্তির আঙিনায় বসে জীবনের সব যন্ত্রণা ভুলে যাব—কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তা নয়। মহারাণা বন্দী। আমি মুক্ত, ভদ্রাও বেঁচেছে, তবে আবার কেন আমার বার্দ্ধক্য শিথিল বক্ষে বজ্র হানছো দয়াময়? আমি এমন কি মহাপাপ করেছি যার জন্য সারাজীবন ভোর এগ্নিভাবে দগ্ধে দগ্ধে মরব? ভদ্রা ভদ্রা মাতৃহীনা বালিকা! ভগবান! তুমি আমার সব কেড়ে নিলে, তবে ওটুকুই বা রেখে দিলে কেন? তাহলে তো এত জ্বালা আমায় সইতে হত না। কন্যার বিবাহ দিলুম কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতে—ওঃ মায়ের আমার সিথির সিঁদুর মুছে গেল। তারপর—যাক্! এখন কি করি? ভদ্রাকে নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই আগুন জ্বলে উঠেছে। প্রতিবেশীগণ যেন একটু শ্লেষ ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইছে। আকার ইঙ্গিতে সকলেই বলতে চায়—ভদ্রার সতীধর্ম্ম—ওঃ! সমাজপতিও বলে পাঠিয়েছেন কন্যাকে অবিলম্বে ত্যাগ করতে, নচেৎ আমায় একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কেউ আমার অন্ন স্পর্শ করবে না। বাঃ চমৎকার! কন্যা আমার অসতী! রাজপ্রাসাদে বাস করে এসেছে বলে সে ধর্ম্মচ্যুত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম্ম তো জানে—মা আমার সতীলক্ষ্মী...তবে অবিচারে কেমন ক'রে তাকে পরিত্যাগ করি?

ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। তা ছাড়া যে উপায় নেই বাবা! সমাজ আজ ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত দিয়ে চূর্ণ করতে চায়। সে চায় তার কল্পিত শুচিতাকে বড় ক'রে জগতের চোখে আদর্শ গড়তে, সে চায় আজ অসম্ভবের পশ্চাতে ছুটতে...তাই হবে, তাই হবে বাবা...নিজের পথ আমি নিজেই বেছে নেব। পিতা! আমি তোমায় আর কাঁদাব না। তুমি যে আমার জন্য সারাজীবন কাঁদছ—সংসারের কত কঠোর নির্য্যাতন সইছ! আমি তোমার শান্তির আকাশের কাল-ধূমকেতু। আমি তোমার বার্দ্ধক্য জীবনের মূর্ত্তিময়ী অশান্তি, সে অশান্তিকে আমি নিজের হাতে চূর্ণ করবো।

সুমন্ত্র। না—না ভদ্রা, তুই আমার ব্যথা বেদনার শান্তি নির্ঝরিণী! তুই আমার ভগ্নকুটীরের তৃপ্তির অলকনন্দা! তুই আমার স্নেহ বিগলিতা সন্তাপ-নাশিনী মা! ভদ্রা! ভদ্রা আমি যে তোকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছি মা! বল্‌তো মা আমি কেমন ক'রে স্নেহের বলিদান দিয়ে দস্যু সাজতে পারি? আমি তা পারব না ভদ্রা! প্রকৃতির আকাশে প্রলয়-তাণ্ডব আরম্ভ হবে—ঘূর্ণীবাত্যায় সব যে আমার উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমার জীর্ণ বুকের পাঁজরগুলো সে ভেঙ্গে গুড়োনাড়া হয়ে যাবে।

ভদ্রা। বাবা! আমার জন্য তোমার এত আকুলতা কেন? সংসারের অভিশপ্তা আমি। আমার এ জীবন, জগতের কোন মঙ্গলই করবে না। আর আমারি বা জীবনের সুখ কি আছে বাবা? আমি বিধবা। বিধবা নারী সংসারে পিতামাতার গলগ্রহ—দারুণ অশান্তি। তার মৃত্যু যে শত কামনার। ওগো পিতা! কেন তুমি এই ভাগ্যহীনা কন্যার জন্য সমাজের কশাঘাত সহ্য করবে? তার চেয়ে আমায় বিদায় দাও—আমি সৃষ্টির কোন অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ি?

সুমন্ত্র। তা কি হতে পারে ভদ্রা? ওরে আমি যে তোর পিতা!

পুত্রকন্যার সঙ্গে পিতামাতার যে কি সম্বন্ধ তা তুই কি করে জান্‌বি বল্‌? না, ভদ্রা আমি পিশাচ নই আমি যে মানুষ! স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ, আমি কেমন করে তার মূলছেদন করব?

ভদ্রা। তুমি যে কাঁদবে বাবা!

সুমন্ত্র। কাঁদব—তাই কাঁদব! আমার সে কান্নার-অশ্রু তুই স্নেহের পরশ দিয়ে মুছিয়ে দিবি মা। আমি তখন ভুলে যাব সমাজের কশাঘাত—প্রকৃতির বিভীষিকা—ব্যথার অনুভূতি।

ভদ্রা। সমাজের সম্মান রক্ষায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে আপন সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন, আর তুমি এক ভাগহীনা কন্যার জন্য সেই ত্যাগের নীতি গ্রহণ করতে পারবে না? রাজপ্রাসাদ হতে ফিরে এসে পর্য্যন্ত আমিও যে কলঙ্কের বাণী আর সইতে পারছিনে বাবা! পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই আমার আলোচনা। আমি কি সুখে বেঁচে থাকি বাবা? তুমি দুঃখ করো না বাবা, মনে কর ভদ্রা তোমার মরেছে।

সুমন্ত্র। ওঃ! দেখ্‌তো—দেখ্‌তো মা! প্রকৃতির আকাশ নির্ম্মল আছে না অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে? দেখ্‌তো দেখ্‌তো মা পৃথিবী এখনো স্থির আছে না সভয়ে কাঁপছে? না-না আমি দস্যু সাজতে পারবো না। ওরে ওরে ব্যথিতা! তুই যে মুক্ত ত্রিবেণী-ধারা! তুই যে সতীরাণী! তুই যে ভাগিরথী! আমি সমাজের সম্মান রক্ষায় আমার দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জন দিতে পারব না। চল্‌ চল্‌ ভদ্রা, আমরা মেবার হতে পালিয়ে যাই চল্‌—আর মায়ের জন্য কাঁদব না, আর এই ভগ্নকুটীরের জন্য আকুল হয়ে উঠ্‌ব না।

ভদ্রা। না বাবা তুমি যে মায়ের ছেলে। মায়ের বুকেই থাকো। মাকে কাঁদিয়ে তুমি কোথায় যাবে? এতদিন ধরে যে মায়ের জন্য কত যন্ত্রণা সয়ে এলে। এখন সেই মাকে ছেড়ে কেমন করে চলে যাবে? তুমি আমায় বিদায় দাও বাবা!

সুমন্ত্র। যাবি! যাবি? তবে যা—যা চলে যা চলে যা। বিসর্জ্জনের

বাদ্য বেজে উঠুক—আগুন জ্বলে উঠুক—প্লাবন ছুটে আসুক মহাপ্রলয় আরম্ভ হোক্। যা—যা—চলে যা—চলে যা।

ভদ্রা। তবে যাই পিতা?

সুমন্ত্র। যা—যা! [সুমন্ত্রকে প্রণাম করতঃ ভদ্রা যাইতে উদ্যত হইলে] ভদ্রা! ভদ্রা!

ভদ্রা। বাবা!

সুমন্ত্র। মা আমার···। না-না এ আমি কি করছি?···যা-যা চলে যা চলে যা— [ভদ্রা যাইতে উদ্যত হইলে জগমল আসিয়া বাধা দিল]

জগমল। কোথায় যাচ্ছ ভদ্রা—দাঁড়াও।

ভদ্রা। জগমল পুত্র! মুক্তিপথ যাত্রিনী মাকে—আর বাধা দিও না।

জগমল। তুমি কোথায় চলেছ ভদ্রা?

ভদ্রা। মুক্তির আলোকে। জগমল! জগমল! আমি যে সংসারের একটা জীবন্ত জঞ্জাল, সমাজের অবজ্ঞেয়—বিশ্বের ঘৃণিতা। আমার জন্য যে আজ আমার বৃদ্ধ পিতা সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হতে বসেছে। বলো পুত্র আমি কেমন করে তা সইব?

সুমন্ত্র। জগমল! মহারাণার প্রাসাদে গিয়েছিল বলে, ভদ্রা আজ সমাজের চক্ষে পতিতা।

জগমল। বাঃ চমৎকার বিধান! সমাজের সুন্দর বিচার! একজন নিরপরাধিনী সতী নারীর উপর একি শাসন দণ্ড? সমাজ কি অন্ধ? সমাজের এই পক্ষপাতিত্বের বিচার কে মানবে? সমাজ প্রবলের নয়, সমাজ দুর্ব্বলের। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! বলো—বলো কোন্ সমাজ নেতা তোমার কন্যাকে কলঙ্কের ভার চাপিয়ে দিয়েছে? বলো দেখি সে বিচারক কেমন? ভদ্রা—ভদ্রা আমি তোমায় আমার গৃহে আশ্রয় দেবো! মায়ের মত আমার সংসারে থাকবে তুমি। আমি দেখব, কোন্ সমাজপতি বলে সেই নীতি হীন বাণী! আমি তার টুঁটীটা ছিঁড়ে ফেলব।

ভদ্রা। উত্তেজিত হয়ো না পুত্র। সমাজ যে ধর্ম্ম! সামাজিক আচার পদ্ধতি সবই যে ধর্ম্মরক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। গৃহস্থ বর্ণাশ্রমীর কখনই সমাজকে অপমান করা উচিত নয়। সমাজকে মেনে না চললে জাতীর কখনো উন্নতি হয় না। সমাজ রেখেছে ধর্ম্মকে অটুট করে। যেখানে সমাজ বন্ধন শিথিল, সেখানে অবনতিও অবশ্যম্ভাবি।

জগমল। তা বলে সমাজের অবিচারকে সুবিচার বলে প্রশ্রয় দেবে ভদ্রা?

ভদ্রা। দশ যেখানে—ভগবানও সেখানে। সেখানে তর্ক-যুক্তি নাই পুত্র। ওসব কিছুই নয়—সবই আমার কর্ম্মফল। এ আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার জন্য আর দশের বিদ্বেষ ভাজন হয়ো না জগমল। ন্যায় হোক্—অন্যায় হোক্ বাধা দিও না। আমি যাই সব দিক রক্ষা হোক।

জগমল। সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র। বাধা দিও না জগমল। উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের তুমি গতিরোধ করতে পার্‌বে না।

জগমল। যদি সত্য সত্যই চলে যাবে—যদি সত্য সত্যই জীবন ত্যাগ করতে চাও—তাহলে তার পূর্ব্বে, দেশের জন্য কিছু করে যাও ভদ্রা। সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি সমাজ পরিত্যক্তা হলেও মহাদেবীর মত পূজিতা হবে। আনন্দে দেশের নর-নারী তোমার চরণে অর্ঘ্যদান করবে।

ভদ্রা। সে কর্ম্ম কি জগমল?

জগমল। সে কর্ম্ম চারণীর ব্রত গ্রহণ। জীবনটাকে ব্যর্থতায় ভাসিয়ে দিও না মা। চারণীর ব্রত গ্রহণ করে, দেশের ঘরে ঘরে জাতীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তুলে, দেশের মা ভগ্নিদের বিলাসের নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দাও। নারী তুমি, সহজেই মায়ের জাতীদের জাগাতে পারবে। দেশের নারীদের জাগতে হবে। নইলে স্বদেশ—স্বদেশ থাক্‌বে না। হয়তো তার মুক্ত হস্তে কোন বিদেশী এসে শৃঙ্খল পরাতে পারে।

ভদ্রা। জগমল! পুত্র! তোমার কথা শুনে যে আমার মরবার সঙ্কল্প

টুটে গেল। আর আমি মরব না। মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। সমাজ পরিত্যক্তা হয়েও মাতৃভূমির সেবায় জীবনদান করে যাব। চারণীর ব্রত গ্রহণ করে, দেশের মা বোনদের জাগাবার জন্যে পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে ঘুরে বেড়াব। দেখি আমার এ ক্ষুদ্র শক্তিটুকু দিয়ে যদি দেশ-মাতৃকার একটুও উপকার করে যেতে পারি।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ।— তবে এস মা আমারি সাথে।
মহিমাসিক্ত উজ্জ্বল পথে,
কীর্ত্তির ধ্বজা হাতে॥
ধরিয়া ত্যাগের মুরতি মধুর,
স্বদেশের ব্যথা কর মাগো দূর,
তব জাতীয় সঙ্গীতে দেশের মেয়েরা
আসুক ছুটিয়া হর্ষে
জননীর মান বাড়াতে—
তবেই জাগিবে স্বদেশ মোদের
পারিবে না কেহ কাঁদাতে॥

[চারণ ভদ্রাকে লইয়া গেল

সুমন্ত্র। ভদ্রা! ভদ্রা! [মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতে যাইলে জগমল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল]

জগমল। বলো বলো ব্রাহ্মণ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। ভদ্রা! ভদ্রা! তোমার মহিমার একবিন্দু যেন আমার দেশের মা বোনেরা পায়। [সুমন্ত্রকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পল্লী-নদীতীর

কলসীকক্ষে গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ

নাগরিকাগণ।— ওই ফুরফুরে হাওয়ায়।
ভার হল সই ঘরকে যাওয়া
কলসী কাঁখে এই অবেলায়॥
জলের কলসী থাক্ না পড়ে—প'ড়েলো,
চল্ সাঁতার কাটি দরিয়ায়॥
ওই কালো পাখী বাড়ায় জ্বালা,
কুহু কুহু ডেকে লো,
বিদেশেতে পরাণ বঁধু
বাঁধ বুঝি সই ভাঙ্গলো লো,
[সহসা বংশীধ্বনি]
ওই বুঝি সেই ছোঁড়া ছুটো
তমাল বনে বাঁশী বাজায়॥

[প্রস্থান

স্ত্রীবেশে চূড়ামণির প্রবেশ

চূড়া। গজানন ব্যাটার চোখে আচ্ছা ধুলো দিয়েছি। দিনকতক বেশ আরামে মালসা ভোগ খাওয়া যাবে। টাকাগুলো হস্তগত করে বেমালুম খসে পড়েছি। কিন্তু গজানন ব্যাটা আমায় ধরবার জন্যে খুব ছুটোছুটী কর্‌ছে। তার উপর আমার পুঁটলীতে চটীর জুতো পেয়ে ব্যাটা আমার উপর খুবই রেগে উঠেছে। আমায় দেখ্‌তে পেলে আর বাঁচাবে না। তাই

দিনকতক ব্যাটাকে ফাঁকি দেবার জন্যে স্ত্রীলোক সেজে বেড়াতে হচ্ছে। হরি হে সবই তোমারি ইচ্ছা! মূঢ় আমি, তোমার লীলা কি বুঝব? ছুঁড়িগুলোর জলকেলি দেখবার জন্যে এলাম এখানে কিন্তু হরি হে—একেবারে ভোঁ-ভাঁ! কাকস্যপরিবেদনা। ওকি একটা লোক এই দিকে আসছে না? ঘোমটা ভাল করে দিই। নইলে—

গজাননের প্রবেশ

গজা। শালার জোচ্চোর গুরুদেবকে কোন রকমে ধরতে পারছিনে। ব্যাটাকে একবার ধরতে পারলে হয়। ব্যাটা আমার সর্ব্বনাশ করে চলে এসেছে। বলে কিনা—টাকা দশগুণ করে দেবো। তার উপর জুতো—ছেঁড়া চটীর জুতো—পাঁচ হাজার টাকা আছে! দাঁড়াও যাদু! একবার তোমায় ধরতে পারলে হয় তোমার বাবার নাম ভুলিয়ে দেবো। তোমার জন্যে আমি বাড়ী ঢুকতে পারছিনে। উঃ! ব্যাটা কি ফন্দীবাজ!

চূড়ামণি। [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ! হরি হে! এ যাত্রা রক্ষা কর। ব্যাটা যেন আমায় চিনতে না পারে।

গজা। তাইতো, শালাকে যে খুঁজে হাল্লা হয়ে গেলাম। এদিকে সন্ধ্যেও তো হয়ে এল। আজ রাতটা এখন কাটাই কোথা? ওকি ওই একটী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে না? যাক্ ভালই হয়েছে, একটা কিছু সম্বন্ধ পাতিয়ে দেখি, যদি রাতটা ওর বাড়ীতে কাটাতে পারি? (অগ্রসর) মাসী মা! ভাল আছেন তো! প্রণাম হই।

চূড়া। য়্যাঁ ব্যাটা কি চিনতে পারলে নাকি?

গজা। মাসী মা আপনি যে কথা কইছেন না? আমি যে আপনার বোনপো! আহা অনেক দিন হল আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিনি। বেশ ভাল আছেন তো? বাটীর সব কুশল তো? একি মাসী মা—কথা কইছেন না যে? আমায় দেখে আর অত ঘোমটা কেন? আজকাল মেয়ে মানুষে

তো অত ঘোমটা দেয় না। শ্বশুর ভাশুর সকলকেই ঘোমটা খুলে চাঁদ-বদন দেখান। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন। অনেক দিন পরে এলাম।

চূড়া। [স্বগতঃ] না সব মাটী করলে দেখছি! [প্রকাশ্যে বিকৃতস্বরে] কাকে তুমি মাসী বলছ বাবা? আমি তো তোমার মাসী নই?

গজা। নিশ্চয় আপনি আমার মাসী! ছেলেবেলায় দেখেছি বলে এখনো কি আমার মনে নেই? আমি কি আপনাকে চিনতে পারিনি? ঠিক চিনতে পেরেছি। আমার মাসী ঠিক আপনার মতই ছিল। সেই লম্বা লম্বা পা, সেই ঘোমটা! আহা মাসীমা! আপনার প্রাণে কি একটুও মায়া নেই? আপনি ঘামটা খুলে আমার মুখখানা দেখুন না কেন—ঠিক চিনতে পারবেন।

চূড়া। [স্বগতঃ] হরি হে রক্ষে কর।

গজা। মাসীমা! আপনার পায়ে পড়ে কি কাঁদ্‌ব?

চূড়া। [প্রকাশ্যে] তুমি ভুল করছ বাবা! আমার তো বুনপো নেই।

গজা। সে কি! এমন জলজ্যান্ত বুনপো থাকতে আপনার বুনপো নেই? আপনি কি বুড়ো হয়ে ভিমরতি হয়েছেন?

চূড়া। তুমি যা তা কথা বলো না বাবা। সরো আমি বাড়ী যাই।

গজা। আমাকে আপনার বাটীতে নিয়ে যেতেই হবে। [স্বগতঃ] তাই তো বেটীর এত ঘোমটা কেন? চাল চলনটা যেন মরদানা মরদানা মনে হচ্ছে। তবে কি শালার গুরুদেব আমায় ফাঁকি দেবার জন্যে মেয়ে মানুষ সেজে বেড়াচ্ছেন? যাই হোক্ বেটীর মুখখানা একবার আমায় দেখতেই হবে। ও কি?

গীতকণ্ঠে প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।— **গীত**

আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে।
তাই এসেছি আবার ফিরে
আমার মায়ের কোলে।

ভাঙ্গা কুঁড়ের গাছের ছাওয়ায়,
প্রাণ যে আমার কেবল মাতায়,
পাখীর গানে ঘুম যে আনে,
মাঠে সোণার ফসল ফলে ॥
চাকরী ছেড়ে লাঙ্গল ধরে
আমার বাড়লো বুকের বল্‌
লক্ষ্মী এল আমার ঘরে
নাইক আমার চোখে জল,
আমি আর যাব না বিদেশে ভাই
এমন মায়ের স্নেহ ভুলে !
আমি পাড়া গাঁয়ের ছেলে ॥

গজা। আরে প্রহরী ভায়া যে? বলি তুমি এখানে কেন?

প্রহরী। নমস্কার বয়স্য মশাই! আমি যে রাজবাড়ীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে এসেছি। এখন চাষবাস করে খাচ্ছি। আর আমার কোন অভাব নেই। এতদিন চাকরী করে যা না হয়েছিল, আজ মাটী খুঁড়ে তার চতুর্গুণ হয়েছে।

পূর্ব্ব গীতাংশ

আমি সেই মাটীরে ভুলে গিয়ে
ছিলাম পরের ঘরে,
হয় নি আমার কোন সুখ ভাই
গেছি খেটে খেটে মরে;
আজকে আমি পেলাম রে ভাই হাজার মানিক
এই মাটীরই তলে,
আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে ॥

গজা। বেশ করেছ ভাই—বেশ করেছ। আর রাজবাড়ীতে ও সে সুখ নেই। যাক্‌ ভালই হয়েছে। আজ এখন তোমার বাড়ীতেই থাকব। রাতও হয়ে এল।

প্রহরী। বেশ বেশ! তা আপনি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন কেন?

গজা। আর ভায়া! সেই আমার জোচ্চোর গুরুদেব ব্যাটা আমার একটী হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তুমি তো সবই শুনেছ। তাকে ধরবার জন্যে এ দেশ—সে দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

প্রহরী। তাই তো···যাক্ এখন আমার বাড়ীতে চলুন। কিন্তু আজ একটা ভারী বিপদে পড়েছি বয়স্য মশাই! আমার নতুন শাশুড়ী বেটী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় পালিয়ে গেছে।

গজা। তুমি আবার বিবাহ করেছ নাকি হে?

প্রহরী। আজ্ঞে হ্যাঁ! কি করব, ঘর সংসার তো করতে হবে। যাই হোক শাশুড়ী বেটী গেল কোথায়? ও কি! এই যে এখানে দাঁড়িয়ে?

গজা। তোমার শাশুড়ী?

প্রহরী। সেই বলেই তো মনে হচ্ছে।

গজা। তবে দেখ ভায়া।

চূড়া। [স্বগতঃ] হরি হে দারুণ বিপদ। তুই কালান্তক! রক্ষা কর গৌরবরণ।

প্রহরী। [চূড়ামণির নিকটবর্ত্তী হইয়া] আপনি কেন রাগ করে চলে এসেছেন বলুন তো? চলুন বাড়ী চলুন। আপনার মেয়ে কত কাঁদছে। একি অত লজ্জা কেন? আসুন।

মুগুর হস্তে জনৈক কৃষকের প্রবেশ

কৃষক। আজ মা মাগীকে মারের চোটে গন্ধর্ব্ব ছুটিয়ে দেবো। সন্ধ্যে হয়ে এল—বাড়ী ফেরবার নামটী নেই। গরুগুলো এক গাছাও খড় পায় নি। আমি কি মাঠ থেকে এসে খড় দেবো? ওই না—বদমাইস্ মাগী। [মুগুরের দ্বারা চূড়ামণির পৃষ্ঠে আঘাত]

চূড়া। উ-হু-হু!

প্রহরী। আরে করছ কি আমার শাশুড়ী যে?

গজা। আরে আমার মাসী যে।

কৃষক। আজ মাসী শাশুড়ী সব বেটীকে ঢিট্ করে ছাড়ব। বেটী বদমাইস্। [মুগুর আঘাত]

চূড়া। ও হো হো গেছি বাবা গেছি। এ কি ঠ্যালায় পড়লাম গৌরবরণ।

কৃষক। চল্ বেটী বাড়ী চল্! আজ তোকে মুগুরে সোজা করব। [হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে চূড়ামণির ঘোমটা খুলিয়া গেল]

গজা। শালার জোচ্চোর। [লাফ দিয়া চূড়ামণিকে জাপটাইয়া ধরিল] পেয়েছি! পেয়েছি—পেয়েছি।

কৃষক। য়ঁ্যা একি! এ কি! রামচন্দর।　　　　　　　　　　[প্রস্থান

গজা। ধর ধর প্রহরী ভায়া ব্যাটাকে ধর। [প্রহরী চূড়ামণির একটী হাত ধরিল]

চূড়া। ও হো হো হরি হে!

গজা। ব্যাটা! দে বলছি আমার টাকা দে। আমার টাকা গুলো নিয়ে আমায় ভবন্ত করে ছাড়লে? শালা! আবার চটীর জুতো! মন্দিরের টাকা! টানো—টানো ভায়া, জোর করে টানো! আজ ব্যাটাকে জরাসন্ধ বধ করব। [প্রহার]

চূড়া। উ-হু-হু হরিবল মন হরিবল্।

গজা। চল্ ব্যাটা টাকা দিবি চল্। [প্রহার] মারো মারো ভায়া, তুমিও আচ্ছা করে ঘা কতক দাও।

চূড়া। ওরে ওরে ভক্ত আর ধমাধম করিস্ নে। চল্—চল্ বাবা টাকা দিচ্ছি। আর মেরো না—বারোয়ারী করে আর মেরো না।

গজা। মারব না? মেরে আজ তোমার চামড়া ফাটাব। এমনি তুমি গুরু? তোমার মত গুরু হলে তো শিষ্যের আর রক্ষে নেই! চল্ চল্ ব্যাটা টাকা দিবি চল্।　　　　　　[চূড়ামণিকে টানিতে টানিতে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

[কারাগার]

চিন্তামগ্ন বিক্রমজিৎ

বিক্রম। কি ছিলাম, আর আজ কি হয়েছি! প্রকৃতির চমৎকার পরিবর্ত্তন! কি ছিলাম, আর আজ কি হয়েছি? আমি কি সেই মেবারের মহারাণা বিক্রমজিৎ? না—না তা নয়—তা হলে আজ আমি নিঃস্ব—বন্দী বান্ধবহীন কেন? কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। কে আমি? উঃ! অন্ধকার আরও জমাট হয়ে আস্‌ছে! অন্ধকারে মৃত্যুর বিভীষিকা-মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌ছে। উঃ! হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই তো সেই মেবারের মহারাণা বিক্রমজিৎ। ছিল যার অতুল ঐশ্বর্য্য—অতুল প্রতাপ, অসংখ্য দাস দাসী। যার একটী মুখের কথায় বিধাতার নিয়মও উল্টে যেতো। তবে কি আমি সেই মহারাণা বিক্রমজিৎ নই? না, একটু ভেবে দেখি! [চিন্তা] হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমিই সেই মহারাণা বিক্রমজিৎ! কিন্তু কি ছিলাম—আর আজ কি হয়েছি। আমায় বন্দী করলে এক দাসীপুত্র বনবীর—কিন্তু আমার কি আর কেউ ছিল না? কি করে থাকবে? আমি যে আপনার লোকেদের একে একে হারিয়েছি। ছিল—ছিল, আমার আপনার বলতে অনেক লোক ছিল। সতী লক্ষ্মী স্ত্রী ছিল—পিতৃতুল্য করমচাঁদ সর্দ্দার ছিল। আরও অনেক ছিল। এখন আর কেউ নেই। সবাই আমায় ত্যাগ করেছে। কেন করবে না? আমি যে সকলের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। বুঝিনি যে পশ্চাতে আমার পরিণাম আছে। নীচ মল্লদের বন্ধু ভেবে আমি—উঃ থাক্! কই কোথায় ভারমল্ল—কোথায় বীরমল্ল! আমার অদিন দেখে তারা সরে পড়েছে। উঃ! আমি কিনা পাপ করেছি? জাতীর শ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ, তাকেও কাঁদিয়েছি! কত সতীনারীর ধর্ম্মনাশ করেছি! এত পাপ সইবে কেন? জানি না

কতকাল এই অন্ধকার কারায় দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? ওরে রক্ষী! একটীবার কারাদ্বার খুলে দে! আমি যে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিনে। কি ছিলাম আর আজ কি হয়েছি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। মহারাণা!

বিক্রম। কে? কে? অনুরাগের কণ্ঠস্বর কার?

ভদ্রা। আমি।

বিক্রম। কে তুমি? বিশ্ব-পরিত্যক্ত মহারাণার কাছে করুণার প্রতি-মূর্ত্তিতে? কে তুমি? দেবী না মানবী?

ভদ্রা। মানবী! পতিতা!

বিক্রম। পতিতা? না—না আমার মনে হয় তুমি স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী। তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে অন্ধকার কারাকক্ষ আলোকিত হয়ে উঠেছে। তোমার যোগ্য অভিভাষণ যে আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। তবে তোমায় মা বলে ডাকছি! এস মা—কাছে এস। কি চাও? আমি যে নিঃস্ব, কি দেবো?

ভদ্রা। কিছুই আর দিতে হবে না মহারাণা! তুমি যে আজ আমায় অমূল্য রত্ন দিলে মহারাণা। মাতৃভক্তি দিয়েছ—মা বলে ডেকেছ। আমি আর কিছুই চাই না। এইবার আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। (অগ্রসর)

বিক্রম। য়্যাঁ একি! একি! ভদ্রা! ভদ্রা! সুমন্ত্র কন্যা? এখানে কেন? এ বেশ কেন?

ভদ্রা। এসেছি তোমায় মুক্ত করতে। সেজেছি এ বেশে, দেশের মঙ্গল সাধনে। আমি চারণীর ব্রত নিয়েছি মহারাণা।

বিক্রম। আমার প্রতি তোমার এত করুণা কেন নারী? অথচ—

ভদ্রা। তুমি যে দেশের রাজা। যদিও ভুল করেছ, তার কি সংশোধন হয় না? আবার তুমি মানুষ হবে—প্রজার সুখ দুঃখের অংশভাগী হবে।

বিক্রম। তুমি মানবী না দেবী? আমি তো কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না ভদ্রা! আর চারণীর ব্রতই বা কেন গ্রহণ করেছ?

ভদ্রা। আমি তোমারি জন্য পতিতা—সমাজ লাঞ্ছিতা! তোমার স্ত্রী কর্তৃক রক্ষিত হয়ে, তোমার পুরীতে ছিলাম বলে, নিষ্ঠুর সমাজ আমায় পতিতা বিশেষণ দিলে। মরতে যাচ্ছিলুম কিন্তু স্বদেশ ভক্ত জগমল আমায় মরতে দিলে না—পতিতার উদ্ধারের জন্য, মাতৃভূমির সেবা করতে, চারণীর ব্রত গ্রহণ করতে বললে। চল মহারাণা জীবন রক্ষা করবে চল! তোমার জন্য যে এক সতী আজ মরতে বসেছে।

বিক্রম। কই, সৃষ্টির আকাশ হতে একখানা বাজ এসে আমার মাথায় পড়ছে না কেন? উঃ! উঃ! ভদ্রা! ভদ্রা কে তোমায় পতিতা বলে? তুমি পতিতা নও—তুমি পতিতপাবনী সুরধুনী। তোমার সতী-মহিমার দীপ্ত-ছটায় মেবারভুমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। ওগো পরদুঃখ কাতরা মমতাময়ী! আমি যখন তোমায় মা বলে ডেকেছি—তখন আমার সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে, পুত্র বলে ক্ষমা করে যাও। (নতজানু)

ভদ্রা। যেখানে মাতা পুত্র সম্বন্ধ সেখানে কতক্ষণ অভিমান—অপরাধ থাকে মহারাণা? ওঠ পুত্র! মায়ের আশীর্ব্বাদ নাও! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মত প্রকৃত প্রজারঞ্জক রাজা হও। দেশের সুমঙ্গল হোক্। চল পুত্র, শীঘ্র এখান হতে পালিয়ে চল—শুনলাম বনবীর তোমায় আজ হত্যা করবে।

বিক্রম। বনবীর আমায় হত্যা করবে? করুক—হত্যাই করুক। আমার আর বাঁচবার সাধ নেই মা। তুমি চলে যাও, আমি এইখানে দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরব—তবু চোরের মত পালাতে পারব না।

ভদ্রা। সে কি?

বিক্রম। আমি রাজা! আমার কি আত্মসম্মান নেই? আমি আত্ম-মর্য্যাদা হারাতে পারব না।

ভদ্রা। যাবে না পুত্র?

বিক্রম। না।

ভদ্রা। ওই—ওই বুঝি বনবীর আসছে। এস এস শীঘ্র চলে এস। একি স্থাণুর মত অচল। কি করি? আমার তো কোন অস্ত্র নেই? যাই ছুটে গিয়ে সর্দ্দারদের ডেকে আনি। রক্ষী! কারাদ্বার বন্ধ করে দে।

[দ্রুত প্রস্থান

বিক্রম। হাঃ! হাঃ-হাঃ! বিক্রমজিতের আজ মহামুক্তি!

ধীরে ধীরে বনবীরের প্রবেশ

বনবীর। উঃ! লালসার কি ভীষণ উন্মাদনা! স্বার্থের কি মর্ম্মন্তুদ্ আহ্বান! বিবেক কাঁপছে—ধর্ম্ম সভয়ে মুখ ঢাকছে—সারা পৃথিবীটা আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছে! হাঃ! হাঃ! হাঃ! বনবীর হবে মেবারের রাণা! প্রকৃতির বক্ষে ভীষণ দুর্য্যোগ! অস্ত্র যে হাত হতে খসে পড়ছে! ভাই বলে যে কণ্ঠ ডাকতে চাইছে! কিন্তু ভায়ের স্নেহ কোথায়? বনবীর দাসীপুত্র—অস্পৃশ্য! বুকে নিলে না! উপেক্ষার পদাঘাত! আভিজাত্যের অহঙ্কার! না-না আমি ভুলব না—প্রতিশোধ নেবো। হৃদয়—কেঁপো না, আজ তোমার শুভ উদ্বোধন! হাঃ—হাঃ—হাঃ! মহারাণা! মহারাণা!

বিক্রম। কে বনবীর? এসেছ? এস এস!

বনবীর। কিন্তু আজ কি ভাবে এসেছি বুঝতে পারছ মহারাণা? আজ আর ভক্তি অর্ঘ্য নিয়ে আসিনি! আজ নিয়ে এসেছি নির্ম্মমতা—নির্দ্দয়তা—প্রতিহিংসা! আজ তোমার ছিন্নশির চাই। তোমার রক্ত আমি সর্ব্বাঙ্গে মাখব। তোমার ছিন্নশির হাতে করে আমি অট্টহাসি হাসব।

বিক্রম। আমায় হত্যা করে তুমি মেবারের মহারাণা হবে? কেন তুমি আমায় এতদিন বলনি বনবীর? আমি অম্লানবদনে মেবারের সিংহাসন তোমার হাতে তুলে দিয়ে, চিরজন্মের মত মেবার হতে চলে যেতাম। নাও হত্যাকর—আমি বাধা দেবো না।

বনবীর। [স্বগতঃ] তাই তো! বনবীরের প্রতিহিংসা যে কোথায় চলে যাচ্ছে! জগৎ যেন আবার আমার কাছে নূতন বলে ঠেকছে। তাইতো সব যে ওলোট পালোট হয়ে যায়। [প্রকাশ্যে] বিক্রম—বিক্রম, তুমি আমায় একটীবার স্নেহের আলিঙ্গন দাও।

বিক্রম। তা হয় না বনবীর তুমি দাসীপুত্র—আমি মহারাণা।

বনবীর। বিক্রম!

বিক্রম। তুমি—আমি, আকাশ-পাতাল ব্যবধান বনবীর। তুমি আমায় হত্যা কর—তবু একজন দাসীপুত্রকে আলিঙ্গন দিয়ে, আমার রাজসম্মানের মর্য্যাদা নষ্ট করতে পারব না।

বনবীর। কি—কি, এখনো সেই জন্মের গর্ব্ব নিয়ে থাকবে মহারাণা?

বিক্রম। তুমি জানো না বনবীর মান কত গরীয়ান। জগতে যার মান নাই সে মানুষ নয়। মানই যে শ্রেষ্ঠ!

বনবীর। অতি মানে দুর্য্যোধনের বিনাশ—কুরুকুল নির্ম্মূল।

বিক্রম। কিন্তু সেই মানের জন্যই ভারতের অমূল্যগ্রন্থ মহাভারতের সৃষ্টি—ভগবানের সারথী বেশ ধারণ। বলতে চাও কি বনবীর, দুর্য্যোধনের সে মানের কি মূল্য নেই? তুমি হীন দাসীপুত্র—মানের গৌরব কি বুঝবে?

বনবীর। ওঃ! ওঃ! আবার সেই অহঙ্কার! বনবীর দাসীপুত্র?

করমচাঁদের প্রবেশ

করম। হ্যাঁ হ্যাঁ বনবীর দাসীপুত্র!

বনবীর। কি? সাবধান করমচাঁদ!

জগমলের প্রবেশ

জগমল। তুমিও সাবধান হও রাজ্যলোভী পিশাচ!

বনবীর। একি! মরবে—মরবে তোমরা?

মোহনচাঁদের প্রবেশ

মোহন। তুমি কি অমর থাকবে বনবীর?

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র। অমর থাকলেও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশাপ তাকে অমর থাকতে দেবে না।

বনবীর। একি! একি!

তুলিচাঁদ ও উমিরচাঁদের প্রবেশ

উভয়ে। সবটাই আশ্চর্য্যের বনবীর!

বনবীর। যাও যাও—সরে যাও! বনবীর আজ রক্তপিপাসায় উন্মত্ত—পিশাচ—দানব।

খড়্গাকরে ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। দানবঘাতিনীও তোমার সম্মুখে দানব।

বনবীর। বটে! বটে! তবে দেখ বনবীরের শক্তি কতখানি। [সহসা পিস্তল বাহির করতঃ বিক্রমজিতের বক্ষে গুলী করিল, বিক্রমজিৎ আর্ত্তনাদ-করতঃ ভূতলে পতিত হইল।]

সকলে। পিশাচ! শয়তান! [বনবীরকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ

লক্ষ্মী। থাক্ আর শোণিত উৎসবে কাজ নাই। গন্ধমুষিককে হত্যা করে হস্ত কেন তোমাদের কলঙ্কিত করবে? যাও বনবীর! যদিও তুমি আজ আমার স্বামীকে হত্যা করেছ—তবু আমি তোমায় মার্জ্জনা করছি।

সকলে। সে কি রাজরাণী?

লক্ষ্মী। আমার কর্ম্মফল—অদৃষ্ট! এতো চেষ্টাতেও যখন স্বামীকে আমার

রক্ষা করতে পারলুম না তখন আর কি করব বাবা? জানলুম যে স্বামীর আয়ু ফুরিয়েছে! যাও বনবীর! আজীবন তোমায় মায়ের স্নেহ ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি—এখন আর কেড়ে নিতে পারব না। তুমি শত অপরাধে অপরাধী হলেও আমি মা। তবে মনে রেখো, যদি স্বদেশের মঙ্গল কামনায়—দেশের কল্যাণের জন্য মহারাণাকে হত্যা করে থাক—তুমি আমার স্বামীঘাতী শত্রু হলেও আমি তোমায় আশীর্ব্বাদই করব বনবীর। কিন্তু সাবধান—তুমিও যেন আবার, পথ ভুলে বিপথে যেও না।

[অবাক বিস্ময়ে বনবীরের প্রস্থান

বিক্রম। ওঃ! ওঃ! লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। স্বামী! স্বামী! [বক্ষে ধারণ]

করম। মহারাণী! স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য তুমি না একটু পূর্ব্বে কত কেঁদেছিলে?

লক্ষ্মী। মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাবার জন্যে কে না চেষ্টা করে বাবা? কিন্তু চক্ষু মুদলে চেষ্টা করে কি কোন ফল হবে? তখন কেঁদেছি—এইবার কাঁদব। তোমরা যাও আমায় এখন কাঁদতে দাও।

করম। এস দুলিচাঁদ! বনবীরকে আমরা আর বাড়তে দেবো না!

সুমন্ত্র। আয় মা ভদ্রা, আর এ মহাশ্মশানে থাকব না।

[লক্ষ্মী ও বিক্রম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

লক্ষ্মী। স্বামী! স্বামী!

বিক্রম। আমায় ক্ষমা কর লক্ষ্মী! আমি তোমার প্রাণে বড় ব্যথা দিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর—আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

লক্ষ্মী। তুমি আমার স্বামী দেবতা! আমি যে তোমার দাসী! চলো স্বামী! আজ স্বামী স্ত্রীতে এক চিতায় শয়ন করে অনন্তধামে চলে যাই! মা! মা! জন্মভূমি! এইবার তুমি সুখিনী হও।

বিক্রম। জন্মভূমি…জন্মভূমি…লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! পার—পার আমায় এক-

বার···শেষবার, আমার জন্মভূমি···আমার স্বদেশের স্নেহভরা উন্মুক্ত মাটির বুকে শুইয়ে দিতে? বড় আঘাত দিয়েছি তার বুকে···একটু···একটু অনুতাপের অশ্রু ঢেলে···ক্ষমা চাইবো···ক্ষমা চাইবো! আর শেষ প্রার্থনা জানাব— মা জন্মভূমি···জন্মান্তরে যেন তোরই কোলে জন্মাই···আর সেবার যেন এমনি ভুল না করি···ভুল না করি। [লক্ষ্মীর স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার

বন্দী ভারমল্ল

ভার। পরিহাস! অদৃষ্টের পরিহাস! কাল যে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মহারাণার মন্ত্রী···আজ সে কারাগারে, সাধারণ বন্দী। কাল যার একটি ইঙ্গিতে শত সহস্র লোক ছুটে আস্‌তো, আজ তাকেই ঘিরে, তাদেরই রক্ত চক্ষু পাহারা দিচ্ছে! অবিশ্বাসিনী কলঙ্কিনী কন্যা জয়ন্তী আত্মহত্যা ক'রে আমাকে চরম অপমানিত করলে, আর সে অপমান ঐ মোহনের জন্য··· যদি আবার সুযোগ পাই, তবে ঐ মোহন আর তার দলবলদের এমন শিক্ষা দেব—যা মনে ক'রে শয়তানও ভয়ে শিউরে উঠ্‌বে···পাব না? সুযোগ পাব না? মুক্তির সুযোগ কি পাব না?

বনবীরের প্রবেশ

বনবীর। পাবে ভারমল্ল—মুক্তির সুযোগ পাবে···তবে তার সর্ত্ত অতি ভয়ঙ্কর, যদি সে সর্ত্তে সম্মত হ'তে পার—এখনি—এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমায় মুক্তি দিতে পারি।

ভার। মুক্তি—তুমি আমায় মুক্ত ক'রে দেবে বনবীর? তা যদি দাও—

আমি শপথ করছি—তুমি যা বলবে, যত ভীষণ সর্ত্তই হোক্ আমি তা নিশ্চয়ই পালন করবো।

বনবীর। শোন ভারমল্ল! আমি মহারাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছি···

ভার। মহারাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা ক'রেছ?

বনবীর। হ্যাঁ—হত্যা ক'রেছি···শুধু তাই নয়, আমিই এখন প্রকৃত পক্ষে মেবারের মহারাণা—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে—মেবারের সর্দ্দাররা খুব সম্ভব আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রবে, তারা আমায় মহারাণা ব'লে মান্‌তে চাইবে না।

ভার। তারা—সেই উদ্ধত সর্দ্দাররা মান্‌তে না চাইলেও, আমি—হ্যাঁ আমি, মেবারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, আপনাকে প্রথম মহারাণা ব'লে অভিবাদন কর্‌ছি—আপনি পরলোক গত মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র···ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ মেবারের সিংহাসন আপনার।

বনবীর। তবু আমি এ সিংহাসনের অধিকারী হ'তে পারিনি—কারণ আমি দাসী পুত্র···ভারমল্ল! দাসী পুত্র হ'লেও—মহারাণার ঔরসে আমার জন্ম, তোমাদের ঐ বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, প্রজাপীড়ক মহারাণা বিক্রমজিতের চেয়ে কর্ম্মে আমি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ—

ভার। সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে মহারাণা! আপনিই একমাত্র মেবার সিংহাসনের উপযুক্ত ব্যক্তি—আপনার বীরত্ব—আপনার ধর্ম্মজ্ঞান—

বনবীর। আঃ চুপ্ চুপ্ ভারমল্ল—হ্যাঁ শোন, তোমাকে আমি মুক্তি দেব, শুধু এই সর্ত্তে যে তুমি আমার চির অনুগত থাক্‌বে···কেমন স্বীকার?

ভার। স্বীকার—নিশ্চয়ই স্বীকার। আপনার আজ্ঞা আজ থেকে আমার কাছে দেব আজ্ঞা।

বনবীর। [শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিয়া] বেশ—তোমাকে আমি মুক্ত ক'রে দিলুম—উপস্থিত সর্দ্দারদের উপর লক্ষ্য রাখবে···তারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে কিনা—কিম্বা বিদ্রোহের কোন লক্ষণ দেখতে পাও কিনা, আমাকে

গোপনে জানাবে—যদি বিশ্বাসী বলে জান্‌তে পারি তোমাকে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করবো—স্মরণ রেখ।

ভার। কিন্তু মহারাণা! আপনার সিংহাসন তো শুধু বিক্রমজিৎকে হত্যা করেই নিষ্কণ্টক হবে না, যতক্ষণ উদয় জীবিত থাকবে—তাকে উপলক্ষ ক'রে আবার নূতন ক'রে ষড়যন্ত্র করবে ঐ সব সর্দ্দারেরা—ঐ উদয়ের নাম ক'রে মেবারের মূর্খ প্রজাদের তারা হয়তো ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করবে—কাজেই—

বনবীর। কি—কি তুমি বলতে চাও ভারমল্ল?

ভার। আমি বলতে চাই মহারাণা—শক্তিবলে যে সিংহাসন আপনি অধিকার করেছেন, তাকে নিষ্কণ্টক করতে—আজ উদয়কেও হত্যা করা আপনার দরকার।

বনবীর। সে কি? সেই নির্ম্মল—ফুলের মত শিশুকে হত্যা করবো?

ভার। সাপের চেয়ে, শিশু-সাপই সাংঘাতিক হয় মহারাণা—

বনবীর। কিন্তু—

ভার। এতে আর কোন কিন্তু নেই মহারাণা···আমাকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন তাই বলছি—যদি রাজ্য সুদৃঢ় করতে চান—যদি আপনার সিংহাসন নিরাপদ করতে চান, দ্বিধা ক'রবেন না···বিচলিত হবেন না—উদয় শিশু হ'লেও—শত্রু, সেই শত্রুকে নির্ম্মূল করুন···ভেবে দেখুন মহারাণা, আজ যদি ঐ শিশু উদয় মেবারবাসীর সাম্‌নে দাঁড়ায়; সর্দ্দাররা যদি ঐ শিশুকে কেন্দ্র ক'রে একত্রিত হয়, সমবেত মেবারবাসীর বিরুদ্ধে সমগ্র সর্দ্দারগণের বিরুদ্ধে আপনার সিংহাসন রক্ষা করা কত কঠিন হবে!

বনবীর। কঠিন কেন—হয়তো রক্ষা করতে পারবো না; হয়তো আমাকে জীবন দিতে হবে—তবু—তবু ভারমল্ল—সে যে শিশু···তাকে যে আমি বড় স্নেহ করি—

ভার। স্নেহ করেন সত্য, কিন্তু ভেবে দেখুন মহারাণা সেই স্নেহের

প্রতিদান কি তাদের কাছে কোন দিন পাবেন? দাদা বলে, ভাই ব'লে ঐ উদয় কি কোন দিন আপনাকে বুকে টেনে নিতে পারবে? পিতার দাসীপুত্র বলে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না?

বনবীর। দাসীপুত্র…দাসীপুত্র!…

ভার। অতীতে এই ভারতেই, ঠিক এই কারণেই মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয় হ'য়েছিল—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই কারণেই নন্দবংশ নির্ম্মূল ক'রেছিলেন—শিশু বৃদ্ধ বিচার করেন নি—নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছিলেন—আর তারই ফলে, নিরীহ ভারতবাসী আভিজাত্য গর্ব্বস্ফীত ঐ সব অত্যাচারীদের কবল মুক্ত হ'য়ে—শান্তি পেয়েছিল—সুখ সৌভাগ্যলাভ ক'রেছিল। মেবার আজ তেমনি অত্যাচারীত—উৎপীড়িত, সেই মেবারের শান্তি কামনায় আপনার মহান্ পিতা মহারাণা সঙ্গের পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য—আজ আপনাকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মতই নিষ্ঠুর হ'তে হবে—হত্যা করতে হবে উদয়কে! এ আপনার প্রজাহিতে বিবেকের বলিদান—এ আপনার ন্যায় মহাবীরের কঠোর নির্ম্মম—কিন্তু মহান্ কর্ত্তব্য পালন।

বনবীর। ঠিক্—ঠিক্ বলেছ ভারমল্ল—এ নির্ম্মম—এ মর্ম্মান্তিক—কিন্তু এ মহান্ কর্ত্তব্যপালন—যাও ভারমল্ল—তুমি সর্দ্দারদের খবর নিয়ে এস—ঠিক জেন আজ রাতে—হাঁ আজ রাতেই উদয়কে হত্যা ক'রে অশান্তি অনাচারের হাত থেকে মেবারকে মুক্তিদান করবো…জগৎকে দেখাব—দাসী পুত্র হ'লেও—বনবীর, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মতই নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। [উভয়ের প্রস্থান

কারারক্ষীর প্রবেশ

কারারক্ষী। সর্ব্বনাশ! এত বড় একটা মহাবংশ এরা শেষ ক'রে দিতে চায়! তাইতো কি করি? মহারাণা সঙ্গের নিমক খেয়েছি আমি, মহারাণা বিক্রমজিতের নিমক খেয়েছি আমি—এত বড় একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র জান্‌তে

পেরেও, যদি প্রতিকারের কোন উপায় না করি—তবে যে ধর্ম্মে পতিত হব—নিমকহারাম হব—কিন্তু কি ক'রে—কি ক'রে মহারাণার পুত্রকে বাঁচাই? আমি সামান্য কারারক্ষী, আমার কথা কে বিশ্বাস করবে? একবার যদি ধাইমার দেখা পেতুম—দেখি—দেখি—যদি কিছু করতে পারি। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ—উদয়ের কক্ষ

গীতকণ্ঠে উদয়ের প্রবেশ

গীত

ফুল কেন গো মাটির বুকে ঝরে?
গন্ধে তাহার ভুবন ভরা—
তবে কেন রয়না চির তরে?
ফোটে যখন, দোলে যখন,
আমি চেয়ে থাকি তাহার পানে।
অমন রূপে কে তাহার
পাঠিয়ে দিলে এখানে!
ভ্রমর যদি করতো তারে, নাচতো হৃদয় পুলকভরে,
আমি ফুলের বনে মনের সুখে, ভেসে যেতাম গানের সুরে।

[প্রস্থান।

কারারক্ষী ও পান্নার প্রবেশ

পান্না। তুমি ঠিক শুনেছ?

কা-রক্ষী। মিথ্যে কেন বলবো ধাই-মা···মিথ্যে ব'লে আমার লাভ? সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, এইবার—এইবার সে আসবে—আজ রাতেই—উঃ সে

কথা মনে হ'লেও এখনো আমার বুক কেঁপে ওঠে—কাকে বিশ্বাস ক'রবো—কার কাছে বলবো? এ রাজ্যের সবাই এখন তার বশ—যদি তাকে বলে দেয় আমার গর্দ্দান যাবে—শেষে অনেক ভেবে, তোমার কাছে এলুম··· মনে ভাবলুম—তুমি যদি তাকে বলে দাও—তাতে যদি গর্দ্দানা যায়—যাক্, আমার রাজাকে—এত বড় একটা পবিত্র রাজবংশকে বাঁচাতে যদি আমার মতন একটা তুচ্ছ লোকের গর্দ্দান যায় যাক্—তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখতেই হবে।

পান্না। রক্ষী—তুমি দেবদূত—তোমায় কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব বুঝতে পারছি না—তুমি—তুমি—হাঁ এই নাও—এই রত্নহার পুরস্কার নাও [কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন]

কা-রক্ষী। না-না, ধাইমা—উপহার দিও না, উপহার পাবার মত আমি তো কোন কাজ করিনি—আমি যা ক'রেছি এতো প্রত্যেক রাজভক্ত—প্রত্যেক মেবারীর কর্ত্তব্য—শুধু আশীর্ব্বাদ কর মা—যেন এমনি কর্ত্তব্য করতে করতে জীবনটা শেষ করতে পারি—আমি যাই—হাঁ আর দেরী ক'র না, দেরী করলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে···হয়তো এখুনি সে রাক্ষস এসে পড়বে— [প্রস্থান

পান্না। এসে পড়বে—সে রাক্ষস এসে পড়বে···তাই তো কি করি—কেমন ক'রে উদয়কে রক্ষা করি? উন্মত্ত পিশাচ বনবীর, বিক্রমজিৎকে হত্যা ক'রেছে, আবার এখুনি উদয়কে হত্যা করবার জন্য এখানে ছুটে আস্‌বে। উদয়—উদয়—ওরে আমার রাণা বংশের শেষ প্রদীপ! কেমন করে তোকে আজ দস্যুর কবল হ'তে রক্ষা করব? সে এখন শয়তানের চেয়েও শয়তান। তাই তো কি হয়? আমি যে পথ খুঁজে পাচ্ছিনে। সব যে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। ভগবান! ভগবান! আমায় পথ দেখিয়ে দাও। এখনি যে রাক্ষস ছুটে আস্‌বে। কি করে উদয়কে এখন রাজপুরী হতে সরিয়ে দিই! [ভাবিয়া] হাঁ হাঁ হয়েছে—হয়েছে! বারি! বারি!

বারি। কি বলছ ধাইমা?

বারির প্রবেশ

পান্না। শোন—শোন বারি! বনবীর, মহারাণাকে হত্যা করে উদয়কে হত্যা করতে এই দিকে আস্‌ছে। আর একমুহূর্ত্ত মাত্র। রাণাকুলের শেষ দীপ এই উদয়, আমি অকালে এ দীপ নিভ্‌তে দেবো না বারি। তুমি ওই ফলের বড় ঝুড়িতে উদয়কে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে পুরী হতে শীঘ্র পালিয়ে যাও। কেউ বুঝতে পারবে না। বীরা নদীর তীরে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

বারি। তুমিও তোমার পুত্র চন্দনকে নিয়ে এই সঙ্গে চলে এস ধাইমা।

পান্না। না—না বারি, তাহলে আমি উদয়কে আর বাঁচাতে পারব না। বনবীর যদি জানতে পারে উদয় পালিয়েছে, তাহলে যেমন করে হোক্ উদয়কে খুঁজে বার করবে। কেউ উদয়কে তখন বাঁচাতে পারবে না।

বারি। তবে কি করবে ধাইমা?

পান্না। বনবীরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে উদয় পালায়নি। আমি উদয়ের পোষাক পরিয়ে—উদয়ের শয্যায় আমার চন্দনকে শুইয়ে রাখব—বনবীর এসে উদয় মনে করে তাকে হত্যা (বারি আর্ত্তনাদ করিল) নইলে যে রাণাবংশ রক্ষা পাবে না।

বারি। ধাইমা—ধাইমা! তুমি কি রাক্ষসী? মা হয়ে নিজের ছেলেকে শত্রুর ছুরীতে সঁপে দেবে?

পান্না। ওরে বারি আমি রাক্ষসী-রাক্ষসী! তার চেয়েও অধম! রাক্ষসীও নিজের বুকের ধনকে কখনো খায় না।···আর কথা কইবার সময় নেই। আমার চন্দনের জন্য ভাবনা নেই! উদয়! উদয়!

উদয়ের প্রবেশ

উদয়। ধাইমা! ধাইমা! ডাকছ কেন?

পান্না। চুপ কর্—চুপ কর! [পোষাক খুলিয়া দিল] যাও—নিয়ে যাও

বারি! ওই পাশের ঘরে বড় ফলের ঝুড়িটা আছে—যাও যাও! উদয়! উদয়! ওরে যা—যা বাবা।

উদয়। ধাইমা! আমি কোথায় যাব? বারিদা আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

পান্না। যা—যা বারি নিয়ে যা। যাও উদয়, পরে এখন সব কথা বলব বাবা।

বারি। এস কুমার!

উদয়। ধাইমা— [পান্না উদয়ের মুখচুম্বন করিলে বারি উদয়কে লইয়া প্রস্থান করিল]

পান্না। আঃ বাঁচলাম! আজ বাপ্পা সমরের বংশের—হামির কুম্ভের বংশের, রায়মল্ল সঙ্গের বংশের, হাজার বছরের মেবারের গৌরব এই রাণা বংশের শেষ প্রদীপ ওই উদয়! তার কাছে আমি কে? আমার চন্দন কে? আমি সে দীপ নিভতে দেবো না। চিরদিনের অন্ধকার আমি মেবারে আসতে দেবো না। তার জন্য ওই চন্দন কেন? আমার হাজার চন্দন থাকলেও আজ বিসর্জ্জন দিতাম। তা যদি না পারি বৃথা আমি রাজপুতের মেয়ে—মেবারের মেয়ে। আর আমার চন্দন রাজপুতের ছেলে—মেবারের প্রজা, রাণার জন্য জীবন দেওয়া সেটা তো তার প্রধান ধর্ম্ম। আজকে ছোট আছে—কবছর পরেই তো বড় হত। হয় তো শত্রুর হাতে জীবন দিত। না হয় ক বছর আগেই মরবে। তার ধর্ম্ম আমিই রক্ষা করব। স্বর্গের ফুল, নিজের ধর্ম্ম পালন করে স্বর্গে চলে যাক্। তার জন্য আর দুঃখ কি? চন্দন! চন্দন!

চন্দনের প্রবেশ

চন্দন। ডাকছ কেন মা?

পান্না। আয়! এই দেখ্ উদয় দাদা তোর—তোকে কেমন পোষাক দিয়েছে। তুই পর চন্দন।

চন্দন। উদয় দাদা দিয়েছে মা? বাঃ বেশতো! তুমি আমায় পরিয়ে দাও। উদয় দাদা কোথায় মা?

পান্না। মামার বাড়ী গেছে। দুদিন পরেই আসবে। আয় পরিয়ে দিই। [উদয়ের পোষাক পরাইয়া দিল]

চন্দন। আমায় বেশ মানিয়েছে নয় মা? দেখ মা, উদয় দাদা আমায় বড্ড ভালবাসে। এ কি মা তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? উদয়দার জন্য বুঝি তোমার মন কেমন করছে?

পান্না। উঃ! সহস্র নাড়ী ছেঁড়া ধন! না—না অন্তর কেন তুমি ধৈর্য্য হারাও। চন্দন! তুই উদয়ের বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাক্—চুপ করে শুয়ে থাক্‌বি—নড়বি চড়বিনে। একটী কথাও কইবিনে।

চন্দন। কেন মা?

পান্না। কি উত্তর দিই? কি উত্তর আছে?

চন্দন। আমি উদয়দার বিছানায় শুয়ে থাকব কেন না? বারে সবাই যে আমায় উদয়দা মনে করবে। বলো না মা?

পান্না। বনবীর বলেছে উদয়কে দেখবে। সে যেন মামার বাড়ী যায় না। তাই তাকে দেখাতে হবে যে উদয় মামার বাড়ী যায় নি।

চন্দন। এই কথা? এই আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

পান্না। রাণী মা! কর্ণবতী! স্বর্গ হতে চেয়ে দেখ যে ধন তুমি দাসীর হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলে আজ বুকের রক্ত দিয়ে সে ধন তোমার দাসী রেখে দিলে! দাসীর বাছাকে চরণে স্থান দিও। আশীর্ব্বাদ কর মা, উদয়ের যেন আর কোন অমঙ্গল না হয়। বুক চিরে বুকের রক্তে আজ যে দীপ রক্ষা করলাম, স্বর্গের দেবতার কাছে প্রার্থনা কোরো—সে দীপ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে মেবারে ফিরে আসে—তার আলোয় যেন সমস্ত আর্য্যভূমি আলোকিত হয়ে ওঠে। ওকি!

ছুরিকা হস্তে বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কই ধাত্রী—উদয় কই?

[পান্না অঙ্গুলি দ্বারা শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিয়া
ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিল]

বনবীর। ঐ কক্ষে হাঃ-হাঃ-হাঃ! [উদয়ের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া চন্দনের শির কর্ত্তন করিল, চন্দন আঁ আঁ শব্দ করিয়া উঠিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাণাবংশ ধ্বংস! রাণাবংশ নির্ম্মূল! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! চাই এইবার মেবারের রাজসিংহাসন! একি কার বিদ্রূপ! কে? কে? না—না বনবীর আজ নিষ্কণ্টক! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[চন্দনের ছিন্নশির হস্তে প্রস্থান

পান্না। ওঃ! ওঃ! চন্দন! চন্দন! সব শেষ—সব শেষ! ওই! ওই প্রকৃতির বুক জুড়ে বেদনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। আমিও যে আর অশ্রু ধরে রাখতে পারছিনে। চন্দন! চন্দন! বাবা আমার! নাই নাই বাছা আমার নাই। ওরে রাক্ষস করলি কি? পান্না! পান্না! নীরবে অশ্রু মুছে ফেল। পরের গচ্ছিত রত্ন তুমি জীবন দিয়ে রক্ষা করেছ। ওই—ওই কে যেন বলে উঠ্ছে পান্না—পান্না! চন্দন তোমার মরেনি! স্বদেশের মঙ্গল সাধনায় ওই অনন্ত আলোক-রাজ্যে চলে গেছে। ওই দেখ স্বর্গের দেব-দেবীগণ তোমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করছে। তবে আর কাঁদি কেন? আমি যেন জন্ম জন্ম পুত্রের মা হয়ে, রাজার জন্য—দেশের জন্য—দশের জন্য অম্লান বদনে নিজের পুত্রকে মরণের কোলে তুলে দিতে পারি।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

শীতলসেনীর প্রবেশ

শীতল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! শীতলসেনী দাসী? রাজরাণী! রাজরাণী! দেখে যাও—দেখে যাও—শীতলসেনী আজ দাসী নয়—শীতলসেনী আজ রাজমাতা। সমগ্র মেবার আজ শীতলসেনীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। শীতলসেনীর এই সৌভাগ্যের দশা তুমি দেখে গেলে না লক্ষ্মী? হ'লো না—তোমায় দিয়ে আমার পদসেবা করানো হ'লো না। খুব বেঁচে গেছ রাজরাণী। বনবীর! বনবীর! তুমি যথার্থই মাতৃভক্ত পুত্র! আমি তোমায় কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবো—তা খুঁজে পাচ্ছিনে। দাসী হতে আজ রাজমাতা! ওকি—কে তুমি আমায় বিদ্রূপ করে উঠ্‌লে? কে? কে? অন্তরের ভেতর একি ব্যাকুল স্পন্দন! কে যেন বল্‌ছে শীতলসেনী এ সুখ বেশী দিনের নয়। অন্ধকার ছুটে আসছে। মন! তুমি চঞ্চল হয়ো না। এতো জগতের রীতি! কে চায় চিরজীবন দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে?

ছিন্নশির হস্তে বনবীরের প্রবেশ

বনবীর। সেই জন্যই তো আজ রক্তে রক্তে মেবারভূমি সিক্ত করে দিয়ে সৌভাগ্যের প্রাণ—প্রতিষ্ঠা করেছি মা! তোমায় সুখিনী করতে, নরকের দ্বার স্বহস্তে উদ্‌ঘাটন করেছি। ভ্রাতার তপ্ত রক্ত গায়ে মেখেছি। ওঃ! সর্ব্বাঙ্গ যে জ্বলে যাচ্ছে! তারপর—রাণাকুলের শেষ প্রদীপ তাও আজ

নিভিয়ে দিয়েছি। এই নাও—এই নাও মা উদয়ের ছিন্নশির—রাণাবংশ ধ্বংস! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

শীতল। উদয়ের ছিন্নশির?

বনবীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ শিশু উদয়! রাণাকুল নির্ম্মূল করেছি মা! রক্ত পিপাসা—রক্ত পিপাসা! ওঃ! পান্নার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! সব ব্যর্থ হয়ে গেল! ধর—ধর! স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। ওই শোন মা, সারা মেবারের বুকে সকরুণ বিলাপ! ক্ষিপ্ত প্রজাগণ—ওই! ওই পৃথিবী থর থর করে কাঁপছে। কি করি—কোথা যাই!

শীতল। প্রকৃতিস্থ হও পুত্র।

বনবীর। প্রকৃতিস্থ? বনবীর আর জীবনে প্রকৃতিস্থ হবে না। রক্ত চাই! রক্ত চাই! বলে দাও—বলে দাও—আর কাকে হত্যা করতে হবে? আমি নরপিশাচ—মায়াহীন রাক্ষস। বলো—বলো আজ রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দেবো। ওঃ! মা! বনবীরের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে পাষাণ চৌচীর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কি ভীষণ—তোমার প্রাণ একটু কাঁদছে না!

শীতল। কাঁদবে না বনবীর—কাঁদবে না। কেন কাঁদবে? আজ আমি আনন্দে দিশেহারা! দাসীপুত্র আজ মহারাণা! মনে পড়ে বনবীর এতদিন যে তুমি অবজ্ঞার অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছিলে? আজ তোমার জন্ম ধন্য! ওসব ভুলে যাও—মেবারের সিংহাসনে উপবেশন করে, সৌভাগ্যের সেবা কর।

বনবীর। সৌভাগ্যের সেবা! বাঃ—চমৎকার সৌভাগ্যের সেবা। ভ্রাতৃ-হত্যা! ওঃ! তাদের পাণ্ডু—পাংশু মুখ এখনো মনে পড়ছে মা! আমি তোমায় আজ প্রণামি দেবো মা! পুত্রের সে প্রণামি আজ তোমায় আনন্দে গ্রহণ করতে হবে। তুমি আমায় উন্নতির পথ দেখিয়ে দিয়েছ। আজ আমি তোমায় প্রাণ খুলে পূজা করবো।

শীতল। তুমি যে আদর্শ মাতৃভক্ত পুত্র। মাতৃপূজা করবে তাতে আর মায়ের অনুমতি নেবার আবশ্যক কি আছে বনবীর?

বনবীর। উত্তম! তবে দেখ মা বনবীরের মাতৃপূজা!

[সহসা শীতলসেনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ]

শীতল। বনবীর! বনবীর! একি?

বনবীর। মাতৃপূজার পুষ্পাঞ্জলি! ভগবানের দান—ধর্ম্মের বিচার।* যাও এখন অন্ধকার কারাকক্ষে বসে বসে পুত্রের উন্নতির স্বপ্ন দেখ গে! মা! তুমি আমায় পশু সাজিয়েছ, আমার অমূল্য মনুষ্যত্বটুকু আজ বিষাক্ত। তোমার দানবীমায়ায় আমি আজ জগতের অভিশাপ মাথায় তুলে নিয়েছি। তোমারি জন্য আজ গ্লানির স্তূপে এসে দাঁড়িয়েছি। উঃ—ভেবে দেখ মা! তুমি পুত্রকে কি শিক্ষা দিয়েছ? তোমার সুবিমল মাতৃত্ব আজ গরলধারায় পরিণত হয়েছে। আমি তোমার মত মাকে আর সংসারে রাখব না! হয়তো তোমারি আদর্শে, দেশের মা ভগ্নিরাও তোমারি মত দানবীয় রক্তভৃষায় জেগে উঠ্‌তে পারে।

শীতল। অকৃতজ্ঞ পুত্র! শীঘ্র আমার বন্ধন মোচন করে দাও—ওরে পুত্র আমার যে এখনো সব বাকী।

বনবীর। রাক্ষসী! এখনো বাকী? যারা তোমায় মা বলে ডেকেছিল—তাদের রক্ত আকণ্ঠ পান করেছ। আর কি তোমার বাকী থাকতে পারে? না না তোমার আর বাঁচা হবে না! তুমি যে পুত্রকে পিশাচ করে গড়ে তুলেছ—সেই পিশাচ পুত্র আজ পিশাচী মাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছে।

শীতল। মুক্তি দেবে না? উঃ! ভগবান!

বনবীর। এখন আর ভগবানকে ডেকে তাঁর পবিত্র নাম কলঙ্কিত করো না। মুক্তি তোমার অসম্ভব। এই কে আছিস?

প্রহরীর প্রবেশ

রাক্ষসীকে কারাগারে নিয়ে যা! পরে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো। যে নারীর মাতৃত্ব বিষাক্ত হয়—সে নারীর মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়! যা নিয়ে যা—

শীতল। বনবীর!

বনবীর। বনবীর পিশাচ!

শীতল। বুক চিরে অভিশাপ দেবো বনবীর।

বনবীর। বনবীর অভিশপ্ত! আর কি অভিশাপ দেবে? তবে শোন মা! পুত্রের এ শোণিত-পিপাসা আর মিট্‌বে না। তুমি যে আমায় রক্তের স্বাদ বুঝিয়ে দিয়েছ! মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবেই পিপাসা থেকে যাবে। যাও।

শীতল। উঃ! মাতৃঘাতী পুত্র! উঃ! মানুষ যা মনে করে—ভগবান করে ঠিক তার বিপরীত! সব ব্যর্থ হল! [প্রহরী লইয়া গেল

বনবীর। হাঃ! হাঃ! হাঃ! দাসীপুত্র বনবীর আজ মেবারের হর্ত্তাকর্ত্তা! শাসক—প্রতিপালক! একি উন্মাদনা! মা! মা! করলে কি মা? পুত্রের শিরায় শিরায় একি বৈদ্যুতিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিলে? আর এ জীবনের স্রোত ফিরবে না। যখন ভ্রাতৃহত্যা করেছি তখন আর চিন্তা কি? চল চল বনবীর উন্নতির শীর্ষে এগিয়ে চলো।

ভারমল্লের প্রবেশ

ভার। মহারাণার জয় হোক।

বনবীর। ভারমল্ল! আমি তোমায় পূর্ব্ব অধিকার দান করলুম।

ভার। আপনার অনুগ্রহে যখন মুক্তিলাভ করেছি—তখন এ প্রাণ দিয়েও আপনার আদেশ পালন করে যাবো।

বনবীর। সন্তুষ্ট হলাম! বীরমল্লকেও পূর্ব্ব অধিকার দিলুম।

ভার। বীরমল্ল বিবাগী হয়ে চলে গেছে—তার কোন সন্ধান নাই।

বনবীর। রাজ্যের সংবাদ কি ভারমল্ল?

ভার। আপনার বিরুদ্ধে সর্দ্দারগণ না-না অভিমত প্রকাশ করছে। তারা বল্‌ছে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কখনই সহ্য করতে পারা যায় না।

বনবীর। বটে! আচ্ছা বুঝে নেবো।

ভার। আরও এক অদ্ভুত সংবাদ মহারাণা! উদয় জীবিত।

বনবীর। জীবিত! আমি যে তাকে স্বহস্তে হত্যা করেছি—এই যে তার ছিন্নশির।

ভার। ও উদয়ের ছিন্নশির নয়। ধাত্রীপান্নার পুত্র চন্দনের। উদয়ের সমবয়স্ক। পান্না উদয়কে সরিয়ে দিয়ে উদয়ের বেশ ভূষায় ভূষিত করে—নিজ পুত্রকে উদয়ের শয্যায় শুইয়ে রেখেছিল।

বনবীর। প্রতারণা! প্রতারণা! পান্না! পান্না! অদ্ভুত নারী! আনন্দে নিজের পুত্রকে কালের কবলে তুলে দিলে?

পান্নার প্রবেশ

পান্না। পান্না যে আজীবন প্রভুর অন্ন ভক্ষণ করেছে বনবীর।

বনবীর। পান্না! পান্না!

পান্না। আর ভয় নেই জহ্লাদ! ক্ষুধিত শার্দ্দূলের কবল হ'তে যখন প্রভুর বংশধরকে রক্ষা করেছি—তখন আর ভয় কি বনবীর? আমার পুত্র গেছে—যাক্—সে তো দাসীপুত্র! তার জীবনের মূল্যই বা কি? কিন্তু প্রভুর পুত্র—অমূল্য জীবন তার। আমি প্রভুর ঋণ পরিশোধ করেছি। আমি দাসী নগণ্যা হলেও—কৃতজ্ঞতা কাকে বলে—ধর্ম্ম কাকে বলে—জানি।

বনবীর। পুত্রের জন্য প্রাণ কাঁদছে না পান্না?

পান্না। পুত্রের জন্য প্রাণ কাঁদেনি বনবীর—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে তোমার পরিণাম দেখে। উঃ! ভাবতো জহ্লাদ! তুমি আজ কি ভাবে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিচ্ছো? আমি আজ ব্যথার অশ্রু মুছে ফেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। তুমি জানো না বনবীর—উদয়ের সঙ্গে পান্নার কি সম্বন্ধ? পিতৃ-মাতৃহারা—উদয় যে—শত আশার সম্পদ। মহারাণীর অন্তিমের আদেশ আমি ভুলিনি—অবাধে যে তাকে মাতৃত্ব ঢেলে দিয়েছি বনবীর।

বনবীর। বলো পান্না উদয় কোথায়? আমি তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেবো।

পান্না। পুরস্কার? আর কি পুরস্কার আমায় দেবে শয়তান? পুরস্কারের কামনা থাকলে আমি কি নিজের পুত্রকে—ওঃ—নির্ম্মম—নিষ্ঠুর—

বনবীর। আমি তোমায় হত্যা করবো পান্না।

পান্না। এই বুক পেতে দিলাম। হত্যা কর—হত্যা কর—বনবীর। দেখি তুমি কত বড় বীর? কিন্তু উদয়ের সন্ধান আর পাবে না। সে এখন গোকুলে বাড়ছে। [বুক পাতিয়া দিল]

বনবীর। পান্না! পান্না! একি ত্যাগের মূর্ত্তি দেখাচ্ছ নারী? আমার সমস্ত উদ্যম—সমস্ত উৎসাহ—যে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চায়। বনবীর মানুষের বেশে সয়তান হ'লেও, সে যে মহারাণা সঙ্গের পুত্র! দেখিয়ে দাও পান্না—দেখিয়ে দাও—ভারতের নারীজাতীদের তোমার ওই আত্মত্যাগের বিনম্র মূর্ত্তি! পান্না! তুমি মানবী নও—তুমি মহাদেবী। ইচ্ছা হয় ভারতের দেবীমন্দির হ'তে দেবী মূর্ত্তি জলে ফেলে দিয়ে, সেখানে তোমারি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি! শোন পান্না! তুমি আমার শত্রু হ'লেও—তোমার আত্মত্যাগের পদতলে আমি সহস্রবার প্রণাম করি। [ভারমল্ল সহ প্রস্থান

পান্না। বনবীর! হত্যা কর আমায়—হত্যা কর জহ্লাদ—শয়তান। আমার সর্ব্বস্ব যদি কেড়ে নিয়েছ তবে কেন···কেন আমায় বাঁচিয়ে রেখে চির তুষানলে দগ্ধে মারবে? তার চেয়ে—তোমার ঐ ঘাতকের অস্ত্র আমার বুকে আমূল বসিয়ে দাও···আমার জ্বালার নিবৃত্তি ক'রে দাও··· ভগবান সাক্ষ্য, আমি একটু কাতর হব না—একটিও অভিশাপ দেব না বরং তোমার সেই দয়ার জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে ক'রতে হাসিমুখে সে মৃত্যুকে বরণ করে নেব···যেওনা যেওনা জহ্লাদ, যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে আমার চন্দনকে হত্যা ক'রেছ—সেই অস্ত্রখানা তার মায়ের বুকেও বিঁধিয়ে দিয়ে যাও—একি! চলে গেল! চলে গেল! দয়া হ'লনা—দয়া হ'লনা ঘাতক···পুত্রহারা মায়ের প্রতি একটু দয়া হ'লনা···উঃ চন্দন! চন্দন! না-না,

এ আমি কি করছি···শেষে অধীর হ'য়ে এ আমি কি করছি···? মেবারের মহারাণা বংশের শেষ প্রদীপ উদয় এখনো জীবিত—তাকে বাঁচাতে হবে। মেবার—আমার স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে—ঐ—কর্ত্তব্য আমায় ডাকছে ···এখন তো অধীর হ'লে চল্‌বে না···অধীর হ'লে চল্‌বে না। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

গীতকণ্ঠে ভীল রমণীগণের প্রবেশ

পাহাড়-পারের ভোম্‌রা বঁধু, বাঁশীতে ফুঁ আর দিও না।
কাজল-কাল বুকের গাঙে, মিছেই তুফান আর তুলো না॥
সারি সারি রঙন্ ফুলে,
দোলন লাগে আপন ভুলে,
জোয়ার-এলে মনের-কূলে, আপন ভুলে আর নেচো না॥

[প্রস্থান

ভীলসর্দ্দার, উদয়, বারি ও পান্নার প্রবেশ

ভীল-সর্দ্দার। আরে পান্নামায়ী, হামি কি ক'রবে বল? উহারা সব ভালা আদ্‌মি, বড়া আদ্‌মি, এক একজন রাজা আছে, উহাদের কেতো ক্ষেম্‌তা আছে—উঁতো দেওয়ল রাজ আছে তব্‌বি উ রাজপুত্তুরকো—দেওতাকো আপ্‌না পাশ রাখ্‌লে না···

বারি। তাইতো ধাইমা কি হবে?

পান্না। জানিনা কি হবে, জানিনা মেবারের অধিষ্ঠাত্রী অষ্টভূজা মায়ের

কি ইচ্ছা, মহাবীর বাঘজীর পুত্র সিংহরাও আজ মেবারের একমাত্র—আর শেষ মহারাণার বংশধরকে একটু আশ্রয় দিলে না, ঘাতক—দস্যু ঐ বনবীরের ভয়ে; ডুঙ্গরপুরের সামন্ত রাজা তাড়িয়ে দিলে তার রাজ্য থেকে···

ভীল-সর্দ্দার। হামি বুনো ভীল আছে...আমি আর কি পারে মায়ী, হামি পারে আমার রাজার জন্যে জান দিতে আউর জান লিতে! তু যদি বলিস্, হামি হামার ভীল ভায়েদের লিয়ে একবার দেখি কেতো ক্ষেম্‌তা ঐ ঝিয়ের বেটার।

পান্না। তা হয় না সর্দ্দার! সামান্য দু'শো ভীল—ত্রিশ হাজার মল্লবীরের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া যে পাগলামী! ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যতদিন সেই বিশ্বাসঘাতক দস্যুকে জয় করবার মত উপযুক্ত শক্তি আমাদের না হয়। আর সেই জন্যেই দরকার মেবারের সামন্ত রাজাদের শক্তি এক ক'রে, সংহত করে, উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করা—নতুবা সব সঙ্কল্প ধ্বংস হয়ে যাবে—হয়তো-হয়তো-না-না সে কথা ভাবতে গেলেও আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে, নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হ'য়ে আসে।

উদয়। আচ্ছা ধাইমা, আমরা এমন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন? কি হ'য়েছে ধাইমা?

পান্না। কি হ'য়েছে—ওরে উদয়—ওরে-মহারাণা বংশের শেষ—না-না, এ আমি কি বল্‌ছি।

বারি। রাজার ছেলে, রাজভোগে পালিত, আজ সামান্য ভিখারীর মত এর-ওর দোরে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—মহারণা সঙ্গ, তুমি কি স্বর্গ থেকে তা দেখতে পাচ্ছ না? ঐ সব বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি কি ভগবানের বিচারে নেই?— তাই যদি—তবে কেমন ক'রে বুঝবো যে ভগবান আছেন?

সর্দ্দার। ভগওয়ানজী আছে রে—ভগওয়ানজী আছে···এ আছে স্রেফ নিয়ত। সময় হোবে—তবে তো পাঁপের ফোল মিলবে রে, সময় হোবে তবে তো ধরমের জয় হোবে রে! চিল্লালে কি হোবে?

পান্না। ঠিক বলেছ সর্দ্দার! শোন বারি,—একদিন না একদিন তাকে

এ মহাপাপের সাজা পেতেই হবে—তবে পাপের তরী পূর্ণ হওয়া চাই তো—মহাপাপের হবে মহাপতন—আর তত বড় একটা পরিবর্ত্তন কি সহজে হয়? দিন দিন, তিল তিল সঞ্চিত পাপ—যেদিন পরিপূর্ণ—ভারাক্রান্ত হবে, সেই দিন—তারই ভারে, ভেঙে পড়বে তার পাপের রাজ্য নদীর স্রোতে বালির বাঁধের মত, আর সেই দিনের, সেই শুভদিনের আশায়—আমার এ বুক-খানাকে পাষাণে বেঁধেছি—আর কেউ না জানুক—আর কেউ না বুঝুক—তুমিতো—তুমিতো জান বারি কি সে মর্ম্মঘাতী শেল—হাস্তে হাস্তে বুক পেতে নিয়েছি···মা হ'য়ে আমি কেমন অবলীলাক্রমে রাক্ষসীর মত কাজ ক'রেছি কিন্তু—কেন?—কেন? শুধু স্বর্গগতা মহারাণীর গচ্ছিত ধনকে নিরাপদ ক'রতে—শুধু পবিত্র রাণাবংশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে।

উদয়। ধাইমা—! আমাকে চিতোরে নিয়ে চল—কেন আমি রাজার ছেলে হয়ে এমন ক'রে পাহাড়ে—বনে—ঘুরে বেড়াব? কেন আমি এমনি ভাবে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাব?

সর্দ্দার। আরে তু হামাদের রাজার ছেলিয়া—হাম্‌রা ছোটা জাত আছে—জংলী আছে—ভীল আছে—হামরা তো তুহাদের দেশে যাতে পারে না রে, তাই ভগওয়ানজী—হামাদের রাজা—হামাদের দেওতাকে আনিয়ে দিলো—হামরা ছোটা জাত—জংলী, তাই কি ঘিন্না করিস্ রাজা—তাই কি হামাদের পাশে থাক্‌তে তু নারাজ রে?

উদয়। না-না, সেকি কথা সর্দ্দার! মানুষ—মানুষ। তার আবার ছোট বড় কি ভাই? মানুষকে যে ভালবাসতে পারে না, গরীব বলে মানুষকে যে ঘৃণা করে—তাকে আমি মানুষ বলিনা—তাকে আমি বলি পশু—তার ছায়া ছুঁলেও পাপ হয়! গরীব বলে মানুষকে ভালবেসে, আপনার বলে বুকে টেনে নিতে পারবো না? তার চোখের জল দেখে আমারও চোখে জল আস্‌বে না, তবে আমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বলে নিজেকে পরিচয় দেব কেমন ক'রে ভাই?

সর্দ্দার। আরে রাজা—তুহার জান্ বড় আছে—তুহার কলিজা বড় আছে—তু মানুষ আছিস্ না—তু আছিস্ দেওতা-দেওতা—

বারি। এখন এই দেবতাকে আমাদের রাখি কোথায়? একে একে সবাই তো ফিরিয়ে দিল—

পান্না। ফিরিয়ে দিল—হারে জগৎ! শক্তিমানের রক্ত-চক্ষুর ভয়ে এত ভীত আজ যে মেবারেশ্বরের পুত্রের একটু আশ্রয়ও আজ কোথাও নেই—তবে কি এ জগতে ধর্ম্ম ব'লে কিছু নেই?—এ জগতের সবাই ধর্ম্মহীন—ভীরু—কাপুরুষ?

বৃদ্ধ আশা-শার প্রবেশ

আশা-শা। কে বলে এ জগত ধর্ম্মহীন? কে বলে এ জগতের সবাই ভীরু কাপুরুষ? [পান্না ও উদয়কে দেখিয়া] একি! কে তোম্‌রা? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, তবে কেন তোমরা এমনি অসহায়ের মত পার্ব্বত্যপথে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

পান্না। পরিচয়! সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে—নিয়তির চক্রে, আমাদের পরিচয় বুঝি আজ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। মহাভাগ! আপনার পরিচয় জান্‌তে পারলে বুঝতে পারি আপনাকে সে পরিচয় জানান সম্ভব কি না!

আশা-শা। [স্বগতঃ] এ বালকের ললাটে রাজচক্রবর্ত্তীঃ লক্ষণ···অথচ বালক সহায়হীন—সম্পদহীন—পথের পথিক মাত্র···! [প্রকাশ্যে] আমার পরিচয়—আমি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কুম্ভ-মেরু দুর্গাধিপতি আশা-শা—

পান্না। আপনিই আশা-শা—জয় একলিঙ্গদেব···মহাভাগ! মহারাণা সঙ্গের শেষ চিহ্ন—মেবারের ভাবী মহারাণা—এই বালক আজ আশ্রয়হীন; পথের ভিখারীর মত সামন্ত রাজাদের দোরে দোরে একটু আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে বিফল হ'য়েছে—ঘাতক-দস্যু-শক্তিমান বনবীরের ভয়ে তাদের প্রভুপুত্রকে—পবিত্র মহারাণাবংশের শেষ চিহ্নকে কেউ একটু আশ্রয় দিলে না—

আশা-শা। তুমি—তুমি উদয়—মহারণা সঙ্গের পুত্র উদয়? কেউ তোমায় আশ্রয় দিলে না? হারে কৃতঘ্ন জগৎ [পান্নার প্রতি] আর তুমিই কি ধাত্রীপান্না?

পান্না। আমিই সেই অভাগিনী দুর্গাধিপ।

আশা-শা। অভাগিনী···না-না, তুমি অভাগিনী নও—তুমি পরম ভাগ্যবতী; তোমার মহান্ আত্মত্যাগের কাহিনী চরমুখে আমি শুনেছি—ঐ দেখ রাণা বংশের আদিপুরুষ—ঐ সূর্য্যদেব হাস্যোজ্জ্বল মুখে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছেন—ঐ শোন বাতাস তোমার মহান্ কীর্ত্তিগাথা জগতের বুকে প্রচার করছে—আকাশের দেবতা—স্থাবর-জঙ্গম, তোমায় আজ দেবী বলে অভিবাদন জানাচ্ছে। ধন্য ধন্য তুমি ধাত্রীপান্না! ধন্য ধন্য তোমার মহান্ গরীয়ান্ আত্মত্যাগ!

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

গীত

মহীয়সী দেবী ধাত্রীপান্না!
গাহিবে কীর্ত্তি রাজস্থান।
দেখে নাই কভু, শুনে নাই কেহ
এমন মহান আত্মদান॥
বীরাঙ্গনা ওই বীর প্রসবিনী,
হরষে বিস্ময়ে গাহি ও কাহিনী,
ধন্য হইবে—এ ভারত ভূমি,
নোয়ায়ে চরণে শিরোস্ত্রাণ॥

[প্রস্থান

আশা-শা। চল—চল দেবী, আমার রাজাকে নিয়ে তাঁরই ঐ দুর্গে প্রবেশ করবে চল—চল রাজা রাজকীয় মর্য্যাদায় তোমারই পিতৃ-দত্ত ঐ দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে—না-না, এখন তা সম্ভব হবে না। যতদিন না উপযুক্ত শক্তি

সংগ্রহ করতে পারি ততদিন তোমায় ছদ্মভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে···হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে, আজ হ'তে তুমি মহারাণা, এই দীন প্রজা আশা-শার ভাগিনেয় পরিচয়ে লুকিয়ে থাক ঐ কুম্ভমেরু দুর্গে—মহারাণা কুম্ভের বীরত্বের লীলাভূমি ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গে, তারপর···তারপর অদূর ভবিষ্যতে যে দিন নব প্রভাতের সূচনা হবে···মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত—সূর্য্যবংশধর মহারণা, বিদ্রোহী দস্যুদের দমন ক'রে নিজ গৌরবে উপবেশন ক'রবে ঐ চিতোরের পুণ্য সিংহাসনে।

সর্দ্দার। যারে রাজা তুহার আপন ঘরকে চলিয়ে যা। হামার কামতো শেষ ভৈল···হামিভি এবার ঘরকে চলিয়ে যাই···[প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া] হাঁ—,লড়াই যব হোবে···হামাদেরভি খপর দিস্ রাজা—জংলি জাত, ছোটা জাত বলিয়ে ভুলিস্নি যেনো—

আশা-শা। ছোট? না-না, তোমরা ছোট নও সর্দ্দার—তোমরা বড়, এত বড় যে তোমাদের অর্দ্ধেক গুণ পেলেও মেবার আজ দস্যুর পদতলে দলিত হ'ত না। এস ধাত্রী, এস কুমার—বিদায় সর্দ্দার! আবার দেখা হবে—স্বদেশের গৌরব উদ্ধারে যুদ্ধক্ষেত্রে—শত্রুর মুখোমুখী—পাশাপাশি অস্ত্র হাতে। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা

করমচাঁদ, দুলিচাঁদ, উমিরচাঁদ, জগমল ও মোহনচাঁদ

করম। উঃ! আমরা আজ নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছি। এখন সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই! কে জান্‌তো যে বনবীরের অন্তরে শয়তান লুকিয়েছিল?

দুলি। একটা ভুলের বশে আমাদের সর্ব্বস্ব গেল করমচাঁদ। এখন অনুতাপ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখছি না।

উমির। দেশের সুদিনকে ডেকে আনতে গিয়ে দুর্দ্দিন আরও জমকে এল সর্দ্দার।

জগমল। ভুল মানুষেই করে—ভুল আমাদেরও হয়েছে,—সবই সত্য কিন্তু তা বলে কি ভুলের আমরা সংশোধন করতে পারি না? আমাদের উদয় তো এখনো জীবিত। আমরা উদয়কে সহায় করে আমাদের হৃত-রাজ্য উদ্ধার করব।

মোহন। স্বার্থপর বনবীরের চোখের সামনে আবার ঐক্যের অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াব। আমরা কখনই তাকে মেবারের মহারাণা বলে স্বীকার করব না। মরতে হয় মরব, তবু সেই নর-পিশাচটার পদতলে গৌরবের শির নুইয়ে দিতে পারব না।

ভারমল্ল সহ বনবীরের প্রবেশ

বনবীর। তা হলে আপনাদের সকলের অভিমত যে আমিই মেবারের সিংহাসনে উপবেশন করি?

করম। পুণ্যের সিংহাসন তুমি স্পর্শ করতে পাবে না বনবীর। সিংহাসন কলঙ্কিত হবে।

বনবীর। কি?

জগমল। সত্য কথা। যে সিংহাসন দেবতাগণের দ্বারা পবিত্র হয়েছে সে সিংহাসনে কি একটা নরপিশাচ বসতে পারে? এ যে বামনের চাঁদ ধরবার সাধ!

বনবীর। সাবধান জগমল।

মোহন। জগমল সাবধান হলেও মোহনচাঁদ সাবধান হবে না বনবীর। ভেবে দেখ তুমি কি করেছ? তোমার মত হিংস্রক বুঝি এ জগতে আর

নাই। দেশ-প্রেমিকের ছদ্মবেশে তুমি সোনার স্বদেশকে পিশাচের লীলা-ভূমিতে পরিণত ক'রেছ—তুমি রাজ-হত্যাকারী, তুমি পরস্বাপহারী দস্যু—

বনবীর। দস্যু—দস্যু! উত্তম দস্যু হলেও—আজ আমি মেবারের মহা-রাণা…সর্দ্দারগণ মেবারের মহারাণার আদেশ, তার ভুক্তাবশিষ্ট আজ তোমাদের গ্রহণ করতে হবে!

করম ও অন্যান্য সর্দ্দার। সাবধান দাসীপুত্র—

ভার। আদেশ করুন মহারাণা সমুচিত শাস্তি দান করি। এদের এই স্পর্দ্ধা—

করম। স্পর্দ্ধা! স্পর্দ্ধা! জান ভারমল্ল ন্যায়ের অস্ত্র তুলে ধরার স্পর্দ্ধা মেবারের সর্দ্দারগণের চিরদিনের। কি বলব বনবীর, আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি। যদি একটী দিনও জানতে পারতুম যে তুমি এতখানি নীচবৃত্তিকে আশ্রয় করে আছ, যদি জানতুম তুমি স্বার্থের স্বপ্নে আত্মভোলা—সৌভাগ্যের অর্চ্চনায় পশুত্বের বরণ করবে, তাহলে আমরা তোমায় এতটা বাড়তে দিতুম না। কোন্ দিন তোমার টুটি টিপে নীরব ক'রে ফেলতুম।

বনবীর। বৃদ্ধ করমচাঁদ! জানো রাজ্যের সমস্ত শক্তি এখন আমার করায়ত্ত্বে?

জগমল। কিন্তু আমাদের মনের শক্তিকে তুমি এখনো করায়ত্ব করতে পারনি বনবীর। আর পারবেও না। অস্ত্র শস্ত্র রক্তচক্ষু যতই দেখাও না কেন আমরা কিন্তু তোমায় দাসীপুত্র ব্যতীত মহারাণা বলতে পারব না।

বনবীর। আরে আরে উদ্ধত কুক্কুর!

মোহন। কুক্কুর! মেবারের মাননীয় সর্দ্দাররা কুক্কুর—আর তুমি উচ্ছিষ্ট ভোজী দাসীপুত্র—তুমি দেবতা, কেমন—না?

করম। আজ আমরা মেবারের জনগণ তোমার কৈফিয়ৎ চাই। কেন তুমি বিক্রমজিৎকে হত্যা করলে? কেন তুমি উদয়কে হত্যা করতে উদ্যত হ'য়েছিলে? ও ভাবে কি আমরা রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে পারতুম না?

রাজ্যের শান্তি বিধান করেছ না নিজের স্বার্থ সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করেছ? কিন্তু আর হবে না—যা হবার হয়ে গেছে। আমরা এখন তোমায় সুস্পষ্ট চিনতে পেরেছি। তুমি মানুষ নও—রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী নও—ব্যথিত প্রজার বন্ধু নও—স্বার্থের আবরণে মায়াহীন রাক্ষস।

বনবীর। বটে! বটে! করমচাঁদ এখনও বলছি! স্বীকার কর আমি মহারাণা?

করম। না—না কখনই না।

বনবীর। স্বীকার কর—পুরস্কার পাবে।

করম। পুরস্কার! হাঃ-হাঃ-হাঃ—তোমার পুরস্কারের মুখে আমরা সহস্র-বার পদাঘাত করি।

বনবীর। বটে! পদাঘাত! শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও বিদ্রোহীর দল।

মোহন। সে শাস্তি দেবার অধিকারী কে? নিশ্চয় এই তস্কর দাসী-পুত্র নয়!

বনবীর। আরে আরে অহঙ্কারী রাজদ্রোহী!

[ভারমল্ল ও বনবীর অস্ত্র তুলিল]

সকলে। সাবধান শয়তান।

করম। রাজদ্রোহী আমরা নই—রাজদ্রোহী তুমি!

[অস্ত্র উত্তোলন করতঃ সকলের প্রস্থান

বনবীর। বন্দী কর—বন্দী কর ভারমল্ল অহঙ্কারী কুক্কুরের দলকে। আমি তাদের কঠোর দণ্ড দেবো। আমায় মহারাণা বলতে আমি ওদের বাধ্য করাব।

ভার। [স্বগত] যাক্ শত্রু পরে পরে। নিজের দিকটা বেশ নিরাপদ থাকলেই হ'ল। [প্রকাশ্যে] নিশ্চয় মহারাণা! ওদের স্পর্দ্ধা ক্রমশই বেড়ে উঠ্‌ছে। ওরা চিরদিনই রাজদ্রোহী।

বনবীর। রাজ্যোদ্রোহী সর্দ্দারগণ! ভারমল্ল! রাজদ্রোহী হলেও ওরা

মানুষ। সত্যই ওদের ওই ওজস্বিনী ভাষার ঝঙ্কারে আমি মুগ্ধ। ওদের ওই আরক্তিম মুখ দেখে আমি যেন সব ভুলে যাচ্ছি! ধন্য ওদের একতা। না, বনবীরকে ওরা উঠ্‌তে দেবে না। ওরা আমার শত্রু হলেও ওদের ওই মনের দৃঢ়তাকে আমি শত মুখে প্রশংসা করি। ওদের একতার অস্ত্র বড় ভীষণ অস্ত্র! এদেশে যখন ওই একতার অভাব হবে, জানবে সেদিন ভারতের গৌরব রবিও অস্তমিত হয়ে যাবে। সত্যই ওরা স্বদেশ ভক্ত! বনবীরের অন্তর যেন কেঁপে উঠ্‌ছে।

ভার। ভারমল্ল যখন আপনার সহায় তখন ভয় কি মহারাণা? হ্যাঁ আমি উদয়ের সন্ধানের জন্য বয়স্যকে পাঠিয়েছি। নিশ্চয় সে এখুনি সংবাদ নিয়ে আস্‌বে।

বনবীর। তার পর?

ভার। তারপর উদয়সিংহকে বিক্রমজিতের কাছে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

বনবীর। চমৎকার! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভারমল্ল! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু।

ভার। দাসের পরম সৌভাগ্য।

কর্ত্তিত নাসা গজাননের প্রবেশ

গজা। [খোনা সুরে] উ-হু-হু গেছি বাবা গেছি।

ভার। য়্যাঁ একি? একি! নাসিকাছেদন তোমার কে করলে বয়স্য?

গজা। উ-হু-হু! মন্ত্রীমশাই! আপনার জন্যে আমার খগেন্দ্র জিনি নাসিকাটী জন্মের মত গেল। আপনার কথা শুনে—পুরস্কারের লোভে পড়ে উদয়সিংহের সন্ধান নিতে যেমনি যাব অমনি পাড়ার ছেলেগুলো বাজবৌরির মত কোথা হতে এসে কুচ করে আমার নাকটী কেটে নিয়ে গেল। হায়—হায় হায় মন্ত্রীমশাই আমার সব গেল। শালার গুরুদেব তো আমায় পথে বসিয়েছে—তার কাছ হতে একটী পয়সাও আদায় হলো না। তারপর শ্রীনাসিকাটীও গেল! গিন্নী এই বেখাপ্পা মূর্ত্তি দেখলে ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌বে।

ভার। আবার নাক তোমার নূতন করে উঠ্‌বে বয়স্য। যাক্ উদয়ের কোন সংবাদ পেয়েছ?

গজা। আজ্ঞে কতকটা পেয়েছি। জনৈক গুপ্তচরের মুখে শুনলাম উদয়-সিংহ কুম্ভমেরু দুর্গে আশাশার ভাগ্নে বলে মানুষ হচ্ছে।

বনবীর। উদয়! উদয়! আশা-শার আশ্রিত! ভাল! ভাল! উদয়কে আমার করে অর্পণ করবার জন্য আশা-শাকে পত্র প্রেরণ করছি। হ্যাঁ ভারমল্ল! তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু—আমি তোমার বাসের জন্য—অনেক দিন হতে একটী অপূর্ব্ব মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করেছি, তুমি কিছুদিন আনন্দে সেই পুরীতে বাস করগে। আমিও ধন্য হই।

ভার। মহারাণার অসীম অনুগ্রহ।

বনবীর। এই কে আছিস মন্ত্রীমশাইকে নূতন পুরীতে নিয়ে যা। বন্দী কর! [প্রহরী আসিয়া ভারমল্লকে বন্দী করিল] যান মন্ত্রীমশাই—অন্ধকার কারাকক্ষে ব'সে স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর হোন্‌গে—

গজা। [ভয়ে] বাপ্‌! [কাঁপিতে লাগিল]

ভার। য়্যাঁ একি মহারাণা?

বনবীর। বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর! তুমি না মহারাণা বিক্রমজিতের অন্ন একদিন খেয়েছিলে? কই সেই অন্নঋণ পরিশোধের আকাঙ্ক্ষা? আমি ভেবেছিলাম জগতে আমার মত শয়তান আর নেই—কিন্তু তা নয় শয়তানের সেরা শয়তান এখানে আছে। যাও—তোমায় বিশ্বাস নাই! হয় তো তুমি অর্থের জন্য ভবিষ্যতে আমারও সর্ব্বনাশ করতে পার। নিয়ে যা—চোখের সাম্‌নে থকে ওটাকে অন্ধ-কারাকক্ষে নিয়ে যা।

ভার। বনবীর! বনবীর! আমায় ক্ষমা কর।

বনবীর। ক্ষমা! ক্ষমা! হাঃ হাঃ—বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা—না-না, সব অপরাধের ক্ষমা আছে—কিন্তু কৃতঘ্নের জন্য ক্ষমা নেই বনবীরের হৃদয়ে। আজ আমি তোমার মত বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করবো—কাল তুমি কাল-

কূটের মত আমারই মাথায় করবে বিষাক্ত দংশন! তাকি হয়? হয় না—তা হয় না—হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান

ভার। উঃ! অদৃষ্টের একি নির্ম্মম পরিহাস? না—না, কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত! ধর্ম্মের ঢাক বেজে গেলে।

গজা। ওগো মন্ত্রীমশাই গো! তুমি শশুর বাড়ী গেলে আমি কেমন করে থাকব গো? তোমার জন্যেই আমার অমন সুন্দর নাসিকাটির দফা গয়া হ'লো—কারাগারে যাও আর যমের দোরে যাও আমার নাকটী ফিরে দাও গো।

ভার। চুপ কর! যাও।

গজা। য়্যাঁ যাব কিগো? আমার তেমন খগেন্দ্র জিনি নাক। আহা ঠিক বাঁশীর মত ছিল। হায় হায়! তোমার জন্যে আমি যাচ্ছে তাই হলাম। তুমি উচ্ছন্নয় যাও! বে আকেল্লে! যা ব্যাটা এখন ঘানী টানগে যা। ব্যাটার ছোটলোক! আমাদের রাজ্যটা ছারখার করলে। ও হে প্রহরী খুড়ো! এই ভূষকুমড়ো ব্যাটাকে রোজ পঞ্চাশ ঘা করে বেত্ লাগাবে। ব্যাটা শাঁখের করাত।

ভার। উঃ! বয়স্য! [প্রহরী ভারমল্লকে ল'য়া গেল

গজা। যা যা ব্যাটা এখন পচে মরগে যা। সবই তো হল! লাভের মধ্যে গজাননের সর্ব্বস্ব গেল। বিষয় সম্পত্তি গেল—সাধের নাকটীও গেল। শালার কপাল আর ফিরলো না। আর কি হবে? যাই এখন লোটা কম্বল সম্বল করে বেরিয়ে পড়িগে। জয় ব্যোম্ ভোলানাথ—জয় শিবশম্ভু—উ-হু-হু! ঠিক কাটাটার উপর মাছি বসেছে রে! উ-হু-হু!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগার

শীতলসেনীর প্রবেশ

শীতল। রাজমাতা-রাজমাতা—শীতলসেনী আজ রাজমাতা! কেমন-কেমন প্রতিশোধ! কে? কে তুমি? লক্ষ্মী!—কি—কি চাই? স্বামীর জীবন ভিক্ষা? না-না পাবে না—পাবে না—আমি যে দাসী, তুমি মেবারের মহারাণী হ'য়ে দাসীর কাছে ভিক্ষা চাইছ? দাসী কি ভিক্ষা দিতে পারে? ওকি রক্ত···কর—কার রক্ত? বিক্রমজিতের?—ঠিক্—ঠিক্ হ'য়েছে, সেই দাসী ব'লে উপহাস করার ঠিক উত্তর হ'য়েছে—ঐ দেখ মেবারের সিংহাসনে আজ ব'সেছে সেই দাসীর ছেলে বনবীর। বনবীর—বনবীব! সে শীতলসেনীর ছেলে—না? হাঁ—তাইতো-তবে, শীতলসেনী গেল কোথায়? আনন্দে আত্মহত্যা ক'রেছে না?—কিন্তু তাহ'লে—আমি? আমি কে? আমিই তো সেই শীতলসেনী—তাহ'লে তাহ'লে আমি কি বেঁচে নেই—আমি কি ম'রে গিয়েছি—তাই যদি তবে এটা কি—? স্বর্গ—না নরক? স্বর্গ—উঁহু—স্বর্গেতো শুনেছি অসীম আনন্দ, অফুরন্ত আলো—কিন্তু এখানে তো আলোও নেই আনন্দও নেই—তবে? তবে বোধ হয় এটা নরক—ঠিক্-ঠিক্, এটা নরক—কিন্তু আমি এ নরকে এলুম কেন? ও হ'য়েছে, বিক্রমজিৎকে আমি মানুষ ক'রেছি—বুকের রক্ত খাইয়ে বড় ক'রে তুলেছি আবার সেই বিক্রমকেই হত্যা ক'রিয়েছি—এ যে আত্মহত্যা—ঠিক্ আত্মহত্যা মহাপাপে আজ আমি নরকে—উঃ—ঐ—ঐ যমদূত আমায় তাড়না ক'রছে—মারলে—মারলে—চাবুক মারলে, আগুনে পুড়িয়ে মারলে,—একি সাপ্—সাপ্—ভয়ঙ্কর অজগর—দিলে—ছোবল দিলে—জ্বলে গেল—সারা দেহ বিষের জ্বালায় জ্বলে গেল—কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর— [আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল]

বনবীরের প্রবেশ

বনবীর। আরম্ভ হ'য়েছে, প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েছে—হ'তেই হবে, এযে চিরন্তনী—এ যে শাশ্বত!—[নিকটে গিয়া] মা—মা—

শীতল। [ধীরে মাথা তুলিয়া] কে—কে—কে তুমি?—যমদূত? কেন এসেছ? আমায় আগুনে পুড়িয়ে মারতে? না-না, তিলে তিলে দগ্ধে মেরো না—তার চেয়ে আমায় একেবারে মেরে ফেল—এ যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না—[কাঁদিয়া ফেলিল]

বনবীর। যন্ত্রণা! যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা তুমি পাচ্ছ মা? প্রতি মুহূর্ত্তে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ, চিরদিনের সুনাম খুইয়ে বেঁচে থাকার যে কি যন্ত্রণা তা তুমি কি বুঝবে—তুমি কি জান্‌বে এই বুকে ব'য়ে চলেছে কি প্রলয়ের ঝড়—তাই আজ নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে, আর মানুষের মত জাগিয়ে তুলতে ঐ মেবারবাসীদের, একটার পর একটা ভীষণ অত্যাচার ক'রে চলেছি তাদের ওপর—কিন্তু দুঃখ এই, তবু—তবুতো তারা জাগে না—এত অত্যাচারে, অবিচারে, অনাচারে, মেবারের প্রজা তো ক্ষেপে ওঠে না। ওদের রক্ত কি তবে হিমানীপ্রবাহে পরিণত হ'য়েছে—? শাসকের রক্ত চক্ষু কি চিরকাল ওদের ভীত ত্রস্ত ক'রে রাখবে? কোন দিন কি ওরা রুদ্রমূর্ত্তিতে জেগে উঠে অন্যায়ের প্রতিকার করতে, শাণিত মুক্ত কৃপাণ করে ধেয়ে আস্‌বে না—না-না, এ আমি কি বল্‌ছি—আমি বনবীর, আমি মেবারের মহারাণা··· আমার ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা···রক্ষী! রক্ষী! এই উন্মাদিনীকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দাও— [দ্রুত প্রস্থান

শীতল। যেওনা—যেওনা—ওগো যমদূত তুমি আমাকে এমন ক'রে যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে রেখে যেওনা—তার চেয়ে—তার চেয়ে দয়া ক'রে একেবারে চরম দণ্ড দাও—সব ফুরিয়ে যাক্—সব ফুরিয়ে যাক্—

[দ্রুত বনবীরের পশ্চাৎ অনুসরণ]

পঞ্চম দৃশ্য

কুম্ভমেরু দুর্গ

পান্নার হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে উদয়ের প্রবেশ

গীত

(আমার) সাধের মেবার ভূমি।
নীরবে সহিয়া শতেক যাতনা,
নীরবে কাঁদিছ তুমি।
শোষকের দল শাসকের বেশে,
লুটিছে রক্ত আজি নিঃশেষে,
পৌরুষ-হারা, পুরুষ-মেষেরা,
নামিছে চরণ চুমি।
জ্বাল মা নয়নে দীপ্ত-অনল,
"ম্যায় ভুখাহুঁ" বল দেখি বল,
রুদ্রাণী সমা, জাগ' দেখি ও-মা,
ঘুমায়ে রয়োনা তুমি।

পান্না। এরি মুখ চেয়ে এখনো সকল যন্ত্রণা ভুলে আছি। জানি না উদয় আমার কবে মানুষ হবে। কবে আমার উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসন আলো করে বসবে।

উদয়। ধাত্রী মা! কোথায় আমার চন্দন ভাই? সে কেন আমার সঙ্গে এলো না? তাতে আমাতে দুজনে এখানে কেমন খেলা করতুম। ধাত্রীমা চন্দন ভায়ের জন্য আমার যে বড় মন কেমন করছে। বলো না সে কোথায়? সত্যই কি বনবীর তাকে মেরে ফেলেছে? তার কথা জিজ্ঞাসা করলেই তুমি চুপ করে থাক, আর তোমার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল

পড়ে। ওকি ওই যে আজও আবার জল পড়ছে। বলো না ধাত্রীমা চন্দন ভাই আমার কোথায় গেল ?

পান্না। না—না কেমন করে সে কথা বলি ? সে কথা শুনলে যে উদয় আমার বড় ব্যথা পাবে। সেদিন জীবনের এক ভীষণ সন্ধিক্ষণ কেটে গেছে। পান্নার মাথার উপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে।

উদয়। বলছ না যে ধাত্রীমা ? কেবল তোমার চোখ দিয়ে হুড় হুড় করে জল পড়ছে। বলো না ধাত্রীমা ?

পান্না। চন্দন আর নেই মানিক ! দেবতার সম্পদ দেবতার কাছে চলে গেছে।

উদয়। চন্দন ভাই আমার বেঁচে নেই ! ধাত্রীমা ! ধাত্রীমা।

পান্না। সে আর নেই ! আর তাকে পাবে না উদয়। সে এখন মুক্তির আলোকে। তার তুচ্ছ প্রাণ আজ স্বদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই যে চন্দন আমার মুক্তির আলোকে দাঁড়িয়ে কেমন হাসছে—কেমন খেলা করছে। আমি নিজে, স্বেচ্ছায় তাকে—বনবীরের হাতে, মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছি।

উদয়। উঃ ! ধাত্রীমা ! সত্য সত্যই মা হয়ে তুমি তাকে মরণের হাতে তুলে দিলে ? তুমি না তার মা ?

পান্না। মা বলেই তো তাকে হত্যা করতে পেরেছি উদয় ! যাক্ আমার চন্দন ! তুমি যে আমার সহস্র চন্দনের চেয়েও অমূল্য মানিক। ভগবান ! আমার প্রভুর স্মৃতিটুকু অক্ষয় করে রেখো। এরি মুখ চেয়ে পান্না আজ প্রকৃতির সবটুকু অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে। উঃ ! মর্ম্মবীণায় বেহাগের আলাপন ! না—না উদয় আমার বেঁচে থাকুক। উদয় আমার সুখী হোক্।

উদয়। বলো না ধাত্রীমা—সত্যই কি বনবীর চন্দনকে হত্যা করেছে ?

পান্না। উদয় ! ওরে দুলাল ! সে কথা আর শুন্‌তে হবে না। সে যে এক মর্ম্মন্তুদ্ ইতিহাস ! সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীর বিভীষিকা আজও মনে হলে প্রাণ চমকে ওঠে, দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এখনো চোখের

সামনে বনবীরের শাণিত ছুরীকা দপ দপ করে জ্বলে ওঠে···আর সেই মর্ম্মঘাতী তীব্র আলোকে পান্নার চোখের জ্যোতিটুকু নিভে যায়···অন্ধকার ···অন্ধকার ছেয়ে আসে।

উদয়। সত্যি কথা এতদিন আমায় কেন বলনি ধাত্রীমা?

পান্না। বলে কি হবে বাবা? তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে দুর্ব্বৃত্ত বনবীর যখন তোমায় হত্যা করতে আসে—আমি পূর্ব্ব হতেই সে সংবাদ জানতে পেরে তোমায় পুরী হতে সরিয়ে দিই! তোমার শয্যায় চন্দনকে শুইয়ে রাখি! তুমি কি সে কথা ভুলে গেছ উদয়? তরপর—তারপর—ওঃ! মা—মা! অস্ফুট বিলাপ প্রকৃতির নিরবতা ভেঙ্গে দিলে। আমি ও অচৈতন্য হয়ে মাটীর বুকে আছড়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হ'ল চেয়ে দেখি—রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে আর চন্দন আমার সেই রক্তের তরঙ্গে ভাস্‌ছে।

উদয়। করেছ কি ধাত্রীমা! আমার জীবন রক্ষা করতে তুমি—স্বেচ্ছায় ছেলের জীবন বলি দিয়েছ?

পান্না। ওরে উদয়! তুমি যে আমার—না—না, শুধু আমার নও সমস্ত মেবারের সাতরাজার ধন এক মানিক! কুবেরের অনন্ত ধন ভাণ্ডার। তোমার সঙ্গে কি চন্দনের তুলনা হয়? অত্যাচারের প্রতিকার করতে, পাপীকে তার যোগ্য শাস্তি দিতে, অধর্ম্মের উচ্ছেদ ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে—দরকার পবিত্র শিশোদীয় বংশের অভ্যুত্থান—আর তার জন্যই সহস্র মেবারবাসীর বুকের ধনকে নির্ম্মম ঘাতকের হাতে তুলে দিয়েও, রক্ষা করতে হবে তোমাকে।

আশা-শার প্রবেশ

আশা। পান্না—পান্না, আমি বড় ভীষণ সমস্যার পড়েছি। এই দেখ বনবীরের পত্র। বনবীর উদয়ের সন্ধান পেয়েছে। আর সকলেই জেনেছে

যে উদয় আশা-শার ভাগ্যে নয়। স্বর্গগত মহারাণা সঙ্গের পুত্র! এখন কি হবে পান্না?

পান্না। বনবীর কি লিখেছে আশা-শা?

আশা। অতি সত্বর উদয়কে তার হস্তে অর্পণ করতে। পান্না আমার রক্ষা নাই। আমি কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পারছিনে পান্না। বনবীরের পত্রের কি উত্তর দিই। তুমি আমায় একটা সদ্‌যুক্তি দাও।

পান্না। আশা-শা! এই বালককে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি। এখন তুমি এর রক্ষক। রাণাবংশ—তোমার রাজার বংশ—নইলে যে নির্ম্মূল হবে। যে রাজবংশের তুমি সেবা করে আসছ আশা-শা, সেই রাজবংশের শেষ রাজপুত্র আজ তোমার আশ্রয়ে। তুমি অধর্ম্ম করো না। এ ধর্ম্ম আজ তোমাকে রক্ষা করতেই হবে। বনবীর আজ দেশের সাজা রাজা—সে যদি তোমার সর্ব্বনাশ করে—তাও ভাল, তবু প্রভু পুত্রকে আশ্রয় দিতেই হবে। ধর্ম্ম রাখো—ধর্ম্ম অবশ্যই ইহকালে না হোক পরকালে তোমাকে রক্ষা করবে।

আশা। তাই তো···আয়োজন এখনো সম্পূর্ণ হয় নি—মেবারবাসীর শক্তির সম্মিলন এখনো ক'রে উঠ্‌তে পারিনি—ক্ষুদ্র এই দুর্গাধিপের সহস্র সৈন্য নিয়ে কেমন ক'রে বনবীরের বিরুদ্ধে দাঁড়াব?

পান্না। তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর আশা-শা! এখনি প্রকৃত উত্তর পাবে। আশা-শা! তুমি না বীর? বীরের কর্ত্তব্য কি এই? আশ্রিত রক্ষণ যে মহাধর্ম্ম! আজ মেবারের রাজপুত্র রাণার বংশধর, তোমার দ্বারে—দীন হীন ভিখারীর মত তোমার একবিন্দু করুণার প্রত্যাশী। তুমি কি তাকে আজ আশ্রয় না দিয়ে কালের হাতে তুলে দেবে?

উদয়। ধাত্রীমা! ধাত্রীমা! আমায় একখানা অস্ত্র দাও—আমি সেই দুষ্টমতি ভ্রাতৃহন্তারক বনবীরকে ভাল রকম শিক্ষা দিয়ে আসি। ভয় কি ধাত্রীমা! রাজপুতের ছেলে আমি—বাপ্পা—হামির—সঙ্গের বংশধর আমি, আমি কি অস্ত্র ধরতে ভয় পাই?

পান্না। ভুলনা আশা-শা—ন্যায়ের রক্ষায় প্রাণ বিসর্জ্জন—বীরের বাঞ্ছনীয়, আশ্রিত রক্ষণে জীবন দান মহান্ গৌরবের!

আশা। পান্না! পান্না! তোমার কথা শুনে আমার ভগ্নপ্রাণে আবার সহস্র আশা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। যাক্—যাক্, আমার সর্ব্বস্ব যাক্ পান্না! আমার এই প্রভু পুত্রের জীবন চির নিরাময় হোক্। যাই সেই দুর্ব্বৃত্তের দূতকে বিতাড়িত করে দিই। [প্রস্থান

পান্না। আবার বুঝি ঝড় ওঠে। কি করব—কি করে রাণাবংশ রক্ষা করব?

করমচাঁদ, দুলিচাঁদ, উমিরচাঁদ, জগমল, মোহন
ও আশা-শার প্রবেশ

করম। ভয় কি মা, আমরা আছি। আমাদের দেশের রাজাকে আমরাই রক্ষা করব।

পান্না। একি! সর্দ্দার! সর্দ্দার!

করম। আজ আমরা যখন আমাদের প্রভু পুত্রকে ফিরে পেয়েছি—তখন আর ভয় নেই পান্না। আজ আমরা এই প্রভু পুত্র উদয় সিংহকে সম্মুখে রেখে, অদম্য উৎসাহে বনবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করব। সমস্ত মেবারবাসী আজ আনন্দে আত্মহারা—স্বদেশের কল্যাণে—দেশের শত্রুকে বধ করতে তাদের হিমানী শোনিত উষ্ণ হয়ে উঠেছে পান্না। আর ভয় নেই! রাজ্য-লোলুপ বনবীরের তপ্ত রক্তে আজ অমরা মাতৃভূমির তর্পণ করব। পান্না! পান্না! মহীয়সী নারী! আজ তোমারি জন্য রাণাবংশ রক্ষা হয়েছে। এ কি অপূর্ব্ব মহিমার ছবি তুমি এঁকে দিলে পান্না? তোমার ঋণ যে রাণা-বংশ—সমস্ত মেবারবাসী জীবনে পরিশোধ করতে পারবে না। মা হয়ে নিজের পুত্রকে মরণের কোলে তুলে দিলে। ধন্য পান্না—ধন্য তোমার প্রভুভক্তি!

জগমল। পিতা আর বিলম্বের আবশ্যক কি? আজ যখন আমরা হারা-

নিধি ফিরে পেয়েছি—তখন আর চিন্তা কি? চলো আমাদের এই শিশু মহারাণা উদয়কে সঙ্গে করে বনবীরের দর্প অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করতে। দুষ্ট দেখুক যে প্রজার সমবেত শক্তিতে রাজার সিংহাসন টলে ওঠে কি না? মেবারবাসী সকলেই অস্ত্র ধরেছে পিতা, সকলেই মরণকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত।

সকলে। জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

করম। আশা-শা! তুমিও এস। আজ আমাদের মুক্তিস্নান! স্বদেশ—স্বজাতীর দুঃখ বিমোচনে ঐক্যের অভিযান। মা! মা! জন্মভূমি মা আমার! আশীর্ব্বাদ কর মা! যেন আমরা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি" মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

পান্না। আমার হৃদয় যে আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ছে! কেমন করে উদয়কে আমার—

উদয়। ধাত্রীমা আমি কি ক্ষত্রিয় সন্তান নই? আমার পৈতৃক রাজ্য দুরন্ত দানব অধিকার করে থাকবে—আমার স্বদেশ বাসীদের দিবারাত্র পদ-দলিত করবে—আমি নির্জ্জীবের মত তাই দেখব ধাত্রীমা? না—না আজ আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠেছে—রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। চাই—চাই ভ্রাতৃ-হন্তারক প্রভুদ্রোহী বনবীরকে শাস্তি দিতে চাই। ওই ওই! স্বদেশ বাসীর আর্ত্তনাদ! বিদায় দাও ধাত্রীমা! চল সর্দ্দারগণ! দেখি কোথায় আমাদের দেশবৈরী?

পান্না। উদয়! উদয়!

উদয়।—

গীত ঃ

আমায় সাজিয়ে দাও মা রণ সাজে।
হৃদয় আমার নাচ্‌ছে মাগো
যাব আমি দেশের কাজে॥

জেগেছে ওই দেশের ছেলে,
আমি কেন রই মা ভুলে?
দেশের সেবা দশের সেবা
করব আমি হৃষতেজে ॥
স্বদেশ সেবা চায় না যারা,
নয় মা মানুষ—পশু তারা,
আর কেন মা রাখছ বেঁধে
ওই যে জয়ের ভেরী বাজে ॥

গীতকণ্ঠে অস্ত্র করে মেবারবাসী বালকগণের প্রবেশ

বালকগণ।—

গীত।

আমরা সবাই দেশের তরে,
করব সুখে জীবন দান,
মাটীর স্বর্গ জন্মভূমি—
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ স্থান,

গীতকণ্ঠে পতাকা হস্তে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

যাও বিজয় গর্ব্বে অরাতি নাশিতে—
কণ্ঠে তুলিয়া জাতীয় তান
মুক্তি-শঙ্খ বাজাও সঘনে
অরাতি রক্তে করিয়া স্নান,
মাভৈঃ! মাভৈঃ! মাভৈঃ।
ওই যে অদূরে সুখের প্রভাত রাজে ॥

সকলে। জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

পান্না। যাও! যাও উদয়! যাও স্বদেশ ভক্ত! পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে স্বদেশের দুঃখ দূর করতে। ওই অনন্ত নীলিমা হতে দেবতার মুক্ত আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়ুক তোমার সর্ব্বাঙ্গে। জয়ের ভেরী বেজে উঠুক, ধ্বংস হোক্ দেশবৈরী। [উদয়ের শিরচুম্বন]

সকলে। জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

[উদয়কে লইয়া গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

পান্না। [একদৃষ্টে চাহিয়া] ভগবান! পান্নার আশা যেন পূর্ণ হয়। উদয়—আমার উদয় যেন পূর্ণ গৌরবে তার পিতৃ-সিংহাসনে ব'সে ধর্ম্মের বিজয় পতাকা প্রোথিত ক'রতে পারে···আমি—আমি কি করি? যাই মায়ের মন্দিরে—মায়ের চরণে চোখের জলের মালা পরিয়ে মেবারবাসীর বিজয় কামনায় পূজা দিইগে। [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিতোর—রাজপ্রাসাদ

উত্তেজিত বনবীর।

বনবীর। প্রকৃতির প্রতিশোধ! প্রকৃতির প্রতিশোধ! কেবল মাত্র মাহেলী আর মালজী ছাড়া মেবারের সমস্ত সর্দ্দার আজ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রছে—কচ্ছরাজ প্রেরিত পাঁচশত অশ্ব ও দশহাজার বৃষের পৃষ্ঠে বহু মূল্য পণ্যদ্রব্য তারা লুণ্ঠন ক'রেছে—আর সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য তারা উদয়সিংহকে উপহার দিয়েছে···প্রতিকার—এর প্রতিকার চাই! কিন্তু কেমন ক'রে? কেউ নেই—আজ আমার পাশে দাঁড়াতে কেউ নেই! একদিন যার ভ্রূকুটিতে

সমস্ত মেবার ভয়ে কাঁপতো, আজ সেই বনবীরের পক্ষে দাঁড়িয়ে সৈন্য চালনা করতে একটি বীরও অগ্রসর হবে না—কেন? এর জন্য দায়ী কে? ভাগ্য? মিথ্যা কথা! ভাগ্য নয়—ভাগ্য নয়—তার নিজের কর্ম্মফল…ক্ষমতার মদগর্ব্বে তার অপব্যবহার করেছি তাই আজ এই নির্ম্মম প্রতিক্রিয়া…

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণা!

বনবীর। কে?—কি চাও—কি চাও তুমি?

প্রহরী। সর্দ্দার মালোজী হত।

বনবীর। অ্যাঁ—কি বললে? মালোজী—

প্রহরী। নিহত।

বনবীর। নিহত…নিহত…বাঃ বাঃ—শেষ—শেষ—বনবীর এইবার, এই-বার তোমার রাজত্বের অভিনয়ের যবনিকাপাত। কি? এখনো দাঁড়িয়ে কেন প্রহরী? আর কিছু বলতে চাও?

প্রহরী। মাহোলী সর্দ্দার পরাজিত পলায়িত—

বনবীর। সে সংবাদ আগেই পেয়েছি—যাও—নিজের কাজে যাও (প্রহরী নিরবে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল) কিন্তু কেন? এমন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে কেন পরাজয়কে বরণ করবো। না—না, তা হবে না—ধ্বংস যদি হ'তে হয় তার আগে দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে জ্বলে উঠে—মেবারের আকাশ বাতাস পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাব…জগৎ ভয়ে বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে—বনবীরের রুদ্র ভ্রূকুটিতে আতঙ্কে তারা শিউরে উঠ্‌বে—বীর বনবীরকে যদি মৃত্যু বরণ করতেই হয়—বীরের বাঞ্ছিত যুদ্ধ মৃত্যুই সে বরণ ক'রবে—

[প্রস্থানোদ্যত

আশা-শা ও ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ

আশা-শা। আর তার সুযোগ পাবে না দস্যু! হীন তস্করের মত

পরের সিংহাসন চুরি ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলে, তাই আজ আমরা তোমাকে তস্করের মতই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবো—সর্দ্দার, নিরস্ত্র কর—কেড়ে নাও—কেড়ে নাও ওর অস্ত্র—

বনবীর। সাবধান! *বীরের করধৃত তরবারি মৃত্যুর আগে হস্তচ্যুত হয় নি কোন দিন—আজও হবে না—সাধ্য থাকে—এস, দেখি কার এত সাহস আছে যে বনবীরের হাতের তরবারী কেড়ে নিতে পারে।

আশা-শা। অস্ত্র স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ কর—সহস্র সহস্র মেবারবাসী আজ তাদের স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায় উন্মত্ত হ'য়ে এই চিতোর দুর্গে প্রবেশ ক'রেছে। তোমার সমস্ত সেনা পরাজিত হ'য়ে একতার মন্ত্রে দীক্ষিত জনগণের পক্ষে যোগ দিয়েছে—আজ যখন তোমার পক্ষে একখানি তরবারীও উত্তোলিত করবার কেউ নেই, তখন অযথা বিরুদ্ধাচরণ ক'রে কেন বেশী অপমানিত হবে—তার চেয়ে সহমানে অস্ত্র পরিত্যাগ কর!

বনবীর। অপমানিত হবে বনবীর! হাঃ-হাঃ-হাঃ—ক্ষত্রিয় সন্তান, হাতে রয়েছে শত যুদ্ধ বিজয়ী তরবারী···সে হবে অপমানিত? আশা-শা! বনবীর দাসীর গর্ভজাত হ'লেও সিংহশিশু—তোমাদের মত শৃগাল নয়!

আশা-শা। স্তব্ধ হও দাসীপুত্র—

বনবীর। দাসীপুত্র—দাসীপুত্র···হাঁ-হাঁ, বনবীর দাসীপুত্র, আর তোমরা ছিলে সেই দাসীপুত্রের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য! কি—মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? লজ্জায়?—লজ্জা কিসের? পদলেহী কুক্কুরের দলতো চিরদিন লজ্জাহীন হ'য়ে থাকে জানতুম—তবে আবার লজ্জা কিসের?

জগমলের প্রবেশ

জগমল। এই যে বনবীর—এই যে মেবারের আতঙ্ক!

বনবীর। কে? জগমল—

জগমল। শুধু জগমল নয়, ঐ দেখ মেবারের সমস্ত সামন্ত রাজা আজ

তোমার ধ্বংসের জন্য অস্ত্র ধরেছে, এইবার তোমার স্বার্থের স্বপ্ন আমরা ভেঙে দেব—পরলোক গত মহারাণা সঙ্গের বালক পুত্র—মহারাণা উদয়সিংহকে মেবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে স্বদেশের চরম দুর্গতির চির অবসান করবো !

[নেপথ্যে শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"জয় মহারাণা উদয়সিংহের জয় ।"]

শুন্‌ছো—শুন্‌ছো বনবীর ঐ জয়ধ্বনি—অস্ত্র পরিত্যাগ কর, বন্দীত্ব স্বীকার কর নতুবা তোমার নিষ্কৃতি নেই।

বনবীর। বীর কখনও অস্ত্র পরিত্যাগ করে না—পার—শক্তি থাকে, কেড়ে নাও—

জগমল। উত্তম—তবে মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয় !

বনবীর। স্বাধীনতা হারিয়ে, জগতের ঘৃণ্য হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, মৃত্যু, সে যে সহস্রগুণ বাঞ্ছনীয়।

জগমল। উত্তম দেখি তবে কত শক্তি ধর ঐ বাহুতে—[আক্রমণ করিল]

বনবীর। [আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে] গর্জ্জে ওঠ্—গর্জ্জে ওঠ্—মহারাণা সঙ্গের বীর রক্তস্রোত, বনবীরের বুকে—বাহুতে ধ্বংসের তাণ্ডবে গর্জ্জে ওঠ্—

[জগমল আশা-শা ও ভীল সর্দ্দারের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে ছিল—মোহন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার শাণিত মুক্ত তরবারী বনবীরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল—পর-মুহূর্ত্তে তরবারী পড়িবে, ঠিক এমনি সময়ে উদয় দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া তাহার তরবারী সমেত হস্ত ধরিয়া বলিল—]

উদয়। করছ কি সর্দ্দার ! এযে গুপ্ত হত্যা !

[উদয়ের কথা শুনিয়া সকলে একসঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইল।]

বনবীর ! দাদা !

বনবীর। কে? দাদা বলে কে ডাকলে?—উদয়!

উদয়। হাঁ—আমি উদয়। একি করছিলে দাদা, এতো যুদ্ধ নয়, এযে আত্মহত্যা! শত সহস্রের বিরুদ্ধে একাকী অস্ত্রচালনা ক'রে মরা যায়, যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। যুদ্ধে দরকার নেই—এস দাদা, ভাই বলে একবার আমায় বুকে টেনে নাও—একবার স্নেহের প্রীতির আলিঙ্গন দিয়ে ভায়ে ভায়ের এই আত্মধ্বংসী বিবাদের চির অবসান করে দাও।

মোহন। সেকি মহারাণা! তোমার সহোদর—মহারাণা বিক্রমজিতের হত্যাকারী—ঐ নৃশংস ঘাতককে ক্ষমা করবে তুমি?

উদয়। হত্যায় হত্যার প্রতিশোধ হয় না সর্দ্দার, হয় অনুতাপে, হয় সংশোধনে! ভেবে দেখ—ভেবে দেখ সর্দ্দার, ভায়ে ভায়ে বিবাদ ক'রে ভারতের আজ কত সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! বিদেশীর পায়ে আজ ভারত বিকিয়ে গিয়েছে—সেই ভ্রাতৃবিরোধে, আমার সাধের মেবার, আমার প্রাণপ্রিয় স্বদেশকেও কি বিদেশীর পায়ে বিকিয়ে দেব?...দাদা! বল, বল কি হ'লে এ বিবাদের অবসান হবে? সিংহাসন—মেবার সিংহাসন তুমি চাও—বেশ তাই নাও—কিন্তু শিশোদীয় কুলের পবিত্র সিংহাসনে—ঠিক বাপ্পা হামির কুম্ভ সঙ্গের মতই প্রজাপালক ন্যায়ের প্রতীকরূপে ব'স দাদা।

বনবীর। উদয়! উদয়! তুমি—তুমি এত মহান্...না না, মেবারে সিংহাসন আমি চাই না—মহারাণা সঙ্গের পবিত্র শোণিত আমার দেহে থাক্‌লেও অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছে দাসী শীতলসেনীর হিংসা দ্বেষের হীনতার বিষ—এ পবিত্র সিংহাসনের উপযুক্ত আমি নই—এ সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য অধিকারী তুমি—উদয় তুমি—

উদয়। বেশ তাই যদি হয়—তবে এস দাদা, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার এই দুর্ব্বল ভাইয়ের সিংহাসন রক্ষা করতে তার পাশে এসে দাঁড়াও—

বনবীর। না—না, তা পারবো না, তা পারবো না—কি জানি প্রলোভন মহাপাপ—সে আবার যদি আমায় ঐ সিংহাসনের মোহে আকৃষ্ট করে?

না—তা হবে না—উদয়—ভাই, আমি সর্ব্বান্তকরণে, সানন্দচিত্তে তোমাকেই মেবারের মহারাণা বলে অভিবাদন করছি মহারাণা—তুমি তোমার এই সব যোগ্য সর্দ্দারদের সহযোগিতায় স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে—আমি যাই—আমি যাই, মেবার ছেড়ে—এ হিন্দুস্থান ছেড়ে প্রলোভন হ'তে দূরে—দূরে—বহু দূরে—বিদায় মহারাণা বিদায়! [দ্রুত প্রস্থান।

পান্না ও করমচাঁদের প্রবেশ—করমচাঁদের হস্তে
মেবারের গৌরবময় রাজমুকুট।

পান্না। কই—কই—উদয়—উদয় কই—এই যে—এই যে উদয়,—উদয় [বক্ষে ধারণ]

করম। পান্না—পান্না! ভগবান একলিঙ্গের আশীর্ব্বাদে আমরা বিজয় লাভে সমর্থ হ'য়েছি—আজ তোমার পুত্র চন্দনের আত্মবলিদান সার্থক হয়েছে, ঐ দেখ—ঐ দেখ দস্যু কবলমুক্ত স্বদেশ আজ আনন্দের মহোৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে—ঐ শোন মেবারবাসীর সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি—জয় স্বদেশের জয়—জয় জন্মভূমির জয়—এই পুণ্যলগ্নে মেবারের এই গৌরবময় রাজমুকুট——মেবারের জনগণের প্রতিভূস্বরূপ পরিয়ে দিই—আমাদের বালক মহারাণা উদয়সিংহের মস্তকে—জীবন আমার ধন্য হোক, সার্থক হোক্ মেবারবাসীর নয়ন, গৌরবোজ্জ্বল হোক্ নির্য্যাতীতা—নিপীড়িতা আমাদের স্বদেশ।

[উদয়ের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিল—সকলে নতজানু
হইয়া উদয়কে অভিবাদন করিল।

যবনিকা

'বন্দেমাতরম্' গুরু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র
ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র
ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্রাট
হীরাঝিল, মতিঝিল, 'রাজপুতের মেয়ে' 'বাঙ্গালীর মেয়ে' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
বাণীর বরপুত্র—**প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ন বিরচিত**—
সম্রাট অশোকের অমর চরিত্রে গঠিত—

সতীর আশীর্ব্বাদ

(সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত)

মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা গ্রীকবীজয়ী বীর চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মগধের সম্রাট অশোক ছিলেন স্বেচ্ছাচারী—অত্যাচারী—তাই জনসাধারণ তাঁকে বলতো চণ্ডাশোক। মহাবলাধ্যক্ষ রুদ্রেশ, মহামাত্য খল্লাতক ও রাজগুরু চণ্ডেশ্বরের ষড়যন্ত্রে সহকারী মহাবলাধ্যক্ষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুষ্যমিত্র হন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। অশোক প্রথমে কারাদণ্ডই প্রদান করেন—কিন্তু যখন পুষ্যমিত্রের ধাত্রী-জননী—পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন—"একদিন পুষ্যমিত্রই মগধের রত্ন-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবে"—তখন সতীর আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ করতে অশোক করেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। পরে—এই ইতিহাস বিখ্যাত পুষ্যমিত্র—কি ভাবে কেমন করিয়া জননীর আশীর্ব্বাদ পূর্ণ করেন—কি ভয়াবহ ঘটনার আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের বক্ষবিদারণে মগধের রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করেন—তাহা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসেরই মত চিত্ত চমকপ্রদ। তার পর কলিঙ্গের মহাসমরে অশোক কর্ত্তৃক এক লক্ষ আহত ও দেড় লক্ষ নিহত সৈন্যের বিকলাঙ্গ দেহ ও রক্তাক্ত কবন্ধ দৃষ্টে সেই মহাভোগী—মহাবিলাসী—মহাঅত্যাচারী অশোক একদিনেই কি ভাবে প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোক নামে অভিহিত হইয়া সঙ্ঘস্থবির ইতিহাস সম্পূজিত তথাগতের পরমভক্ত উপগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্য পরিহার করেন—সে ঘটনা কৌতূহলজনক—অতি বিস্ময়কর। মূল্য ১৸০।

বজ্রনাভ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ প্রণীত। বজ্রপুরাধিপতি বজ্রনাভ কর্ত্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস—যুদ্ধে দ্বারকা-শক্তির সাহায্য—বজ্রপুরের বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ-অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ১৸০ সাতসিকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ম্যাণ্ডেলের নূতন নাটক

COVER PRINTED BY GORACHAND PRESS, CAL.